মাসিক

আত-তাহরীক

ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮
১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

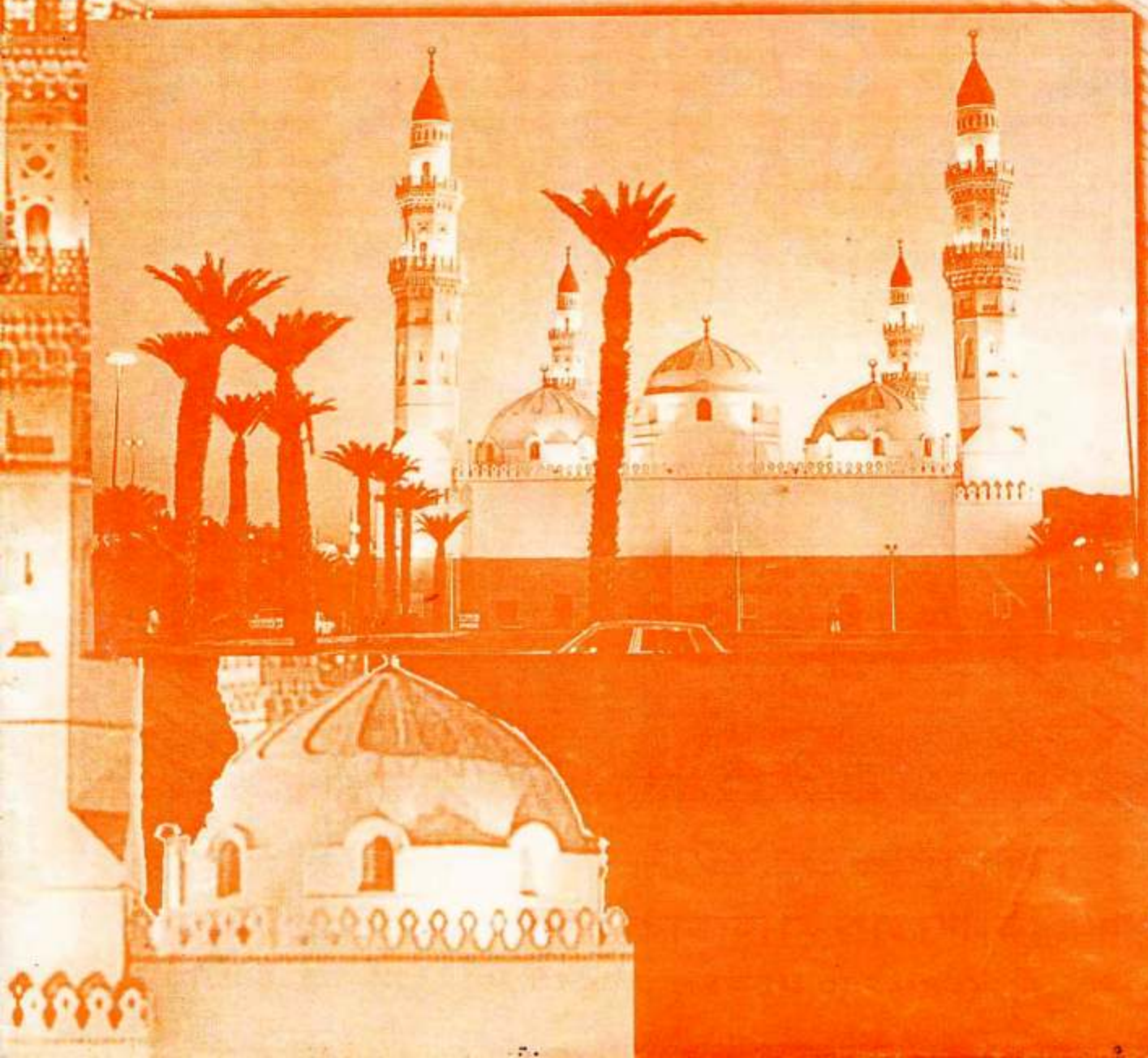

প্রকাশকঃ

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী

ফোনঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ৭৬১৩৭৮

مجلة التحريك الشهرية ، مجلة علمية دينية

رئيس التحرير: د.محمد أسد الله الغالب

تصدرها " حديث فاؤنديشن بنغلاديش"

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ বায়তুল মুকাররম মসজিদ,ঢাকা।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ৭৭৪৬১২

* বার্ষিক গ্রাহক চাঁদাঃ ১১০/০০
* ষান্মাসিক গ্রাহক চাঁদাঃ ৬০/০০

বিজ্ঞাপনের হারঃ

* শেষ প্রচ্ছদ ঃ	৩,০০০ টাকা
* দ্বিতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,৫০০ টাকা
* তৃতীয় প্রচ্ছদ ঃ	২,০০০ টাকা
* সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা ঃ	১,৫০০ টাকা
* সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠাঃ	৮০০ টাকা
* সাধারণ সিকি পৃষ্ঠাঃ	৫০০ টাকা

কারিগরি তথ্যঃ

* সাইজঃ ৯ ইঞ্চি-৭ ইঞ্চি
* ভাষাঃ বাংলা
* মুদ্রনঃ কম্পিউটার কম্পোজ
* পৃষ্ঠাঃ ৪৮
* প্রচ্ছদঃ এক রঙ অফসেট

০ স্থায়ী,বার্ষিক ও নিয়মিত (নূন্যপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ও কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

MONTHLY "AT-TAHREEK"
Edited by: Dr.Muhammad Asadullah Al- Ghalib
Published by: Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi.Bangladesh.
Yearly subscription Tk: 110/00 Only.
Address: Editor, *Monthly* AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH. P.o. SOPURA, RAJSHAHI.
Ph. (0721) 760525. Ph & Fax (0721) 761378.

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
শাওয়াল ১৪১৮ হিঃ
মাঘ ১৪০৪ সাল
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ইং

সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

কম্পোজ ঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্স ঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮

মূল্য ঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

		পৃঃ
*	সম্পাদকীয়	
*	দরসে কুরআন	৪
*	দরসে হাদীছ	৮
*	প্রবন্ধ	
	ছাদেকপুর, পাটনা -আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী	১১
	আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহী বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি - আব্দুস সামাদ সালাফী	১৫
	স্বপ্নঃ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে -ডাঃ এস. এম. আবু মূসা	১৮
*	গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান -আব্দুস সামাদ সালাফী	২৩
*	ছাহাবা চরিত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) -কাবীরুল ইসলাম	২৪
*	মহিলাদের পাতা পর্দা মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক -ফারযানা ইয়াসমীন	২৫
*	পাঠকের মতামত	৩০
*	হাদীছের গল্প -মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম	৩১
*	সোনামণিদের পাতা	৩২
*	কবিতা	
	তাহরীক তুমি -মোঃ অপু সারোয়ার	৩৫
	পণ -আব্দুল হান্নান	৩৬
	জাগো মুসলিম -মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয	৩৬
	উপহার -শ্রী লিমন চক্রবর্তী	৩৬
	যালেমের যুলুম -শিহাবুদ্দীন সুন্নী	৩৭
*	স্বদেশ-বিদেশ	৩৮
*	বিজ্ঞান ও বিস্ময়	৪০
*	মুসলিম জাহান	৪১
*	মারকায সংবাদ	৪৩
*	সংগঠন সংবাদ	৪৩
*	প্রশ্নোত্তর	৪৪

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পাদকীয়

খোশ আমদেদ ঈদুল ফিৎর

১. মুসলিম উম্মাহ্‌র সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিৎর সমাগত। 'ফিৎর' অর্থ উদ্গম হওয়া, ফেটে নতুন সৃষ্টি হওয়া। সেখান থেকে ভাবার্থে মুক্ত হওয়া। মাসব্যপী ছিয়াম সাধনা শেষে পাপমুক্তির সওগাত নিয়ে 'ঈদুল ফিৎর' আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। একটানা ছিয়াম -এর মাধ্যমে আমরা যেমন আমাদের দেহ ও অন্তর জগতকে পরিশুদ্ধ করতে চেষ্টা পেয়েছি, তেমনি নৈতিক সংযমশীলতা সুরক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের উন্নত মানবতাকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস পেয়েছি। অনেক কিছু করার থাকলেও আমরা করিনি। অনেক কিছু বলার থাকলেও আমরা বলিনি। এই অভ্যাস যদি বাকী এগারোটি মাস অব্যাহত থাকে, তবে আমরা সমাজ গড়ার সৈনিক হব, সমাজ ভাঙ্গার নয়। রামাযানে ছিয়াম ও ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের জীবন ঘড়িতে তাক্বওয়ার দম বা চাবি দিচ্ছি। বাকী মাসগুলি ঐ দমে যদি চলে, তাহ'লে বুঝতে হবে, রামাযান আমার জন্য সার্থক হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন, 'সফলকাম হ'ল ঐ ব্যক্তি যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করল ও তার প্রভুর নাম স্মরণ করল। অতঃপর ছালাত আদায় করল' (আ'লা ১৪-১৫)। এ আয়াতগুলি ঈদুল ফিৎর-কে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে বলে তাফসীরবিদগণ মত প্রকাশ করেন। ছায়েম মাসব্যপী ছিয়াম পালন শেষে আল্লাহ্‌র নামে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীরধ্বনি করতে করতে বাড়ীঘর ছেড়ে উন্মুক্ত ঈদগাহ ময়দান অভিমুখে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে গিয়ে সে অসীম নীলাকাশের তলে সবুজ ঘাসের উপরে প্রকৃতির শান্ত সুনিবিড় সান্নিধ্যে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে প্রথমে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ও আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা ও আশ্রয় ভিক্ষা করে। ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হ'য়ে দাঁড়িয়ে যায়। শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ইমামের খুৎবা শোনে। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পবিত্র বাণী শুনে তৃপ্ত মনে আবার ঘরে ফিরে আসে ছওয়াবের ডালি ভরে। বাড়ি ফিরে এসে প্রতিবেশী গরীব ভাইদের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য অঞ্জলি ভরে ফিৎরা বিলি করে। নিজে যা খায়, তাই ভাইদেরকে দেয়। সাধ্যমত সবাইকে খাইয়ে তৃপ্তি পায়। আজ ভোগের নয় কেবল দেওয়ার দিন। দেওয়ার মধ্যে যে কি তৃপ্তি আছে, মুসলমান এ দিনে তার বাস্তব উদাহরণ পেশ করে। ধনী হাসে দিতে পেরে, গরীব হাসে পেয়ে। আজ কেবল হাসির দিন। উজাড় করা আনন্দের দিন। মহা তৃপ্তির দিন। আহ! যদি এই দিন প্রতি দিন হ'ত! যদি এই দিনের আমেজ মুসলমানের জীবনে বাকী এগারোটি মাস থাকত! তাহ'লে মুসলমানই হ'ত বিশ্বের সেরা জাতি। ঈদুল ফিৎর আমাদের জীবনে অকৃত্রিম আনন্দ বয়ে আনুক। ভাই- ভাইয়ে মিলবার সুযোগ করে দিক। হিংসা-বিদ্বেষের কালিমা দূর করে দিক। মানুষের মাঝে ভালোবাসার জোয়ার সৃষ্টি করুক- এই কামনা করি।

ঈদুল ফিৎরের মহা আনন্দের পবিত্র সন্ধিক্ষণে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-এজেন্ট-অনুগ্রাহক ও সকল পর্যায়ের হিতাকাংখী ভাই-বোন ও মুরব্বীগণকে ঈদের নিষ্কাম শুভেচ্ছা ও আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি।

ভাষার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখুন!

২. ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস সমাগত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকার রাজপথে বাংলাকে রাষ্ট্র

ভাষা করার ন্যায্য দাবীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য অদূরদর্শী শাসনশক্তি সেদিন বুলেট চালিয়ে হত্যা করেছিল আমাদেরই কিছু তরুণ ভাইকে। আমরা তাদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করি শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেদিনের সেই রক্তদান বৃথা যায়নি। বাংলা আজ কেবল রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পায়নি। স্বাধীন রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিকানাও লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ। ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, বাংলা ভাষার উন্নয়নে বঙ্গের প্রাচীন মুসলিম শাসক ও সাহিত্যিকদের অবদানই ছিল সর্বাধিক। আর যেকোন ভাষা তার জাতির চিন্তা-চেতনার প্রতিবিম্ব হিসাবে কাজ করে। মুসলমানদের

http://islaminonesite.wordpress.com

চিন্তা-চেতনা, ঈমান-আক্বীদা ও আমল-আখলাক সমৃদ্ধ আরবী, ফারসী শব্দাবলী সঙ্গত কারণেই তাই এ ভাষার বুকে স্বাভাবিক ভাবে স্থান করে নিয়েছে। বাংলা ভাষাকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে। কোলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা বিষয়টিকে ভাল চোখে দেখেননি। তারা আরবী-উর্দু-ফারসী হটিয়ে বাংলা ভাষায় শুদ্ধি অভিযান চালাতে চাইলেন। ফলে ঢাকা ও কোলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের দু'টি ধারা সৃষ্টি হ'ল। যা আজও অব্যাহত আছে ও থাকবে। কারণ এ ধারার অন্তর্নিহিত ফল্গুধারা হ'ল আদর্শিক, রাজনৈতিক নয়। রাজনীতি কখনো আদর্শ পরিবর্তন করতে পারেনা। বরং আদর্শই রাজনীতি ও রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। স্বাধীন বাংলাদেশ তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমান। একই বাংলা ভাষী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গীয়রা আজও দিল্লীর শাসিত। সেখানকার ৪০ শতাংশ মুসলিম বাংলাভাষী নাগরিক প্রাদেশিক সরকারের উচ্চপদ সমূহে অনধিক এক শতাংশ এবং নিম্নপদ সমূহে অনধিক তিন শতাংশের বেশী আজও অধিকার করতে সক্ষম হয়নি। পশ্চিম বঙ্গের বাংলা আজ হিন্দী আগ্রাসনে ভীত-সন্ত্রস্ত। খোদ কোলকাতা থেকেই এখন বাংলা সাহিত্যের পাততাড়ি গুটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গদেশের পূর্ব অংশের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানেরা তাদের আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ন রেখে আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন ঘটিয়েছে। তাদের ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের দরবারে অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে পরিচিত করে তুলেছে। তাই বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করে তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যেমন আমাদের জাতীয় কর্তব্য। তেমনি ইসলামের নামে শিরক ও বিদ'আত যুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থেকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক সাহিত্য রচনা করাও আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব নির্ভর করছে এর আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার উপরে। অধিকার সচেতন সাহিত্যানুরাগী ভাইদেরকে বিষয়টির প্রতি অধিক গুরুত্ব দানের আহবান জানাচ্ছি এবং দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন রাখছি যে, শুধুমাত্র দিবস পালনের মধ্যে নয় বরং বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সাত্যিকার ভাবে কাজ করুন এবং ইতিমধ্যে অতি বাঙ্গালী হওয়ার নামে বাংলা ভাষা হ'তে ইসলামী ঐতিহ্যকে উৎখাত করার জন্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় সংবাদপত্র গুলোর মধ্যে মুসলমানের মুখোশ পরে সাহিত্য সেবার নামে যেসব বিভীষণ গুলো লুকিয়ে আছে, তাদেরকে চিহ্নিত করুন। এই মাসে আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকা ও জনসাধারণকেও উক্ত বিষয়ে সচেতন থাকার আহবান জানাচ্ছি।।

ঈদ মোবারক

-কাজী নজরুল ইসলাম

আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান
নাই বড়-ছোট সকল মানুষ এক সমান
রাজা প্রজা নয় কার কেহ।
ইসলাম বলে সকলের তরে মোরা সবাই
সুখ-দুঃখ সমভাগ করে নেব সকলে ভাই
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ
দু'জনার হবে বুলন্দ নছীব, লাখে লাখে হবে বদ নছীব?
এ নহে বিধান ইসলামের।
ঈদুল ফিৎর আনিয়াছে তাই নব বিধান
ওগো সঞ্চয়ী, উদ্বৃত্ত যা করিবে দান
ক্ষুধার অন্ন হোক তোমার।
ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে
তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও-পেয়ালাতে
দিয়া ভোগ কর বীর দেদার।।

[জাতীয় কবির 'ঈদ মোবারক' কবিতার অংশবিশেষ]

সংশোধনী

[প্রথম ঈনার পেজ-য়ে প্রচ্ছদ পরিচিতি ভুলক্রমে বায়তুল মোকাররম ছাপা হয়েছে। বর্তমান প্রচ্ছদ হ'ল 'মসজিদে ক্বোবা' মদীনা মুনাওয়ারা। এ ছাড়া শেষ কভার পেজ-য়ে ফেব্রুয়ারী-র বদলে জানুয়ারী লেখা হয়েছে। এ জন্য আমরা দুঃখিত। -নির্বাহী সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

তাক্বওয়ার উচ্চ মর্যাদা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ أُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

১. অনুবাদঃ হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও স্ত্রী হ'তে (অর্থাৎ আদম ও হাওয়া হ'তে) এবং আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন ও খবর রাখেন। -হুজুরাত ১৩।

. শানে নুযূলঃ আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়। -

১মঃ আবু হিন্দ সম্পর্কে যিনি পেশায় 'হাজ্জাম' ছিলেন অর্থাৎ ব্যথার রোগীদের সিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত চুষে বের করে দিতেন। তাকে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বনু বায়াযাহ গোত্রে বিয়ে দিতে চাইলে তারা মেয়ে দিতে অপসন্দ করে বলে যে, আমরা কি আমাদের মেয়েকে আমাদের গোলামদের সাথে বিয়ে দিব? এর ফলে এই আয়াত নাযিল হয়।

২য়ঃ ছাবিত বিক ক্বায়েস বিন শাম্মাসকে ভিড়ের মধ্যে কেউ জায়গা ছেড়ে দিতে চাচ্ছিল না। তখন তিনি রাগতঃস্বরে একজনকে বলেন, 'হে অমুক মহিলার বেটা'। রাসূল (ছাঃ) তাকে বল্লেন, লোকদের দিকে তাকাও এবং বল কি দেখ্লে। ছাবিত বল্লেন যে, দেখলাম কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ লাল। রাসূল (ছাঃ) বল্লেন, এর মধ্যে তুমি কাউকে পার্থক্য করতে পার না 'তাক্বওয়া' ব্যতীত।' অতঃপর ছাবিতকে উপলক্ষ করে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

৩য়ঃ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর আদেশক্রমে বেলাল (রাঃ) কা'বার উপরে উঠে আযান দেন। এতে ক্ষুব্ধ হ'য়ে আত্তাব বিন আসীদ বলেন, আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা যে, আমার পিতা এই দৃশ্য দেখার পূর্বেই মারা গেছেন'। হারেছ বিন হেশাম বলেন, (ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا। 'মুহাম্মাদ এই কালো কাকটি ছাড়া আর কাউকে মুওয়াযযিন হিসাবে পেলেন না'? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি কিছু বলব না। কেননা আমার ভয় হয় আমি কিছু বললে আসমানের রব সবকিছু মুহাম্মাদকে বলে দিবেন'। বলা বাহুল্য যথাসময়ে জিব্রীল (আঃ) অবতরণ করলেন ও রাসূলকে সবকিছু অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিদেরকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা স্বীকার করল। তখন এই আয়াত নাযিল হ'ল এবং তিনি তাদেরকে তাদের বংশ গৌরব, অর্থের বড়াই ও গরীবদের প্রতি ঘৃণাবোধের জন্য ভর্ৎসনা করলেন (কুরতুবী)।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(ক)'ইয়া আইয়ুহান্না-স' হে জনমন্ডলী!

(খ) 'ইন্না খালাক্বনা-কুম' 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি'। এখানে 'আমি' না বলে 'আমরা' বলা হয়েছে আল্লাহ্র সর্বোচ্চ মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য এবং বান্দাকে একথা শিখানোর জন্য যে, সে যেন কোন অবস্থায় বৃথা আমিত্বের অহংকার না করে। বরং নিজে করলেও 'আমরা করেছি' বলে সর্বদা নিজের নিরহংকার ভাষা ব্যবহার করে। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে 'আমি' ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। যেমন আল্লাহ নিজের জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন।

(গ) 'যাকারিঁউ ওয়া উন্ছা' একজন পুরুষ ও নারী। এর দ্বারা আদি পিতা আদম ও আদি মাতা হাওয়া-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে আদম -এর ন্যায় পিতা-মাতা ছাড়াই কিংবা হাওয়ার ন্যায় মাতা ছাড়াই অথবা ঈসা -এর ন্যায় পিতা ছাড়াই আমাদেরকে কেবল 'কুন্' শব্দ দ্বারা হুকুম দেওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি মানব শিশুর লালন-পালন ও নিরাপত্তা বিধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিবেচনা করে পিতা-মাতার মাধ্যমে আমাদেরকে সৃষ্টি ও পালনের ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর সুষ্ঠু সামাজিক জীবন যাপন ও পারস্পরিক পরিচিতির সুবিধার্থে মানব জাতিকে বিভিন্ন গোষ্ঠি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন।

(ঘ) 'শুউবাঁও ওয়া ক্বাবা-ইলা' 'সম্প্রদায় ও গোত্র সমূহ'। প্রথমটি 'শা'বুন'-এর ও দ্বিতীয়টি 'ক্বাবীলাতুন'-এর বহুবচন। দ্বিতীয়টির চাইতে প্রথমটির অর্থ ব্যাপক। যেমন বাংলাদেশী সম্প্রদায় বলতে বাংলাদেশের ১২ কোটি মানুষকে বুঝায়। কিন্তু শেখ, সৈয়দ, সরদার, মন্ডল বললে বিশেষ বিশেষ গোত্রকে বুঝায়।

(ঙ) 'লে তা'আ-রাফূ' 'যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার' باب تفاعل হ'তে এসেছে। একই স্থানে দু'জন

http://islaminonesite.wordpress.com

ব্যক্তির একই নামে চিঠি আসলে পিয়নের পক্ষে চেনা কষ্টকর হ'ত, যদি না দু'জনের নামের আগে বা পিছে তার গোত্র পরিচিতি কিছু না থাক্ত। একই সমস্যা সামাজিক জীবনে চলার পথে সকল অবস্থায় ঘটার সম্ভাবনা থাক্ত। আন্তর্জাতিক জীবনে সম্প্রদায়গত পরিচিতির যেমন প্রয়োজন রয়েছে, জাতীয় ক্ষেত্রে তেমনি গোত্রীয় পরিচিতির প্রয়োজন রয়েছে। বাহ্যিকভাবে এটিকে বিভক্তি মনে করা হলেও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সামাজিক শৃংখলাগত ঐক্য। এই পরিচয়গত বিভক্তিকে আত্ম অহংকারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলেই সমাজে শুরু হয় বিশৃংখলা ও অশান্তি। অতএব পারস্পরিক পরিচিতির গন্ডী পেরিয়ে অন্য কোন হীন স্বার্থে এই স্বাভাবিক বিভক্তিকে কাজে লাগানো চলবে না। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

(চ) 'আকরামাকুম' 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত'। 'আত্ক্বা-কুম' 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু'। দু'টি শব্দই اسم تفضيل থেকে এসেছে, যার দ্বারা তুলনা বুঝানো হয়। অর্থাৎ অধিক সম্মান নির্ভর করে অধিক আল্লাহ ভীরুতার মধ্যে। 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীরুতাই হ'ল আল্লাহ্র নিকটে সম্মানের মাপকাঠি। বলা বাহুল্য মানুষের নিকটে সম্মানের মাপকাঠিও এটাই।

৪. সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ

অত্র আয়াতটি মানুষের সামাজিক জীবন পরিচালনা বিষয়ে ইসলামের একটি মৌলিক নীতি নির্ধারনী আয়াত। সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদান হিসাবে বর্তমান বিশ্বে মূলতঃ ছয়টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বংশ, জন্মস্থান, ভাষা, রং, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও এলাকা। এগুলি মিলেই বর্তমানে অভিন্ন বিশ্বকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের নামে বিভক্ত করে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়েছে। বিশ্ব চিন্তার স্থলে রাষ্ট্র চিন্তাই গুরুত্ব পেয়েছে। কোথাও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কোথাও রং ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কোথাও অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কোথাও ধর্ম ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। তাতে বিশ্বে শান্তির বদলে বরং আশান্তিই বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘাত ও হানাহানি। 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' নামে আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষা সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে অত্যন্ত উদার। আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধে উঠে ইসলাম বিশ্ব রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। বিশ্বের সকল মানুষের আদি পিতা যেহেতু একজন (আদম আলাইহিস সালাম) এবং আদম-এর বাম পাঁজর হ'তে সৃষ্ট বিশ্বের সকল মানুষের আদি মাতাও একজন, সর্বোপরি বিশ্বের সকল মানুষের ও প্রাণীকুলের সৃষ্টিকর্তাও একজন- আল্লাহ। অতএব আঞ্চলিক নয় বরং বিশ্ব জাতীয়তা কাম্য। সৃষ্টির নয় বরং সৃষ্টিকর্তার দেওয়া বিধানই কাম্য। কারণ বিধান রচনার ক্ষেত্রে মানুষ কখনোই তার সংকীণ স্বার্থের ঊর্ধে উঠতে পারে না। চাই সে স্বার্থ নিজের হৌক, দলের হৌক, অঞ্চলের হৌক বা রাষ্ট্রের হৌক। সেকারণ মৌলিক আইন ও বিধান অবশ্যই এমন একটি সত্তার নিকট থেকে আসতে হবে, যিনি এসব স্বার্থের ঊর্ধে। আর তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নন। আল্লাহ্র বিধান সকল মানুষের জন্য সমান। সেখানে সাদা-কালো, আরবী-আজমী কোন ভেদাভেদ নেই।

ইসলাম উপরোক্ত ছয়টি বিষয় বা অন্য কোন সংকীর্ণ স্বার্থের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টির বিরোধিতা করেছে এবং কেবলমাত্র 'বির্র ও তাক্বওয়া'-র ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ করেছে। সাধু ও সন্ত্রাসী, ভাল ও মন্দ ভেদাভেদ বিশ্বের সর্বত্র রয়েছে। সকল রাষ্ট্র এ দু'টি বিষয়কে মেনে নিয়েছে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকে আইনগত ও নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজ নিজ সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে মানুষ ন্যায় ও অন্যায়ের মানদন্ড নির্ণয়ে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে গিয়ে ইসলাম একটি নিরপেক্ষ ও অভ্রান্ত মানদন্ড প্রদান করেছে। সে মানদন্ডের আলোকেই বিশ্ব জাতীয়তা গঠিত ও পরিচালিত হ'তে পারে। 'জাতিসংঘ' গঠনের মাধ্যমে মানুষ বিশ্ব রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার দিকে এক ধাপ এগিয়েছে। এখন প্রয়োজন কেবল সেখান থেকে নিজেদের মনগড়া আইনের জঞ্জাল গুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আল্লাহ্র আইন ও বিধানকে অবনত চিত্তে বরণ করে নেওয়া। সেটা করার জন্য কুরআন-হাদীছের ধারক ও বাহকদেরকেই এগিয়ে যেতে হবে। প্রথমে নিজ রাষ্ট্রে ও পরে বৃহত্তর বিশ্ব পরিমন্ডলে।

সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব শাসন ও পরিচালনা করবে আল্লাহ্র নেককার বান্দারা। أن الارض يرثها عبادى الصالحون 'নিশ্চয়ই এ বিশ্বের ওয়ারিছ হ'ল আমার সৎকর্মশীল বান্দারা'(আম্বিয়া ১০৫)। দূর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীরা অবশ্যই দমিত ও নমিত হবে সৎকর্মশীলদের কাছে। এদের বিরুদ্ধে মুমিনদের জিহাদ এজন্যই ফরয করা হয়েছে। সুনীতি ও দূর্নীতির জন্য রং, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চল শর্ত নয়। যেকোন রং ও ভাষার লোক সৎকর্মশীল ও অসৎ হতে পারে। বিধান প্রয়োগ হবে নিরপেক্ষভাবে যেকোন দূর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে। চাই সে আমার ভাষার বা রংয়ের লোক হৌক বা অন্য ভাষা ও রংয়ের লোক হৌক। অতএব রং ও ভাষা নয় বরং তাক্বওয়া ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে মানব ঐক্য সম্ভব। ইসলাম সেদিকেই মানুষকে আহবান করেছে। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার স্বরে চিৎকার করে বলেন, إن آل أبى ليسوا لى بأولياء إنما وَلِيِّىَ

http://islaminonesite.wordpress.com

اللّهُ وصالحُ المؤمنين رواه مسلم– ‘নিশ্চয়ই আমার পিতার বংশের লোকেরা আমার বন্ধু নয় বরং আমার বন্ধু হলেন আল্লাহ ও নেক্কার মুমিনগণ’ (মুসলিম)।

বিদায় হজ্জ -এর ঐতিহাসিক ভাষণে বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ্য করে বিশ্বনবী (ছাঃ) বলেন, عن جابر قال خطبنا رسول الله (ص) وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال يايها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم– ألا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله قال فليبلغ الشاهد الغائب ، رواه أحمد فى المسند ج٥ ص٤١١ –

‘হে জনগণ! আরবের জন্য অনারবের উপরে কোন প্রধান্য নেই, অনারবের জন্য আরবের উপরে কোন প্রধান্য নেই, কালোর জন্য লালের উপরে, লালের জন্য কালোর উপরে কোন মর্যাদা নেই ‘তাক্বওয়া’ ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে অধিক তাকওয়াশীল’। -মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১ পৃঃ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে অন্য হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ، رواه مسلم

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদের দিকে তাকাবেন না। বরং তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তঃকরণ ও তোমাদের আমল সমূহ’ (মুসলিম)।

মানুষের দেহ, রং, বর্ণ ইত্যাদির ন্যায় তার মুখের ভাষাও আল্লাহ্র এক অপূর্ব সৃষ্টি। আল্লাহ্র কোন সৃষ্টির সাথে কোন সৃষ্টির মিল নেই। বাপের পাঁচটি ছেলের কারো সাথে কারো মিল নেই। দেহে, রং-য়ে, বর্ণে, প্রতিভায়, চিন্তায়-চেতনায় শক্তিতে, সাহসে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, লেখনী-বাগ্মিতায়, চলনে-বলনে, শয়নে-স্বপনে, উঠায়-বসায়, চলায়-ফেরায় কোথাও কারো সাথে কারো মিল নেই। নিত্য-নূতন সৃষ্টির মাঝেই আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বিভাসিত। মানুষে মানুষে ভাষার বৈচিত্র্য অনুরূপভাবে আল্লাহ্র উলূহিয়াতের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ্ বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوَانِكُمْ ، إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لآيَاتٍ لِّلْعَالِمِيْنَ – ‘তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হ’ল আসমান সমূহ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এ’তে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে’। - রূম ২২।

কিন্তু এই অপূর্ব বৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে এক সুন্দর মিল। সকলেরই সৃষ্টিকর্তা মাত্র একজন। সকল মানুষের পিতা মাত্র একজন। একারণে হাদীছে বলা হয়েছে, الخلق عيال الله ‘সকল সৃষ্টিজগত আল্লাহ্র পরিবার’ (বায়হাক্বী, মিশ হা/৪৯৯৮)। পরিবারের সদস্যগণ বিভিন্ন প্রকৃতির হ’লেও যেমন সকলে মিলে পরিবারের উন্নতি ও নিরাপত্তায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখে, অনুরূপভাবে সৃষ্টিজগতে অসংখ্য বৈষম্য বিরাজ করলেও সকলের হৃদয়ে আল্লাহ সৃষ্ট ন্যায়-নিষ্ঠার প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্য বোধ ও অন্যায় অপকর্মের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণাবোধ মানব ঐক্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একইভাবে সৃষ্টি হিসাবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্যবোধ প্রায় সকলের মধ্যেই রয়েছে। একারণে কেবলমাত্র আল্লাহ্র আনুগত্যেই সকল মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করানো সম্ভব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كونوا عباد الله اخوانا ‘তোমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও’ (মুত্তাফাক আলাইহ)। ইসলাম তাই মানুষের স্বভাবজাত উবূদিয়াতের ভিত্তিতে বিশ্ব জাতীয়তার আহবান জানায়। আর বিশ্বকে এক নিয়মে এক বিধানে পরিচালিত করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানেই রয়েছে। অন্য কোথাও নেই। মানুষের প্রয়োজন কেবল সেই বিধানের নিকটে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

একটি হিসাব মতে বর্তমান বিশ্বে ২৫৭৯ টি ভাষা রয়েছে। তার মধ্যে কেবল ভারতেই বড়-ছোট ৮৭৩ টি ভাষা চালু আছে। কিন্তু সঠিক হিসাব করলে এর চেয়ে বেশী হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। এ বিশ্বে বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের মানুষ একত্রে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করবে। এ বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। এর মালিকানাও তাঁর। এর শাসন ও পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর। আমাদের অধিকারে তিনি দিয়েছেন কেবল এ বিশ্বকে আবাদ করার। তাঁর দেওয়া রূযি ঠিক ঠিকভাবে ভাগবন্টন করে খাওয়ার। পরস্পরকে সুখে-দুঃখে সহযোগিতা করার। কিন্তু আমরা কি এতটুকু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছি? এ পৃথিবীকে আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছি। কেউবা শক্তির জোরে, কেউবা রং ও বর্ণের দোহাই পেড়ে। কেউবা ভাষা ও অঞ্চলের দোহাই পেড়ে এক একটি রাষ্ট্র কায়েম করেছি। আর সেই রং ও ভাষার বাইরের লোকদেরকে অন্য রাষ্ট্রে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেছি। এভাবে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্র

http://islaminonesite.wordpress.com

যমীনে এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে গরু-ছাগলের মত তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছি। জাতিসংঘের এক হিসাব মতে বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সিকি মানুষ উদ্বাস্তু হিসাবে এরাষ্ট্রে ওরাষ্ট্রে মানবেতর জীবন যাপন করে ফিরছে। যার অধিকাংশই মানব সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী দর্শনের অসহায় শিকার মাত্র। মানুষের সৃষ্ট এই সকল অলীক জাতীয়তাবাদ মানুষের জন্য সবচাইতে বেশী কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয়েছে।

ভাষা নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। আল্লাহ্ পাক ভাষার এ স্বাতন্ত্র্যকে মর্যাদা দান করেছেন ও নবীদেরকে স্ব স্ব গোত্রের ভাষায় প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ 'আমি সব নবীকেই তাদের স্বজাতির ভাষা ভাষী করে পাঠিয়েছি। যাতে তাদেরকে ভালভাবে (আল্লাহ্র বাণীসমূহ) বুঝাতে পারে'(ইবরাহীম ৪)। বলাবাহুল্য জুম'আর খুৎবা বা ভাষণ একারণেই স্বজাতির ভাষায় হওয়া উচিত। নইলে খুৎবার উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। ভাষা আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হবে। তাই ভাষার চাইতে আদর্শের স্থান অনেক ঊর্ধে। বাংলাভাষী খুনীর হাত থেকে কোন আরবীভাষী ভাই রক্ষা করলে নিশ্চয়ই বাংলাভাষী অসহায় লোকটি আরবীভাষী ভাইটির প্রতি কৃতজ্ঞ হবেন- ঐ খুনী বাংলাভাষীর প্রতি নয়। অতএব তাক্বওয়া ও আল্লাহ ভীরুতা এখানে প্রধান বিষয়- ভাষা বা বর্ণ নয়। ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়তে হ'লে এপার বাংলা ও ওপার বাংলার সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে কালই বৃহত্তর 'বঙ্গভূমি' গড়ার জন্য আন্দোলন শুরু করা যেতে পারে। কিন্তু তা কি সম্ভব? এপার বাংলার মানুষ ভাষায় বাঙালী হ'লেও আদর্শে তারা 'মুসলিম'। ওপার বাংলার মানুষ ভাষায় বাঙালী হ'লেও আদর্শে তাদের অধিকাংশ 'হিন্দু'। ভাষার মিলের চাইতে আদর্শের মিল বড়। তাই আপাততঃ এ মিলন সম্ভব নয়। হ্যাঁ বিশ্ব জাতীয়তার দৃষ্টিতে এটা ভবিষ্যতে সম্ভব হ'তে পারে ইসলামী আদর্শকে অক্ষুন্ন রেখেই। অন্যথায় কখনই নয়। কেননা ইসলাম আল্লাহ্ প্রেরিত সর্বশেষ ধর্ম, যা বিশ্বমানবতার সকলের জন্য প্রযোজ্য। অন্যান্য নবী গোত্রীয় নবী ছিলেন, কিন্তু শেষ নবী ছিলেন বিশ্বনবী। তাঁর আনীত দ্বীনের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল বিশ্বকে শাসন ও পরিচালানা করা সম্ভব। অনেকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে একটি হাদীছকে ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, أحبوا العرب لثلاث لأنى عربى والقران عربى وكلام أهل الجنة عربي ، أخرجه الحاكم فى مستدركه والطبرانى فى الكبير والبيهقى فى شعب الايمان .. كلهم عن طريق العلاء ... عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আরবীকে ভালবাস তিনটি কারণে। এক- এ জন্য যে, আমি আরবী ভাষী। দুই- কুরআনের ভাষা আরবী এবং তিন- জান্নাতবাসীগণের ভাষা আরবী।' -হাকেম, বায়হাক্বী, তাবারানী প্রভৃতি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে। হাদীছটি মওযূ বা জাল। আলোচনা দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফা ওয়া মওযূ'আহ হাদীছ সংখ্যা ১৬০।

মূলতঃ ইসলাম মানুষের রং,বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল সবকিছুর ঊর্ধে তাক্বওয়া বা আল্লাহ্ভীতিকে গুরুত্ব দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ভীরু একজন মুমিন আল্লাহ্র ভয়েই অন্যায় থেকে বিরত থাকেন এবং পরকালীন মুক্তির জন্য ন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ হন। ফলে জগত সংসার ন্যায় ও সৎকর্মে ভরে যায়। মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। যা আজকের দিনে সকল মানুষের একান্ত কামনা ও একান্ত সাধনা। আসুন! আমরা সকলে মিলে আমাদের এই নোংরা সমাজকে শান্তিময় ও নিরাপদ সমাজে পরিণত করি। কারো দোহাই না দিয়ে স্ব স্ব আখেরাতের স্বার্থে নিজেকে, নিজের পরিবারকে, নিজের অধীনস্থদেরকে, নিজের প্রতিবেশীকে, নিজের সমাজ ও রাষ্ট্রকে দ্বীনদার ও পরহেযগার করে গড়ে তুলি। নিজ জাতি ও জগত সংসারে নিজেদেরকে আদর্শ ও নমুনা হিসাবে পেশ করি। মৃত্যুর আকস্মিক আগমনের পূর্বেই আসুন আমরা শপথ নেই নিজেকে গড়ার ও নিজের পরিবার ও সমাজকে গড়ে তোলার। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হৌন! আমীন!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে হাদীছ

নিরাপদ সমাজ গড়ে তোল

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَاءِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ - رواه الترمذى والنسائى و زاد البيهقى فى شعب الإيمان برواية فَضَالَةَ "والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب-

১. অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, প্রকৃত **মুসলিম** সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত **মুমিন** সেই, যার থেকে লোকেরা তাদের রক্ত ও মাল সম্পদকে নিরাপদ মনে করে' (তিরমিযী ও নাসাঈ)। বায়হাকী 'শু'আবুল ঈমান'-এর মধ্যে ফাযালা (রাঃ) -এর বর্ণনা অনুযায়ী বৃদ্ধি করেন যে, 'প্রকৃত **মুজাহিদ** সেই যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ধরে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এবং প্রকৃত **মুহাজির** সেই, যে ছোট-বড় গোনাহ্ সমূহ হ'তে বিরত থাকে।- মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ৩৩-৩৪।

২. সনদঃ তিরমিযী অত্র হাদীছটির সনদ 'হাসান ছহীহ' বলেছেন। তিরমিযী ও নাসাঈ হাদীছটিকে স্ব স্ব কিতাবে 'ঈমান' অধ্যায়ে এনেছেন। হাদীছটি আহমাদ, হাকেম ও ইবনু হিব্বানও সংকলন করেছেন। অতঃপর ফাযালা (রাঃ) বর্ণিত বায়হাকীর হাদীছটি হাকেম ছহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী স্বীয় মুস্তাদরাকে সংকলন করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু হিব্বান তাঁর ছহীহ -এর মধ্যে, আহমাদ স্বীয় মুসনাদে এবং তাবারাণী কাবীরে সংকলিত হয়েছে (মির'আত)।

৩. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীছটি সম্পর্কে ছাহেবে মিরক্বাত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, وهو حديث جليل اشتمل على أصول كثيرة فى الدين 'এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ, যা দ্বীনের বহু মূলনীতিকে শামিল করে'। অত্র হাদীছে সত্যিকারের 'মুসলিম' 'মুমিন' 'মুজাহিদ' ও 'মুহাজির' সম্পর্কে মৌলিক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে যা হাযার কথাকে শামিল করে। سَلِمَ ধাতু হ'তে إسلام -এর উৎপত্তি। যার অর্থ শান্তি। জগত সংসারে শান্তি স্থাপনের জন্যই ইসলামের আগমন ঘটেছে। ইসলামের শান্তির বারতা যারা গ্রহণ করে ও তদনুযায়ী আমল করে, তারাই মুসলিম। যাদের মূল উদ্দেশ্য সমাজে শান্তি ও শৃংখলা কায়েম করা। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পরেও যদি কেউ সমাজে শান্তির বদলে অশান্তি কায়েম করে, শৃংখলার বদলে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, তবে সে প্রকৃত অর্থে আর 'মুসলিম' থাকে না। ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক থাকে না। বরং ইসলামের দাবীদার হ'য়ে অশান্তির নায়ক হওয়ার কারণে সে আল্লাহ্র অধিক ক্রোধের শিকার হয়।

মানুষের উপকার ও ক্ষতি করার প্রধান মাধ্যম হ'ল দু'টোঃ যবান ও হাত। যবান বলতে এখানে কথা ও কলম বুঝতে হবে। এ দু'টিই মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। যবানের কথা অস্থায়ী। কিন্তু কলম স্থায়ী। তাই কলমের গুরুত্ব আরও বেশী। অবশ্য যবানের প্রতিক্রিয়াটা হয় নগদ। কিন্তু কলমের প্রতিক্রিয়া হয় দেরীতে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে যবান সরাসরি ফলদায়ক। মুখের কথা শুনে মানুষ কাঁদে ও হাসে। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) এজন্য বলেছেন, إن من البيان سحرا 'নিশ্চয়ই কিছু কথার মধ্যে জাদু আছে'(বুখারী ও মুসলিম)। আবার দূরদর্শী চিন্তাবিদের জ্ঞানগর্ভ লেখনী পড়ে একটি দেশে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, এরূপ নযীরও পৃথিবীতে রয়েছে। তাই যবান ও কলমের মাধ্যমে যেমন উপকার করা যায়, তেমনি ক্ষতিও করা যায়। মুসলমান তার যবান ও কলমকে সমাজের কল্যাণে ব্যয় করে। সমাজের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণে প্রচেষ্টা চালায়। সমাজ সংস্কারে সার্বিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এজন্য বলেন, جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও যবান দ্বারা'(নাসাঈ ও আবুদাঊদ)।

মুসলামানের যবান ও কলমের হিসাব আল্লাহ্র নিকটে দিতে হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ 'সম্মানিত লেখকবৃন্দ রয়েছেন। যাঁরা সবকিছু জানেন যা তোমরা কর' (ইনফিত্বার ১১-১২)। অন্যত্র বলা হয়েছে, إِنْ تُبْدُوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

http://islaminonesite.wordpress.com

تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ 'তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের সবকিছুর হিসাব নিবেন' (বাক্বারাহ ২৮৪)। সেকারণ মুসলমান বাজে কথা বলতে পারেনা, বাজে কথা লিখতে পারেনা। ব্যক্তি বা সমাজের কল্যাণ নেই, এমন কথা ও লেখা মুসলমানের দ্বারা সম্ভব নয়।

অমনিভাবে হাত -এর গুরুত্ব ইসলামে অত্যন্ত অধিক। হাত দ্বারা লিখতে হয় ও কাজ করতে হয়। মুমিনের অধিকাংশ আমল হাত দ্বারাই সম্পন্ন হয়। বরং মনের কল্পনা হাত দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়। হাত -এর সঙ্গে পা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত থাকলেও হাত-ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে বিধায় এখানে হাত -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া হাত বলতে নিজের হাত না-ও হ'তে পারে বরং অন্যের হাত দিয়েও কাজ করানো যেতে পারে। সে কাজ ভাল হ'তে পারে বা মন্দ হ'তে পারে। মোটকথা এখানে হাত -এর দ্বারা কোন কাজের বাস্তবায়ন বুঝানো হয়েছে। নিজের হাতে পাপ বা পূণ্য করলে যে ফল হবে অন্যের হাত দিয়ে করিয়ে নিলেও সেই একই ফল লাভ হবে। অতএব নিজে করান বা অন্যের দ্বারা করান, কাজের ফলাফল উভয় ক্ষেত্রে সমান। বর্তমানের সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় নেতা ও কর্মীরা অত্র হাদীছটির উপরে আমল করলে সমাজের বর্তমান অশান্তি বহুলাংশে লাঘব হ'ত। ধর্মীয় দলগুলির নেতা-কর্মীদের অবস্থা বরং আরও করুণ। স্ব স্ব দলীয় মুখপত্রে অথবা বই-পুস্তিকায় ও পত্র-পত্রিকায় একে অপরের বিরুদ্ধে তাঁরা এমন সব কথাবার্তা লেখেন, যা ইসলামের কোন বিধানের আওতায় পড়ে না। অথচ কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করেই তারা প্রতিপক্ষকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে আক্রমন করে থাকেন- যা স্থায়ী গীবতের শামিল, যার পরকালীন ফলাফল অতীব ক্ষতিকর। রাজনৈতিক ধর্মীয় নেতাগণ কেউই আল্লাহ্র গ্রেফতারী হতে মুক্তি পাবেন না। অতএব স্ব স্ব যবান ও কলমকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার দিকে সকলের যত্নবান হওয়া উচিত।

নেতাদের এইসব খেস্তি-খিউড় সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে আজকাল সামান্য কথা কাটাকাটিতেই খুন-খারাবীর মত জঘন্য ঘটনা ঘটছে। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেন, من حمل علينا السلاح فليس منا 'যে আমাদের দিকে অস্ত্র উত্তোলন করল, সে আমাদের দুলভুক্ত নয়'(বুখারী ও মুসলিম)। অথচ অস্ত্রবাজি এখন খেলনায় পরিনত হয়েছে। বড়-ছোট সম্মান ও স্নেহবোধ আমাদের কথা ও কাজে দেখা যায় না। ফলে শিক্ষক ছাত্র একত্রে বসে সিগারেট পান করে। পরস্পরকে 'ভাই' ডেকে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। এটা সাম্য নয় বরং এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সমাজের ধ্বংসের বীজ। ফলে আজ ছেলের হাতে পিতা খুন হচ্ছেন, ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হচ্ছেন, কর্মচারীর হাতে কর্মকর্তা প্রহৃত হচ্ছেন। অফিস-আদালতে চরম বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়েছে। পারস্পরিক সম্মান ও মর্যাদাবোধ সুস্থ সমাজের গ্যারান্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أنزلوا الناس منازلهم 'তোমরা মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান দাও'(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৯৮৯)। মুসলমানদের কথা ও কাজে নিশ্চিতভাবেই এর প্রমাণ থাকতে হবে। নইলে সমাজ রসাতলে যাবে।

২য় -মুমিনঃ 'আমন' ধাতু হ'তে 'ঈমান' শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ নিরাপত্তা। অতএব 'মুমিন' তিনিই হবেন যার নিকটে অন্য মানুষ নিরাপত্তা বোধ করবে। মানুষের জান,মাল ও ইয্যত-এর নিরাপত্তা মুমিনের নিকটে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য হবে। নিজের অতি বড় শত্রুও যদি মুমিনের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করে তবুও মুমিন তার জান-মাল ও ইযযতের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না। পিতৃহন্তাকে হন্যে হ'য়ে খুঁজছে যে পুত্র, সেই হন্তা ভুলক্রমে সেই পুত্রের বাড়ীতে মেহমান হিসাবে আশ্রয় নিয়েছে। অথচ চিনতে পেরেও এবং হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাকে সসম্মানে সমাদর ও আপ্যায়ন করে বিদায় করেছে এমন নযীর বিগত দিনে রয়েছে। অমনিভাবে অন্ধকার রজনীতে গভীর রাতে মরুভূমিতে পথহারা সুন্দরী তন্বী মহিলাকে একাকী পেয়েও মুমিন যুবক তাকে 'মা' সম্বোধন করে সসম্মানে উটের লাগাম টেনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছে এমন নযীর ইতিহাসে আমরা দেখেছি। চলন্ত ট্রেনে পার্শ্বের ইংরেজ যাত্রী লক্ষাধিক টাকার ব্যাগ ফেলে চলে গেছে, অথচ বাংলাদেশী জনৈক আলেম সেই ব্যাগটি ঠিকানা অনুযায়ী পৌঁছে দিয়েছেন, একটু ধন্যবাদেরও অপেক্ষা করেননি। দিল্লীর প্রচন্ড ইংরেজ বিদ্বেষী অসহযোগ আন্দোলনের সময় ভীত সন্ত্রস্ত এক ইংরেজ মহিলা জনৈক মুসলিম পন্ডিত খ্যাতনামা আলেমের ঘরে দীর্ঘ দু'মাস লুকিয়ে থাকলেন। অতঃপর তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাকে তার আত্মীয়দের নিকটে পৌঁছে দিলেন এমন বিরল ঘটনাও আমরা ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করেছি। সত্যিকারের মুমিনের নিকটে এগুলি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

সাধারণ মানুষের চাইতে প্রতিবেশীর হক আরও বেশী। প্রতিবেশীর নিরাপত্তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে ইসলামে বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়েছে। এমনকি প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূলের (ছাঃ) উপরে এত বেশী বেশী তাকিদ

http://islaminonesite.wordpress.com

সৃষ্টি করা হচ্ছিল যে, তিনি তাদের জন্য পরস্পরের সম্পত্তির 'ওয়ারিছ' হওয়ার ব্যাপারে আদেশ নাযিল হবে বলে আশংকা করছিলেন (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৪)। এটা এজন্য যে, প্রতিবেশীরাই হ'ল মানুষের সর্বাধিক নিকটতম ও পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী। তাদের মধ্যে সদ্ভাব থাকলে বহু সমস্যা তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। পরস্পরের সহযোগিতায় তাদের জীবন সুখময় হয়ে ওঠে। কিন্তু তার উল্টা হ'লে তাদের জীবন দুর্বিষহ হ'য়ে ওঠে। জীবন অশান্তিময় হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তিনবার কসম করে বলেন, ঐ ব্যক্তি কখনোই মুমিন হ'তে পারেনা, যার অপতৎপরতা হ'তে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৬২)। অতএব মুমিনের প্রতিবেশী অবশ্যই মুমিনের নিকট থেকে তার জান-মাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা লাভ করবে এটাই ঈমানের দাবী।

কিন্তু পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের মুসলমানগণ কি ঈমানের উক্ত দাবী পুরণ করতে পেরেছে? প্রতিদিনের সংবাদপত্রে সমাজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। বাস্তবে যা দেখছি ও শুনছি তাতে এখন বাঘ-ভল্লুকের চাইতে মানুষ মানুষকে বেশী ভয় করে। মুমিনের নিকট থেকে রামাযানের এই পবিত্র মাসেও অন্য মুমিন নিরাপদ নয়। প্রতিনিয়ত মুমিন-এর জান-মাল ও ইয্যত লুণ্ঠিত হচ্ছে মুসলমান নামধারী আর এক নরপশুর হাতে। হিংসুক প্রতিবেশীর ভয়ে বাড়ীর মালিক অন্যকে বাড়ী ভাড়া দিয়ে কিংবা বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে নিতান্ত অসহায়ভাবে। পাশের জমির মালিকের দোর্দণ্ড প্রতাপে নিজের হক সম্পত্তির অধিকার নীরবে ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হচ্ছে মযলুম প্রতিবেশীকে। পশুত্বের চরম সীমায় নেমে গিয়ে মুমিন ও মুসলিম নামধারী এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিজেদেরকে যেমন পৃথিবীর সামনে নীচু করেছে। ঈমান ও ইসলামের উচ্চ মর্যাদাকে তেমনি ভূলুণ্ঠিত করেছে। এরা এদের দুনিয়াকে যেমন অশান্তিময় করে তুলেছে, আখেরাতেও তেমনি জাহান্নাম খরিদ করেছে। অথচ একবারও ভাবে না যে, এই রং-তামাশার পৃথিবী ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে কবরের গহীন অন্ধকারে। সেখানে গিয়েও অপেক্ষা করছে কঠিনতম আযাব। আর দুনিয়াতেও সে রেখে যাচ্ছে তার ছেলেমেয়েদের ও আত্মীয়-পরিজনদের জন্য অপমানজনক বদনামের এক দুঃসহ জ্বালা। টাকা-পয়সার চাইতে ইয্যত-সম্মান কি বড় নয়? মানুষ তার ইয্যতের বিনিময়ে অর্থ-সম্পদ এমনকি জীবন পর্যন্ত হাসিমুখে উৎসর্গ করে থাকে। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, تعس عبد الدينار والدرهم 'দীনার ও দিরহামের গোলামেরা ধ্বংস হৌক' (বুখারী, মিশকাত হা/৫১৬১)। আজ মুমিনদের ভাগ্যে সেই ধ্বংসের পালা শুরু হয়েছে। অতএব দুনিয়ামুখী স্বার্থপরতা পরিহার করে আখেরাতমুখী প্রবণতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সমাজের মুক্তি নেই।

জিহাদ :

৩য়। 'জুহ্দ' ধাতু হ'তে 'জিহাদ' শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। সেখান থেকে এসেছে 'মুজাহিদ' অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচেষ্টাকারী। জিহাদের দু'টি দিক রয়েছে। একটি অন্তর্মুখী। যার দ্বারা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা বা সাধনা বুঝানো হয়। অন্যটি বহির্মুখী। যার দ্বারা জান-মাল নিয়ে দ্বীনের সার্বিক বাস্তবায়নে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা বুঝায়। ইসলামী পরিভাষায় 'জিহাদ' উপরোক্ত দু'টি বিষয়কেই শামিল করে। অত্র হাদীছে একটি মৌলিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে من جاهد نفسه فى طاعة الله 'যে ব্যক্তি তার নফ্সকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ধরে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়'। কারণ মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা হ'ল অন্যায়মুখী। যেমন বলা হয়ে থাকে الانسان حريص فيما منع 'নিষেধকৃত বিষয়ের দিকেই মানুষ অধিক প্রলুব্ধ হয়'। এই প্রবণতাকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ধরে রাখার জন্য সর্বদা আধ্যাত্মিক সাধনা প্রয়োজন। আর সে লক্ষ্যেই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে নফল ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি। বরং বলা চলে যে, ইসলামের দৈহিক ও আর্থিক সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল 'তাযকিয়ায়ে নফস' বা আত্মশুদ্ধি। অনেকে শরীয়তের দেওয়া নিয়ম-পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নিজেদের কপোলকল্পিত আধ্যাত্মিক সাধনার রকমারি 'তরীকা' আবিষ্কার করেছেন। যা 'মা'রেফাত' বিদ্যা নামে সমাজে চালু হয়েছে। এটি ইসলামের নামে আবিষ্কৃত বিদ'আত বৈ কিছুই নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন। তাঁরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুমিন ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁদের অনুসরণ করার মধ্যেই আমাদের মুক্তি। যদি কেউ তাঁদের রেখে যাওয়া তরীকায় আধ্যাত্মিক সাধনা করে তৃপ্ত হ'তে না পারেন, তাহ'লে বুঝতে হবে শয়তান তার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে ও তাকে দ্বীনের সহজ-সরল রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য ধর্মের নামে ধোকা দিচ্ছে। অতএব অতি ধার্মিকতা থেকে দূরে থাকা ভাল। ইহুদী নাছারাগণ এই বাড়াবাড়ির কারণেই অভিশপ্ত ও বিভ্রান্ত হয়েছে। আমাদেরকেও সাবধান করা হয়েছে এই বলে যে, لا تَغْلُوا فِيْ دِيْنِكُمْ 'তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কর না' (নিসা ১৭১)।

ছাহেবে মিরক্বাত অত্র হাদীছে বর্ণিত 'জিহাদ' কে 'জিহাদে আকবর' বা বড় জিহাদ বলেছেন। এর কারণ আল্লাহ ও আল্লাহ্র দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের জোশ যদি ভিতর থেকে উৎসারিত না হয়, তাহ'লে বাইরে তার শক্তি ও সাহস

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

দুর্বল হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে দ্বীনের জন্য মুমিন তখনই হাসিমুখে জান দিবে, যখন হৃদয়ে জান্নাত পাওয়ার আবেগ ও আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আর সেই আবেগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন ছালাত-ছিয়ামের গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করা ও এর মাধ্যমে নিজের ঈমান ও আত্মশক্তিকে বলীয়ান করা। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا كما جئت به

'তোমাদের কেউ মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষন না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত শরীয়তের অনুগত হবে' (শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/১৬৭ সনদ ছহীহ)।

৪. **'মুহাজির'ঃ** 'হিজ্রাতুন' ধাতু হ'তে 'মুহাজির' শব্দের উৎপত্তি। 'হিজরত' অর্থ পরিত্যাগ করা। এক দেশ থেকে অন্য দেশে ইসলামের কারণে হিজরতকারী অর্থে 'মুহাজির' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'মুহাজির' এবং সাধারন উদ্বাস্তু কখনই এক নয়। স্বাধীনভাবে ইসলামী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ও একমাত্র ইসলামের স্বার্থেই যারা এক এলাকা হ'তে অন্য এলাকায় হিজরত করেন, ইসলামে কেবল তারাই 'মুহাজির' হিসাবে অভিহিত হয়ে থাকেন। এটা মুহাজির-এর বাহ্যিক পরিভাষা। অত্র হাদীছে মুহাজির -এর আভ্যন্তরীন ও মৌলিক অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই বলে যে, প্রকৃত মুহাজির সেই, যে যাবতীয় গোনাহ-খাতা হ'তে মুক্ত থাকে। কেবল কবীরা গোনাহ হ'তে মুক্ত হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং ছগীরা গোনাহ হ'তেও বেঁচে থাকার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রকৃত মুমিন ও প্রকৃত মুহাজিরের অবশ্য কর্তব্য। জেনে রাখা ভাল যে, ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কবীরা গোনাহে পরিণত হয়। অতএব আসুন আমরা মৃত্যুর আগেই সাবধান হই!

পরিশেষে বলব, নিরাপদ জীবনের জন্য নিরাপদ সমাজ প্রয়োজন। আর নিরাপদ সমাজের জন্য উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন অপরিহার্য। ব্যক্তিগতভাবে যেমন আমাদেরকে উপরোক্ত গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা নিতে হবে, অমনিভাবে প্রশাসনিকভাবে উপরোক্ত গুণাবলী বাস্তবায়নের জন্য কঠোরভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। নইলে শুধুমাত্র নীতিকথায় নরপশু গুলোকে পথে আনা যাবে না। ইসলামের দূরদর্শী আইনগুলি বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব মুসলমানদের নির্বাচিত সরকারের। কিন্তু তাঁরা কি তা করবেন? নাকি নবী (ছাঃ)-এর ভাষায় 'গাশ্শুন' বা খেয়ানতকারী হয়ে জান্নাত থেকে বঞ্চিত (বুঃমুঃ,মিশ হা/৩৬৮৬) হিসাবে বঙ্গভবন হ'তে কবর অভিমুখে বিদায় নেবেন?

প্রবন্ধ

ছাদেকপুর-পাটনাঃ

(স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র ও আত্মত্যাগের লীলাভূমি)

মূলঃ ক্বাইয়ূম খিযির

অনুবাদঃ আব্দুল ওয়াজেদ সালাফী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু জিহাদের অভিযাত্রা কি এখানেই থেমে যাবে? না। অবস্থার প্রেক্ষিতে সৈয়দ ছাহেব নিজেই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জিহাদ আন্দোলনের শুরু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অতঃপর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার যাবতীয় কৌশল অবলম্বন ও তা কার্যকরী করার কাজে তিনি গভীর মনোনিবেশ দান করেন।

কাফেলা রায়ব্রেলীতে পৌছল। সেখানে পৌছার পর পরই জিহাদের পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু হ'ল। পার্থিব ভোগ-বিলাস ও যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গিয়ে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের অদম্য ইচ্ছায় ছাদেকপুরী খান্দানের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জিহাদ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলেন এবং সৈয়দ ছাহেবের সঙ্গ লাভে ধন্য হলেন। এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুবই বিরল।

আসলে জান্নাত লাভের আশায় এই পার্থিব স্বপ্ন মহলের যাবতীয় ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়ে অসহ্য দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট-ক্লেশ ও সর্বপ্রকার মুছীবত হাসি মুখে বরণ করে নেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার।

الدر المنثور গ্রন্থ প্রণেতা এ প্রসঙ্গে বলেন- মাওলানা বেলায়েত আলীর জিহাদী তৎপরতা, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং ত্যাগ-তিতীক্ষার দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। তিনি নিজেই জঙ্গল থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে আনতেন। নিজেই রান্না-বান্নার কাজ সমাধা করতেন। আবার কোদাল হাতে মাটি কেটে পরিখা খনন করতেন। একজন সাধারণ শ্রমিকের চেয়েও অধিক শ্রম দিয়ে জিহাদ কেন্দ্রের দালান তৈরীর কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন। তখন তাঁর মাঝে পূর্বের সেই সৌখিনতা ও বিলাসিতার লেশ মাত্রও বিদ্যমান ছিলনা। অবস্থা দেখে কে বলবে এই সেই বেলায়েত আলী যার উজ্জ্বল বর্ণ, মেহেন্দী মাখা হাত, স্বর্ণের আংটিতে আঙ্গুলের শোভা এবং রৌপ্যের বালা সবই কোদাল ও

http://islaminonesite.wordpress.com

কুঠারের আঘাতে ঝরে পড়ে গেছে। অথচ কিছু দিন পূর্বেও যে মানুষটির বিলাসী জীবনে বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাস মসৃন দেহ ও কেশ রাশি দোলা দিয়ে যেত। চাঁদের মধুময় রাতে মন চঞ্চল হয়ে উঠত। কিন্তু এখন দুপুরের জ্বলন্ত রোদে খোলা আকাশের নীচে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা অবিশ্রান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মাটি ও কাদায় মিশে কর্তব্য পালন করে চলেছেন। আর এরই মধ্যে খুঁজছেন জীবনের পরম আনন্দ ও পূর্ণ পরিতৃপ্তি। তিনি বুঝতে পেরেছেন,বিলাসিতা কেবল দুর্বল নারীর জন্য। ইহা কখনও পৌরুষের দাবী নয়। তাই তাঁর পোষাক-আষাক, স্বভাব-চরিত্র ও চিন্তাধারায় এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হ'ল, যা ভাবতেও অবাক লাগে।

সেই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাঃ মাওলানা বেলায়েত আলীর পিতা চারশত টাকা ও কিছু পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়ে জনৈক ভৃত্যকে তাঁর নিকটে পাঠান। মনিবের নির্দেশ মতে ভৃত্যটি রায়ব্রেলীতে গিয়ে পৌছল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সে কিছুতেই মাওলানা বেলায়েত আলীকে চিনতে পারছিল না। কারণ তাঁর পরিবর্তন এমন হয়েছিল যে, তখন পরনে ছিল মোটা খদ্দরের একটি কালো লুঙ্গি। আবার সেই সাথে কাজের ব্যস্ততায় তাঁকে কাদা-মাটিতে একেবারে নোংরা ও অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। অবশেষে যখন সে চিনতে পারল, এই সেই ছাহেবযাদা বেলায়েত আলী, তখন সে অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠল। মাওলানা বেলায়েত আলী নিজের মনকে শক্ত করে নিলেন এবং শান্ত মনে ভৃত্যটিকে বুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিলেন। পাটনা পৌছে ভৃত্যটি তার মনিবের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। কিন্তু ভৃত্যের কাছে সমস্ত ঘটনা শুনার পরও পিতার মনে সামান্যতম দুঃখবোধ হয়নি। বরং ছেলের ঈমানী জোশ্ ও তাক্ওয়ার পরিচয় জানতে পেরে পরম পুলক অনুভব করলেন। হৃদয়ে আবেগের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠল। পুত্রের সর্বস্বত্যাগী মনোভাবের বর্ণনা শুনে যেন আনন্দ উপচে পড়ছিল। তিনি কালবিলম্ব না ক'রে কনিষ্ট পুত্র মৌলভী ফরহাত হোসাইনকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদ কেন্দ্র রায়ব্রেলীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রায়ব্রেলীতে পৌছে তাঁরাও মুজাহিদদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন।

১৮২৬ সালের কথা। সৈয়দ ছাহেব স্বাধীন উপজাতীয় অঞ্চলের দিকে রওয়ানা হওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যখন তাঁর সংকল্পের কথা ব্যক্ত করলেন তখন মাওলানা বেলায়েত আলী তাঁর আরও কয়েকজন সঙ্গী সাথী নিয়ে সৈয়দ ছাহেবের কাফেলায় গিয়ে শামিল হলেন।

পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যের ভিতর দিয়ে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক ছিল। তাই তিনি রাজস্থানের পথ ধরে মঞ্জিলে মকছূদে পৌছার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন কাফেলা গোয়ালিয়র গিয়ে পৌছল, তখন সেখানকার শাসনকর্তা দৌলত রাও সিন্ধিয়ার ভগ্নিপতি হিন্দুরাও সিন্ধিয়া মুজাহিদ বাহিনীকে আবেগভরা সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং ফতেহ আলী উদ্যানে কাফেলার অবস্থান স্থল ঠিক করে দিলেন। হিন্দুরাও সিন্ধিয়া ছিলেন অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ও বন্ধু বৎসল। তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে সৈয়দ ছাহেব গোয়ালিয়রেই দশ দিন অতিবাহিত করলেন।

অতঃপর সেখান থেকে প্রথমে হায়দরাবাদ, পরে দাররা, বোলান, কোয়েটা, কান্দাহার, গজনী, কাবুল ও পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান হয়ে দীর্ঘ দশ মাস ধরে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অতিকষ্টে গন্তব্য স্থান পারসাদে এসে পৌছলেন। এখানে আসার পর শিখ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে মুজাহিদদের একটি অস্থায়ী রাষ্ট্র গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৮২৭ সালের জানুয়ারীতে এই অস্থায়ী ছোট্ট রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়। সকলের সম্মতিক্রমে সৈয়দ ছাহেব নিজেই এই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।*

তিনি মাওলানা বেলায়েত আলীকে কাবুলে দূত হিসাবে পাঠান । কিছু দিন কাবুলে থাকার পর তাঁকে সেখান থেকে ডেকে হায়দরাবাদে আন্দোলনের তাবলীগী ও সাংগঠনিক কাজে নিয়োগ করা হয়। মাওলানা বেলায়েত আলী পূর্ণ দক্ষতার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে তাবলীগী ও সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। যখন তিনি বোম্বেতে সাংগঠনিক কাজে লিপ্ত ছিলেন, এমন সময় বালাকোট প্রান্তরে সৈয়দ ছাহেব ও আল্লামা শাহ ইসমাঈল -এর শাহাদত বরণের হৃদয় বিদারক সংবাদ শুনতে পেলেন।।

* **টীকাঃ** *যদিও সৈয়দ ছাহের অস্থায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ভার নিরুপায় হয়েই গ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের কোন প্রকার অভিলাষ বা মোহ তাঁর নেই। কেবল ইংরেজদের দাসত্ব থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার নিমিত্তে তিনি মৃত্যুর ঘন্টা বাজিয়ে সিংহ শিবিরে হুংকার দিয়েছিলেন। তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশীয় কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দেওয়া। তাই তিনি হিরাত ও কাবুলের শাসক, বুখারার বাদশাহ, কালাত অধিপতি, স্বাধীন উপজাতীয় সরদার, ভারতের নেতৃপর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সে সময়ের গণ্যমান্য ওলামা ছাড়াও ভারতে রাজ্য বিশেষ করে শিখ রাজ্য গুলোর শাসকবর্গের নিকটে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতেও একথা উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁর রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভের কোন লালসা নেই। বিশেষতঃ বুখারার বাদশাহ ও রণজিৎ সিংয়ের প্রধান সেনাপতি জেনারেল বুধ সিংকে যে পত্র দেন, তাতে লেখা ছিলঃ*

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

"আল্লাহ সাক্ষী। আমার সম্পদ

গচ্ছিত করার ও রাষ্ট্র নায়ক হওয়ার কোন বাসনা নেই। আমরা মহান আল্লাহ্র অতি নগন্য বান্দাহ। আল্লাহ্র এই বান্দাদের যুলম, নিপীড়ন ও গদী দখলের কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নেই। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু প্রিয় দেশকে স্বাধীন করা। ইহা আল্লাহ্র অভিপ্রায় এবং এই কাজের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি।"

অনুরূপ ভাবে সীমান্তের সরদারদের এবং গোয়ালিয়র মহারাজ রাও সিন্ধিয়াকে যে পত্র লিখেছিলেন তাও একটি ঐতিহাসিক সনদ রূপে গন্য। পত্রটি নিম্নরূপঃ "জনাব! অবগত আছেন যে, আজ বিদেশীরা আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি দখল করে আছে। আর তৎসঙ্গে আমাদের নিজস্ব সভ্যতা এবং সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছে। এতদসত্তেও দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শাসক শ্রেণী নির্বাক হয়ে বসে আছেন। এমন দুর্দিনে কতিপয় দরিদ্র দেশপ্রেমিক বুকে অসীম সাহস নিয়ে দাঁড়িয়েছে। দরিদ্র ও মুষ্টিমেয় এই দলটি কেবল আল্লাহ্র দ্বীনের স্বার্থেই মহান খিদমতে দাঁড়িয়েছে। এঁরা ক্ষমতা লোভী বা দুনিয়াদার নয়। বরং ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করে দেশ ও জাতির সেবার আত্মনিয়োগ করেছে। যে দিন ভারতের মাটি বিদেশী শত্রুদের আগ্রাসন থেকে মুক্ত হবে, সেদিন আমাদের প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সার্থক হবে। দেশের যোগ্য ও সৎলোককে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। আর তাঁর প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেশকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করা হবে। আমাদের মত দুর্বল গরীবদের শুধু এটুকুই চাওয়া। এক্ষেত্রে আপনাদের মত মহৎ ব্যক্তিদের সহযোগিতাই আমাদের কাম্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদ আপনাদের জন্য নিরাপদ হোক।"

সৈয়দ ছাহেব মূলতঃ হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাঃ)-এর পরিকল্পিত পথে ও শাহ আব্দুল আযীযের (রাঃ) স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ভারতের মাটি হতে ইংরেজ হাটিয়ে ভারতীয়দের শাসন প্রতিষ্ঠায় একান্তই আগ্রহী ছিলেন। আর সে কারণে তাঁদের পথ ধরে তিনিও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জিত হলে শাসন ক্ষমতায় কে থাকবে হিন্দু না মুসলমান, উহা নির্ধারিত হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। অথবা উভয় সম্প্রদায় মিলিত ভাবে সরকার গঠন করবে।

তিনি তাঁর البدور البازغة গ্রন্থে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ)-এর সরকারের রূপরেখা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-"রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব কতিপয় দূরদর্শী ও ঝানু রাজনীতিবিদদের হাতেই থাকবে। অথবা জনগণের পসন্দমত নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

সৈয়দ ছাহেব যেহেতু পূর্বসূরীদের নির্ধারিত পথেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পতন চেয়েছিলেন, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী সম্মিলিত ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রতিহত করতে উদ্যত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর হিসাবে দেশীয় শিখ শাসকবর্গ ও হিন্দু মুসলিম তোষামোদীদল কাজ করেছিল। এছাড়াও ইংরেজদের কুমন্ত্রনায় মুসলমানদের আপোষ বিভেদ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিশেষ করে ইংরেজদের প্রোপাগান্ডাই ছিল মুসলমানদের জন্য চরম বাধা। অশিক্ষিত স্বাধীন উপজাতীয়দের মধ্যে ইংরেজরা 'ওয়াহাবী' জুজুর ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে পাঠান উপজাতীয়রা সৈয়দ ছাহেবের কঠিন শত্রু হয়ে দাঁড়াল। এই ফাঁকে ইংরেজরা তাদের দ্বারা এমনি উদ্দেশ্য সাধন করল, যা বড় বড় শক্তি দ্বারাও সম্ভব ছিল না। অনেকে উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ইংরেজদের চক্রান্তের শিকার হয়েছিল। পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, ১৮৩৯ সালের ২৭শে জুন রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর ইংরেজদের দোসর গোলাব সিং শিখরাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হল। অন্যদিকে ইংরেজদের নীলনকসা অনুযায়ী সাতালজ হ'তে খায়বার এবং বেলুচিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল শিখরাজ্য কেবল জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একই সময়ে রণজিৎ-এর সাত সন্তানের প্রায় সকলেই নিহত হয়। তার ষোলটি পত্নীর জীবনে নেমে আসে এমন করুণ দুঃখ ও দুর্দশা, যা লিখতে কলম আতকে ওঠে। প্রফেসর কোহেলী তার মহারাজ রনজিৎসিং গ্রন্থে এবং পন্ডীত দেবী প্রসাদ তার 'গুলশানে পাঞ্জাব' গ্রন্থে এ সব ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এ সব গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, মহারাজ রণজিৎ সিং ইংরেজদের কুমন্ত্রনার শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত সৈয়দ ছাহেবের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

সৈয়দ ছাহেবের সাথে রণজিৎ সিংয়ের দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল সৈয়দ ছাহেব পূর্ণ ভারত ছাড়াও এশিয়া মহাদেশের অখন্ডতার আশাবাদী ছিলেন। আর রণজিৎ সিং শুধু ভারতের অখন্ডতা তো দূরের কথা, নিজেদের অখন্ড শিখরাজ্য গঠনেরও বিরোধী ছিলেন। ইহার প্রমাণঃ তিনি তাঁর রাজ্যের পাতিয়ালা, লাভ, জন্ধ ও কাপুরথাল্লা প্রভৃতি ভূখন্ডের ইংরেজদের অধিগ্রহণ মেনে নেন। চিন্তাশীলদের মনে একটি প্রশ্ন বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে যে, প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ ছাহেবের শত্রু কে ছিল? কে ছিল তাঁর মূল প্রতিপক্ষ? ইংরেজ না শিখ? দুর্ভাগ্যের বিষয় تواريخ عجيب এবং سواتح احمد গ্রন্থ প্রণেতা মৌলভী মুহাম্মাদ জাফর থানেশ্বরী এবং مسلمانوں کا روشن مستقبل প্রণেতা সৈয়দ তোফায়েল আহমদ শিখদেরকেই সৈয়দ

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহেবের প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু বর্তমানে বিদগ্ধ ও বস্তু নিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের কলমের আঁচড়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, মূলতঃ ইংরেজরাই সৈয়দ ছাহেবের প্রতিপক্ষ ছিল। আর মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ علماء هند کا شاندار ماضی এ উক্ত কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি লিখেছেন-"মূলতঃ ইংরেজরাই সৈয়দ ছাহেবের শত্রু ছিল। শিখরা ইংরেজদের কুটজালে জড়িয়ে অযথা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। প্রমাণ এই যে, মূলতঃ সৈয়দ ছাহেব ভারত গুরু শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) এবং তদীয় পুত্র শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) এর সূচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সিপাহসালার ছিলেন। ১৮০৬ সালে শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার ফৎওয়া দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা করেন।" (চলবে)

॥ অনন্য উপহার ॥

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

সম্মনিত সুধী!

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ** ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই দেশে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি এবং গবেষণামূলক ইসলামী গ্রন্থ ও পুস্তকাদি প্রকাশ ও প্রচারের জন্য দিনরাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের সামর্থবান দ্বীনদার ভাইদের অনেকে আমাদের মূল্যবান প্রকাশনা সমূহ ও অন্যান্য পুস্তকাদি খরিদ করে দেশের বিভিন্ন পাঠাগার ও বিদগ্ধ সুধী সমাজের নিকটে পৌঁছে দেওয়ার কল্যাণময় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ** -এর অত্র **অনন্য উপহার** তারই একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। গিফ্‌ট প্যাকেটের বর্তমান মূল্য ৪০০/=টাকা মাত্র।

আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক প্যাকেট **অনন্য উপহার** খরিদ ও বিতরণ করে দ্বীনী দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে আপনিও হতে পারেন অশেষ ছওয়াবের অধিকারী। আপনার প্রদত্ত উপহার সমূহ পাঠ করে যদি একজন ভাই বা একটি বোন দ্বীনের সঠিক রাস্তা খুঁজে পান ও সেমতে আমল করেন, তবে ঐ ভাই ও বোনের সমস্ত নেকীর সমতুল্য নেকী আপনার আমলনামায় লেখা হবে ইনশাআল্লাহ। দুনিয়াতে এই **অনন্য উপহার'** -এর বিনিময়ে আখেরাতে আল্লাহ আপনাকে দিতে পারেন জান্নাতের গর্বিত উত্তরাধিকার। আমাদের প্রকাশিত গবেষণাধর্মী মাসিক **আত-তাহরীক** পত্রিকার (বার্ষিক চাঁদা ১১০.০০) এক বা একাধিক কপির গ্রাহক হ'য়ে তা বিতরণের মাধ্যমেও আপনি অশেষ নেকী হাছিল করতে পারেন।

যোগাযোগ করুনঃ
সচিব, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন (বাসা)ঃ ০৭২১-৭৭৩২৫৭

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী

-অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুসলমানগণ যে নানা ধরণের শিরকের সাথে জড়িত, তা থেকে সবাই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে। যেমন তারা জঘণ্য বিদ'আত ও বাতিল চিন্তা ভাবনা যা তাদের ভিতরে অনুপ্রবেশ করেছে, সেগুলো হ'তে তাদেরকে দূরে রাখার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকছে এবং মাযাহাবী তাক্বলীদের উপর অবিচল থাকা হ'তে ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে দুর করার জন্য আদৌ কোন চেষ্টা করেনা। যেগুলো মুসলিম উম্মাহ্‌কে বিভিন্ন দলে আরো বেশী করে বিভক্ত করে দিয়েছে। তারা যা আশা করে, তা পাবে কোথায়? কবি বলেন, راحت مشرقا و رحت مغربا+ فمتي لقاء مشرق و مغرب অর্থাৎ সে গেল পূর্ব দিকে আর আমি গেলাম পশ্চিম দিকে। কাজেই পূর্ব মুখি ও পশ্চিম মুখি লোকদ্বয়ের সাক্ষাৎ কখন হবে?

ইসলামের পক্ষে কর্মে রত অনেক লোক ইসলামের জন্য খারাপ বই ভাল করেননি। ইসলাম বিরোধী কথা গুলিকে তারা এমন ভাবে পেশ করল যে, লোকেরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেল। যা তাদের জন্য শুভ সংবাদ ছিল না। তাদের উচিৎ ছিল যে, তারা ইসলামের উপকার করতে না পারলেও যেন ক্ষতি না করে। তারা তো শাসকদের 'কাফের' ফৎওয়া দেওয়া নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল এবং তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে লাগল, যা নবীগণ করেননি। তাঁরা এর জন্য চিন্তিত হয়েছিলেন এবং দুঃখও করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فلعلك باخع نفسك علي آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا–

অর্থাৎ তারা যদি এই বাণীর উপরে ঈমান না আনে, তাহ'লে হয়ত আপনি তাদের পিছনে ঘুরে দুঃখ করতে করতে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন' (কাহাফ ৬)। আল্লাহ আরো বলেন, فلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين অর্থাৎ তারা মুমিন হচ্ছেনা বলে আপনি হয়তো মনোকষ্টে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন' (শোয়ারা ৩)।

নবীগন মানব জাতিকে তাদের প্রভূ প্রতিপালকের এবাদতে আত্ম নিয়োগ করাবার জন্য তাঁকে তার নামসমুহ, গুণাবলী ও কার্যাবলী দ্বারা চিনাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং ঐ পথ চিনাবার জন্য চেষ্টা করেছেন, যে পথে আল্লাহকে পাওয়া যাবে। আর ওটা সেই আহকাম যা আল্লাহ পাক তাঁর বান্দাদের জন্য প্রবর্তন করেছেন এবং তাদেরকে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা যদি আনুগত্য করে তাহ'লে তাদের জন্য যে নেয়ামত তৈরী আছে, তা কোন দিন শেষ হবেনা। আর তারা যদি অবাধ্যতা করে, তাহ'লে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

এই কিতাব খানা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য নছীহত ও আমার পক্ষ হ'তে দায়িত্ব পালন মাত্র। এর মাসআলা গুলি লিখতে গিয়ে আমি আমার কলমকে কাজে লাগিয়েছি এবং এর বিষয় গুলি পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। যাতে করে অনেক প্রশ্নের উত্তর হয়েছে এবং অনেক সংশয় নিরসন হয়েছে। সত্য এমনি ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনি এবং সন্দেহের কোন প্রশ্নও জাগেনি। এটাই কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপরে তাঁর দয়া। আলহামদুলিল্লাহ।

আমার এই কিতাব খানা অনেককে সন্তুষ্ট করবে এবং অনেককে অসন্তুষ্ট করবে। এটা অন্যান্য কিতাবের মতই হবে যে গুলি ফয়ছালার উপর লেখা হয়েছে। আমার মনে হয়, যে ভাবে আমি কিতাবের বিষয় গুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ও পরিস্কার করে বর্ণনা করেছি, এভাবে কেউ এযুগে লেখেননি। কারণ আমি কুরআন ও হাদীছের দলীল সমূহকে সালাফে ছালেহীন ও আহলে সন্নাতের ইমামগণের অনুসরণ করেছি। যারা এই কিতাব পড়ে অসন্তুষ্ট হবেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলব, এটা শুধু নছীহত এবং প্রকাশ্য দলীলের অনুসরণে লিখিত। এতে পথভ্রষ্ট চক্ষুগুলি আলো পাবে এবং হেদায়াতের নিদর্শনগুলি প্রকাশ পাবে। আল্লাহ আমার উত্তম সাহায্যকারী। হে আল্লাহ তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির সামনে সত্য প্রকাশ করে দাও! তুমি উত্তম প্রকাশকারী।

খালেদ বিন আলী বিন
মুহাম্মাদ আল-আম্বারী
৯.৬.১৪১৫ হিঃ

কুফরীর প্রকার ভেদ

কুফরী দু' প্রকার (১) বড় কুফরী যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় (২) ছোট কুফরী যা ইসলাম থেকে বের করেনা। আর (আমার) এই আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বড় কুফরী, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এই কুফরী ৬ প্রকারঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

(১) তাকযীব বা মিথ্যা মনে করা (২) জুহূদ বা অস্বীকার করা (৩) এনাদ বা জেনে বুঝে অমান্য করা বা শত্রুতা করা (৪) নেফাক বা মুনাফেকী করা (৫) এ'রায বা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (৬) শক বা সন্দেহ পোষণ করা।

কুফরীর এত প্রকারভেদের কারণ হ'ল যে, আল্লাহ তা'আলা যে সত্য দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন এবং কিতাব ও সুন্নাহ নাযিল করেছিলেন, সে ব্যাপারে মানুষ মত বিরোধ করেছে।

(ক) কিছু সংখ্যক লোক মুখে ও অন্তর দিয়ে কুফরী করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে সত্য এনেছেন, তা তারা মানে না। এরা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের বিধানে কাফের। আল্লাহ বলেন, আর যে দিন আমি প্রত্যেক উম্মৎ হ'তে এক একটি দলকে একত্রিত করব, যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলত। তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ এগুলি সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিলনা' (নমল ৮৩-৮৪)। এটাকেই মিথ্যা জানার কুফরী বা 'কুফরে তাকযীব' বলা হয়।

(খ) কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা অন্তরে বিশ্বাস করে যে, এটা সত্য। কিন্তু সেটা গোপন রেখে কখনও কখনও এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যেমন হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে ফেরাঊনের ও হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে ইহুদীদের কুফরী। আল্লাহ তা'আলা ফেরাঊন ও তার গোত্রের ব্যাপারে বলেন, তারা এটাকে সত্য জেনেও অন্যায় ভাবে ও অহংকার করে তা অস্বীকার করেছিল (নহল ১৪)। আর ইহুদীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, তারা তাঁকে চিনত। তিনি যখন তাদের নিকট আসলেন, তখন তাঁকে তারা অস্বীকার করে বসল'+। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, আর নিশ্চয় তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে' (বাক্বারাহ্ ১৪৬)। এটাকে 'কুফরে জুহূদ' বা অস্বীকার করা কুফরী বলা হয়।

(গ) তাদের মধ্যে আর একটি দল আছে, যারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে মুখ ও অন্তর দ্বারা স্বীকার করে। কিন্তু হিংসা ও অহংকার বশতঃ আনুগত্য করে না। বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং নির্দেশ দাতার রহস্য ও ইনছাফকে দোষারোপ করে। সে বা তারা যদিও এই সত্যকে স্বীকার করেছে, কিন্তু তাদের এই ধৃষ্টতা ও চ্যালেঞ্জ সেই স্বীকারোক্তির বিরোধী। এটা অভিশপ্ত ইবলীসের কুফরীর মত। আল্লাহ বলেন, সে (ইবলীস) অস্বীকার করল ও অহংকার করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' (বাক্বারাহ ৩৬)। আল্লাহ তা'আলা ইবলীস-এর ব্যাপারে আরো বলেন, 'সে বললঃ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? 'আমি এমন নই যে, এমন একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে ও শুষ্ক মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন'। একেই 'কুফরে এনাদ' বা শত্রুতা মূলক কুফরী বলা হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) 'কুফরে জুহূদ' ও 'কুফরে এনাদ'-এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, যখন কোন লোক পাপ কাজ করে কিন্তু সে মনে করে যে, আল্লাহ তার উপরে এটা হারাম করেছেন এবং সে এও মনে করে যে, আল্লাহ যা হারাম করেছেন ও যা ওয়াজিব করেছেন, তা মেনে নেওয়া উচিৎ, তা হ'লে সে কাফের নয়।

তবে যদি সে মনে করে যে, এটা আল্লাহ হারাম করেননি, অথবা হারাম করেছেন বলে মেনে নেয় কিন্তু সে হারামটিকে হারাম বলে গ্রহণ করে না এবং এক্ষেত্রে আল্লাহ্র আনুগত্যকে অস্বীকার করে তাহ'লে তাকে জাহেদ বা অস্বীকার কারী অথবা মোয়ানেদ বা অবাধ্য হিসাবে গণ্য করা হবে। এজন্য তারা বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার ভরে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, যেমন ইবলীস, তবে সে সর্ব্বসম্মত ভাবে কাফের। আর যদি কেউ অহংকার ভরে অবাধ্যতা না করে, তাহ'লে তারা আহলে সুন্নাতের নিকটে কাফের নয়। কিন্তু খারেজীদের নিকটে কাফের। অহংকারী গোনাহগার যদিও আল্লাহকে রব হিসাবে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার অবাধ্যতা ও চ্যালেঞ্জ তার এই বিশ্বাসের বিরোধী।

এর ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, কেউ যদি হারাম কাজকে হালাল জেনে সে কাজ করে, তাহ'লে সে সর্ব্বসম্মত ভাবে কাফের। কারণ যে ব্যক্তি হারাম কাজকে হালাল মনে করে, সে তো কুরআনের উপরে ঈমান আনেনি। এমনি ভাবে যে ব্যক্তি হারামকে হালাল মনে করল, কিন্তু উক্ত কাজ সে করল না, সেও কাফের। 'এস্তেহলাল' শব্দের অর্থ এটা বিশ্বাস করা যে, এটা আল্লাহ হারাম করেননি। কখনও এটাও অর্থ হয় যে,.....সে জানবে যে, এটা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং এটাও জানবে যে, রাসূল (ছাঃ) সেটাই হারাম করেছেন যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তার পরেও সে এই হারামকে মেনে নেওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং এর হারাম কারীর বিরুদ্ধাচরণ করবে। এই কুফরীটা আগের কুফরী অপেক্ষা বেশী কঠিন।

অতঃপর এটা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা বা অস্বীকার করা, এটা হয় এজন্য হবে যে, (১) হুকুম দাতার রহম ও তাঁর ক্ষমতায় এটি আছে। আর তাই যদি হয়, তাহ'লে মনে করতে হবে যে, আল্লাহর যে গুনাবলী আছে, তার মধ্য হ'তে একটি গুণকে সে বিশ্বাস করেনা (২) না হয় এজন্য যে, সে সব গুণকে বিশ্বাস করে, কিন্তু ধৃষ্টতার কারণে

http://islaminonesite.wordpress.com

অথবা নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এটা মানেনা। প্রকৃত পক্ষে এটা কুফরী এজন্য যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর যাবতীয় খবরা খবরকে সত্য বলে স্বীকার করেছে এবং মুমিনগণ যা বিশ্বাস করে, সে তাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাকে খারাপ ভাবছে ও তার উপর অসন্তুষ্ট হচ্ছে। কারণ এটা তার মনমত ও চাহিদা মত হচ্ছেনা এবং সে বলছে যে, এটা আমি স্বীকারও করব না, পালনও করব না। আমি এই সত্যকে অপসন্দ করি ও ওটা থেকে আমি দূরে চলে যাব।

এটি প্রথমটির মত নয়। বরং এটা যে সরাসরি দ্বীন ইসলামের সাথে কুফরী তা সহজেই জানা যায়। আর এ ধরণের কুফরী সম্পর্কে কুরআন মজীদে বহু আয়াত আছে। এর শাস্তি আরো কঠিন। এধরণের লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে সমস্ত আলেমকে তার এলম দ্বারা আল্লাহ উপকৃত করেন নাই অর্থাৎ এলম মোতাবেক আমল করে নাই তাদের আযাব সবচাইতে বেশী হবে' (হাদীছটি দুর্বল)।... আর এখান থেকেই বা এর দ্বারাই অবাধ্যদের পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যায়। কারণ সে জানে যে, এই কাজটি তার উপর ওয়াজিব এবং ইহা করা তার জন্য অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তার প্রবৃত্তি ও কর্ম বিমুখতা এটাকে গ্রহণ করা থেকে তাকে বিরত রাখছে। সে মুখে বিশ্বাস করছে এবং বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করছে। কিন্তু আমলে পরিণত করছে না।

'কুফরে এনাদ'-এর বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল যে, তার মধ্যে যে জটিলতা, গুপ্ত রহস্য এবং সত্য ও মিথ্যা একে অপরের মধ্যে ঢুকে যাবার সম্ভাবনা গুনি র্বণনা করে দেওয়া। এর অর্থ শূধু এই নয় যে, মুখে স্বীকার এবং কাজে পরিণত করা থেকে বিরত থাকা। বরং এর সাথে আরো যোগ হবে, আল্লাহ্র সাথে কিভাবে শত্রুতা করছে, তা থেকে সে কিভাবে দূরে সরে পড়ছে এবং কেমন করে সে তার উপর অহংকার করছে। যেন এই কুফরীর আলামতগুলি ভালভাবে প্রকাশ পায় ও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ-এর ব্যাখ্যাগুলি এখানে যোগ করে দিচ্ছি। দ্বিতীয় হ'ল যে সে ওয়াজেব বা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে না।...বরং সে অহংকারের কারণে সেটা কাজে পরিণত করে না। অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ছাঃ) বিরুদ্ধে হিংসা ও দুশমনির কারণে তা করে না। সে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর এটা ওয়াজেব করেছেন এবং রাসূল (ছাঃ) সত্যই কুরআন প্রচার করেছেন। কিন্তু সে অহংকার বশে অথবা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হিংসা করে অথবা তার ধর্মের আসাবিয়্যাতরে কারনে অথবা রাসূল (ছাঃ) যা এনেছেন তার সাথে দুশমনী করার জন্য এটা পালন করা থেকে বিরত থাকে, সে সর্বসম্মত ভাবে কাফের।

ইবলীস যে নির্দেশিত সিজদা থেকে বিরত থাকল, তা ওয়াজিবকে অস্বীকার করে নয়। কেননা আল্লাহ তাকে সরাসরি সম্বোধন করে বলেছিলেন। বরং সে অস্বীকার করেছিল এবং অহংকার করেছিল ও কাফেরদের দলভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে আবু তালেব, রাসূল (ছাঃ) যা এনেছিলেন তা সে সত্য জানত। কিন্তু তার দ্বীনী গায়রতের কারণে সে তা কবুল করে নাই এবং এর আনুগত্য করলে লোকে তাকে যে ভর্ৎসনা করবে তার ভয়ে ও তার মাথা নীচু হবে, এই মনে করে তা কবুল করেনি।... আর ফকীহদের মধ্যে যিনি বলেছেন যে অস্বীকার কারী ছাড়া অন্য কাউকে কাফের বলা যাবেনা। তার নিকট এর অর্থ হ'ল ফরযিয়াতকে অস্বীকার করা এবং ইহা কার্যে পরিণত করা হ'তে বিরত থাকা। আল্লাহ বলেন, 'তারা আপনাকে মিথা প্রতিপন্ন করে না বরং যালেমরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে বা নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে'। আল্লাহ আরো বলেন, আল্লাহ্র নিদর্শনা বলীকে তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তাদের অন্তর এগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করে। অতএব দেখ অনর্থ কারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল' (নমল ১৪)। অতএব যখন সে স্বীকার করবে না ও কার্যে পরিণত করবে না, তখন সে সর্বসম্মত ভাবে কাফের এবং তাকে কতল করা যাবে।

কখনও কখনও আল্লাহ এধরণের ধৃষ্টতা প্রদর্শন কারীকে এভাবে শাস্তি দেন যে, তাদের অন্তরকে বাঁকা ও গুমরাহ করে দেন। যার কারণে তারা বাতিলকে সত্য মনে করে এবং হককে বাতিল মনে করে। যেমন আল্লাহ বলেন, আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেব। কেননা তারা প্রথম বার ঈমান আনেনি। আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় পথভ্রষ্ট ছেড়ে দেব' (আন'আম ১১০)।

ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, 'নুক্বাল্লিবু আক্বায়েদাহুম' কথার মমার্থ এই হওয়া দরকার যে, ঈমান থেকে তার অন্তরকে ফিরিয়ে দিব এবং দৃষ্টিকে সত্য দেখা থেকে ফিরিয়ে দিব ও দলীল প্রমানের জায়গা গুলি চেনা থেকে দূরে রাখব। কাজেই যদি তাদের কাছে আয়াত বা নিদর্শন আসে যা তারা ইতিপূর্বে চেয়েছিল, তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের (ছাঃ) প্রতি তারা ঈমান আনবে না এবং যা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে তাও তারা মানে না। যেমন তারা এই পরিবর্তন আসার পূর্বে কখনই ঈমান আনেনি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন মুশরিকগণ আল্লাহ্র কিতাবকে অস্বীকার করল, তখন থেকে তাদের অন্তর কোন একটি নির্দ্ধারিত বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি। ....

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বপ্নঃ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে

-ডাঃ এস, এম. আবু মূসা

[রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'নবুঅত শেষ হয়েছে। 'মুবাশ্শিরাত' বা নেক স্বপ্নসমূহ বাকী রয়েছে' (বুখারী)। তিনি বলেন, 'মুমিনের স্বপ্ন নবুঅতের ১/৪৬ অংশ। তবে তা নবুঅত নয়। কেননা নবীদের স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়'(মুত্তাফাক আলাইহ)। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, 'স্বপ্ন তিন প্রকারেরঃ মনের কল্পনা, শয়তানের ভয় প্রদর্শণ এবং আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সুসংবাদ। অতএব যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে, তবে যেন কাউকে না বলে। বরং উঠে ছালাত আদায় করে' (মিশকাত 'স্বপ্ন' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ৪৬১৪)। অন্য হাদীছে রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ খারাব স্বপ্ন দেখলে যেন বাম দিকে তিনবার থুক মারে ও তিনবার 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম' পড়ে। অতঃপর অন্যদিকে পাশ ফিরে শোয়' (মুসলিম)। অন্য হাদীছে এসেছে যে, নেক স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয় ও কাল্পনিক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যদি তোমরা কেউ পসন্দনীয় স্বপ্ন দেখ, তবে কেবল প্রিয়তম ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বলো না। আর যদি খারাব স্বপ্ন দেখ, তবে আল্লাহ্র নিকটে তার অনিষ্ট হ'তে এবং শয়তান হ'তে পানাহ চাও এবং তিনবার থুক মার। আর কাউকে ঐ স্বপ্নের কথা বলো না। কেননা স্বপ্ন কারু কোনরূপ ক্ষতি করতে পারে না' (মুত্তাফাক আলাইহ)।

আমাদের এক বন্ধু স্বপ্নের উপরে একটি লেখা পাঠিয়েছেন। লেখাটি গবেষণাধর্মী ও সমাজকল্যাণ মূলক। আজও স্বপ্ন দেখে মানুষ নিজ স্ত্রী-কন্যাকে ঠান্ডা মাথায় খুন করছে। মানুষ এ সব থেকে ফিরে আসুক ও স্বপ্নের আসল বিষয়টি উপলব্ধি করুক- আমরা সেটাই কামনা করি। লেখাটি কিঞ্চিত সংশোধনীসহ পত্রস্থ করা হ'ল। -সম্পাদক]

চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগেই কি আপনি অসুস্থতার পূর্বাভাস পেতে চান? মনো-দৈহিক যন্ত্রনা কিংবা বিষন্নতার অবসান চান? সামনে কোন বিপদ-আপদ আছে কি-না তাও কি জেনে নিতে চান? জটিল কোন সমস্যার সমাধান চান? তাহ'লে আপনার স্বপ্নের মধ্যেই সব পেতে পারেন। এসব কথা জ্যোতিষীরা নয়, বলেছেন বিজ্ঞানীরা মনোচিকিৎসকেরা।

স্বপ্ন কি?

প্রতিটি মানুষ তার জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় কাটিয়ে দেয় ঘুমের জগতে। ঘুমের ভিতরে মন, আত্মা এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যে খেলা চলে তাহলো মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উল্লাস কিংবা ভীতির খেলা। আর এটার নাম হ'ল স্বপ্ন।

কেন মানুষ স্বপ্ন দেখে?

১৯৫২ সালের আগে স্বপ্ন নিয়ে কোন শরীরতাত্ত্বিক গবেষণা হয়নি। ঐ সময় জাতি-ধর্মের মানুষ স্বপ্নের কারণ হিসাবে আবহাওয়া, নক্ষত্রের অবস্থান, সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ, শয়তান, শারীরিক সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন ইত্যাদিকে চিহ্নিত করে এসেছেন।

১৯৫২ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণীর একজন ছাত্র স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তিনি তার সন্তানের উপর ইলেকট্রোডের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে RAPID EYE MOVEMENT (REM) বা দ্রুত অক্ষিস্খলন নিদ্রা নামে এক ধরনের ঘুমের তথ্য প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে জানা যায় ঘুমের মধ্যে ঠিক কোন্ সময়টিতে মানুষ স্বপ্ন দেখে। সেই হিসাব অনুযায়ী দেখা গেছে, একজন মানুষ দৈনিক গড়পড়তা দু'ঘন্টা সময় ধরে স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্নের রহস্যময়তাঃ

জেগে থাকার মুহূর্তের চেয়ে ঘুমের মুহূর্তগুলো কেন এত রহস্যঘেরা ও দুর্বোধ্য এবং অদ্ভুত মনে হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক জে-এলেন হবসন। ১৯৮৮ সালে হবসন বলেছিলেন, ঘুমন্ত এবং জাগ্রত মস্তিষ্কে রাসায়নিক অবস্থার ব্যাপক তারতম্য ঘটে। মস্তিষ্ক কান্ডে তিনটি নিউরো-সেডুলেটর থাকে। এগুলো মনোভাব, স্মৃতি, বোধশক্তি এবং আবেগকে নিয়ন্ত্রন করে। ঘুমের মধ্যে এই সেডুলেটরগুলোতে পরিবর্তন ঘটে। REM ঘুমে মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ভিন্ন জারকে স্নাত হয়। হবসন নিয়মিত জার্নাল রাখেন এবং মানসিক রোগীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

স্বপ্ন পরিমাপ করা যায়ঃ

আজকাল মানুষের হাতে এমন সব যন্ত্র এসেছে, যার দ্বারা স্বপ্ন দেখার সময় মস্তিষ্কের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে নির্ভুল এবং সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়। COMPUTERISED AXIAL TOMOGRAPHY OR CAT SCAN ELECTRO ENCFPHALOGRAPHY OR EEG এবং POSITIVE EMMISSION TOM OGRAPHY OR PET SCAN ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে স্বপ্ন দেখার

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সময় মস্তিষ্কের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। এর মাধ্যমে মানুষ ভাল না খারাপ স্বপ্ন দেখছে সেটাও নির্ধারণ করা যায়।

অবশ্য স্বপ্নের CONTENT অর্থাৎ যিনি স্বপ্ন দেখছেন তিনি আসলে কি দেখছেন, তা এসব পরীক্ষাতেও জানা সম্ভব হয় না।

স্বপ্ন অবচেতনের রাজপথঃ

অষ্ট্রিয়ান নিউরোলজিষ্ট যিগমন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ১৮৯৫ সালের ২৪শে জুলাই রাত্রে ৩৯ বছর বয়সে বেশ দীর্ঘ এবং খুব স্পষ্ট একটি স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্নের খুঁটিনাটিসহ সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত তিনি পরদিন একটি খাতায় লিখে ফেলেন। এর ফলে পাঁচ হাজার শব্দের একটি নিবন্ধ তৈরি হয়ে যায়। এ থেকেই ফ্রয়েড গবেষণায় দেখিয়েছেন অবচেতন থেকে উঠে আসা অবদমিত কামনার প্রতীকী রূপায়ন হচ্ছে স্বপ্ন। ফ্রয়েডের ভাষায় স্বপ্ন হচ্ছে অবচেতনের জগত অভিমুখী এক রাজপথ। এ রাজপথে তিনি ৪৪ বছর হাটাহাটি করেছেন, রেখে গেছেন মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বের এক বিশাল ভান্ডার। ফ্রয়েডের গবেষণার ১০০ বছর পর ১৯৯৫ সালে এসে প্রায় ৪০০ মনোবিজ্ঞানী, শরীরতত্ত্ববিদ, নৃ-বিজ্ঞানী, শিল্পী, আধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ, স্বপ্ন কর্মী ও যাজক নিউইয়র্ক সিটিতে স্বপ্ন বিষয়ক গবেষণার ১২তম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রাচীন কালের গবেষণাঃ

প্রাচীনকালে ঘুম ও স্বপ্ন নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৪ হাজার বছর আগে মিশরে ফারাহ একটি বই লেখেন। সম্ভবত: এটাই স্বপ্ন বৃত্তান্ত সমৃদ্ধ প্রথম বই। ফ্রয়েডের জন্মের চার হাজার বছর আগে মিশরীয় যাজকরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এরিস্টোটল আড়াই হাজার বছর আগে বলেন, খাদ্য গ্রহণের ফলে উদ্বায়ী পদার্থ বের হ'য়ে মস্তিষ্কে জড়ো হ'লে ঘুম আসে। এরিস্টোটল বিশ্বাস করতেন স্বপ্নে অসুস্থতার পূর্বাভাস থাকে। হিপোক্রেটাস বিশ্বাস করতেন, স্বপ্নে গ্রহ-নক্ষত্রের বিচরণ দেখতে পান কোন কোন রোগী। সে সব গ্রহ-নক্ষত্রের বিচরণ কোন দিকে বার বার ঘটছে, তা পরীক্ষা করে বলা যায় রোগের পূর্বাভাস। সাম্প্রতিক গবেষণাতেও তার কথার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে স্বপ্নঃ

১৯৯৫ সালে বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী ক্রিষ্টোফার ইভান্স বলেন, মানুষ যখন সজ্ঞানে থাকে অথবা কোন সমস্যা নিয়ে বার বার গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তখনই তারা এ বিষয়ে স্বপ্ন দেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠে। এ কথার সাথে সাথে একমত পোষণ করেন নিউরোসাইনটিষ্ট জোনাথন উইলসন। মানুষ পাতলা ঘুমের মাঝে এসে ধীরে ধীরে আবার গভীর ঘুমে ডুবে যায়। মনোবিজ্ঞানী ইভান্স স্বপ্ন সম্পর্কে বলেন, স্বপ্ন হচ্ছে নাটকের ড্রেস রিহার্সেলের মত একটি ব্যাপার। আমরা যে সব ব্যাপারে ভয় পাই সে সব ব্যাপারে ঘটবে বলে আশংকা করি এবং আমাদের মনের আশা-আকাংখাগুলোই ঘুমের ঘোরে ধরা দেয়। এটাই স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে একজন নিদ্রিত ব্যক্তি অভিনেতা হয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ার পর মানুষ গভীর ঘুমের চারটি স্তর পার হয়। ঘুমাবার আধঘন্টা পর মানুষ গভীর ঘুমের রাজ্যে চলে যায়। এ পর্যায়ে ঘুম সাধারণতঃ ৫০ মিনিটের মত স্থায়ী হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহ এই পর্যায়ে সক্রিয় হয়ে উঠে বলে মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন। এ সময় নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশী ঢিলা হয়ে যায়। এ পর্যায়ে শুরু হয় স্বপ্ন। অধিকাংশ মানুষ এ পর্যায়ে এসে স্বপ্ন দেখে বেশী। বিজ্ঞানীরা ঘুমের এ স্তরের নাম দিয়েছেন REMI। প্রায় ২০ মিনিট পর পুনরায় এই চক্র শুরু হয় এবং মানুষ পাতলা ঘুমের মধ্যে ফিরে এসে ধীরে ধীরে অতি গভীর ঘুমে ডুবে যায়।

নারী পুরুষ- কার স্বপ্ন কেমনঃ

স্বপ্ন নিয়ে ফ্রয়েডের ব্যাখ্যাই মুল ভিত্তি বলে ধরে নেয়া হয়। বিখ্যাত চিত্র শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মনে স্বপ্ন নিয়ে একটি প্রশ্ন ছিল। ঘুমের মধ্যে যেমন ঘটনা আমরা পরিস্কার দেখতে পাই জেগে উঠে তা পাইনে কেন? দেহের গঠন, চিন্তা-চেতনা এবং সামাজিক কারণে নারী ও পুরুষের স্বপ্ন পৃথক মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বপ্ন সেন্টারের পরিচালক মিলটন ক্রেমার। 'আওয়ার ড্রীমিং ডি কেনস্' বইয়ের লেখক বরার্ট ভ্যানিস ক্যাসেল এক হাযার নারী-পুরুষের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে তাদের দেখা স্বপ্ন গুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সাধারণতঃ মেয়েরা স্বপ্ন দেখে যেগুলোর অধিকাংশ আবেগতাড়িত, প্রেম-ভালবাসা, ক্ষোভ, অভিমান, প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিষয় বস্তুকে ঘিরে। পুরুষেরা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, গতি সম্পন্ন এবং অজানা অচেনা বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক স্বপ্ন দেখে থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষ বাস্তবে যা দেখতে চায় না, তা যদি ঘটে তাহ'লে তার অবচেতন মনে একটি প্রতিরোধ গড়ে উঠে।

http://islaminonesite.wordpress.com

কোন্ বয়সে কি স্বপ্নঃস্বপ্ন বিশেষজ্ঞ মিলটন ক্রেমার বলেছেন, সাধারণতঃ ২১-৩৪ বছর বয়সী মানুষ তার ভাল-মন্দের বিষয় নিয়ে অধিক স্বপ্ন দেখে থাকে। কারণ এ সময়ে জীবন গড়ার প্রচেষ্টা থাকে। ৩৫-৪৯ বছর বয়সী মানুষের স্বপ্ন আবার একটু ভিন্ন মাত্রার হয়। ৬৫ বছর বয়সের বেশীর ভাগ স্বপ্ন হয়ে থাকে বুড়ো বয়স এবং মৃত্যু নিয়ে চিন্তাভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। আসলে মানুষের দৈনন্দিন চিন্তাভাবনা, চলাফেরা, কাজ করার কিছুটা প্রতিফলন স্বপ্নের মধ্যে এসে ভীড় করে। কোন জটিল সমস্যা বা চিন্তা বার বার করার কারণে স্বপ্ন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের কাছে ধরা দেয়।

দুঃস্বপ্ন দর্শনের অন্তরালেঃ

স্বপ্ন যদি হয় আবেগ নিয়ন্ত্রণের থার্মোষ্টাট, তবে দুঃস্বপ্ন হবে তার উল্টা। বছরে অন্ততঃ এক দু'বার দুঃস্বপ্ন দেখার অভিজ্ঞতা অনেকের আছে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে আবেগপ্রবণ স্পর্শকাতর সৃজনশীল পেশার লোকজন বিশেষ করে যারা শিল্পকলা, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদির সংগে যুক্ত, তারাই দুঃস্বপ্ন বেশী দেখেন। অতীতে দুঃস্বপ্নকে মনে করা হতো শয়তানের কারসাজি। এমনকি ষোড়শ শতক পর্যন্ত দুঃস্বপ্ন তাড়িত লোকদেরকে পুড়িয়ে মারার নযীর আছে।

বর্তমানে দুঃস্বপ্নকে একটি মানসিক সমস্যা হিসাবে দেখা হয় এবং এর যথাযথ চিকিৎসাও রয়েছে। কেস ষ্টাডিতে দেখা গেছে, সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবন যাপনের পরও কোন কোন লোক অনেক ভয়ানক দুঃস্বপ্নের দ্বারা তাড়িত হ'তে পারে। এর পিছনে আছে অতীতের ভীতিকর বা দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক কোন অভিজ্ঞতা অথবা প্রাত্যহিক জীবনের অমোছনীয় সংকট। যেমন দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মানসিক দ্বন্দ্বজনিত গুরুতর মানসিক পীড়ন, যা থেকে বের হবার উপায় স্বামী-স্ত্রীর যে কোন পক্ষের বা উভয় পক্ষের নেই।

সব স্বপ্নই কি অর্থবহ?

স্বপ্নের অর্থ সম্পর্কে জে এ্যালন হবসনের ভাষ্য হচ্ছে, কোন কোন স্বপ্নের অর্থ আছে আবার কোনটি নিতান্তই অর্থহীন। এখন কোন্ স্বপ্নের অর্থ আছে এবং কোন্টির নেই, সেটা নির্ধারণ করাই হলো আসল কাজ। পাশাপাশি আরো কিছু গবেষণায় দেখা গেছে স্বপ্ন কোন উদ্ভট ব্যাপার নয়। মন এবং দেহের সংগে সম্পর্কিত অনেক বিষয়ের সংগে সাম স্য রেখে চলে স্বপ্ন। আমেরিকার সিনসিনাটিতে নিদ্রা বৈকল্য সংক্রান্ত একটি গবেষণায় মিলটন ক্রেমার বলেছেন, অতীতের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় স্বপ্নকে অর্থহীন এবং শৃংখলাহীন মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমানে সেটা বেশ শৃংখলা মেনে চলে এবং এটি এক ধরনের সমন্বিত ব্যবস্থার অধীন। গবেষকরা সে অনুযায়ী বিভিন্ন লোককে একই ধরনের প্রক্রিয়া এবং পারিপার্শ্বের মধ্যে ঘুমাতে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বিশেষ প্রণোদনা সৃষ্টি করে লক্ষ্য করেছেন, এসব লোক একই ধরনের স্বপ্ন দেখে।

আইসেংকো উদ্ভাবিত সাইকোটিজম তত্ত্বে পিএইচ,ডি ডিগ্রীধারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ডঃ আনিসুর রহমানের মতে, স্বপ্ন হলো এমন একটি বিষয় যা প্রতিটি মানুষের জীবনকে কমবেশী প্রভাবিত করে। তাই এ বিষয় নিয়ে সবাইকে ভাবতে হয়। স্বপ্নের অর্থ সম্পর্কে তার অভিমত হলো, সব স্বপ্ন জীবনের জন্য বিশেষ অর্থ বহন করে না। এমন অনেক স্বপ্ন মানুষ দেখে যা তার জীবনকে কোনভাবেই প্রভাবিত করেনা। পক্ষান্তরে এমন অনেক স্বপ্ন আছে যেগুলো সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তার থেকে সুনির্দিষ্ট অর্থ বের করা যায়। তাই স্বপ্নের অর্থজনিত তাৎপর্য জানতে হ'লে স্বপ্নের রেকর্ড সঠিকভাবে ধারণ করতে হবে। তারপর তার অর্থ জানার জন্য নির্ভরযোগ্য বই কিংবা পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রসংগতঃ ডঃ রহমান বলেন, আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে খাবনামা জাতীয় যেসব চটি বই-পত্র পাওয়া যায়, সেগুলোতেও অনেক সময় কোন কোন স্বপ্নের অর্থ সঠিকভাবেই নির্দেশ করা হয়। অধিকাংশ স্বপ্নের অর্থ খুব প্রতীকী, আবার কোন কোন স্বপ্ন একেবারে সরাসরি জীবনের প্রতিচ্ছবি হ'তে পারে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া স্বপ্নের অর্থ যেমন-

দুপুরঃ কোন তরুণী স্বপ্নে দুপুরকে দেখলে বুঝতে হবে অনেকটা অজ্ঞাতসারেই তার মন কেউ জয় করে নিয়েছে। তার সঙ্গে অচিরেই ওর দীর্ঘ মেয়াদী সম্পর্ক হ'তে পারে। কিন্তু মেঘলা দুপুর বিষন্নতা ও হতাশার প্রতীক।

মাছঃ ভাসমান ও চলমান মাছ সমৃদ্ধি ও ক্ষমতার বার্তা আনে। কোন তরুণী স্বপ্নে মাছ দেখলে বুঝতে হবে তার প্রেমিকটি সুপুরুষ এবং যোগ্য। স্বপ্নে মাছ খাওয়া স্বচ্ছল সুখী সংসার জীবনের পূর্বাভাস।

সতর্ক সংকেতঃ স্বপ্নে কোন সতর্ক সংকেত শুনলে সেটা নিতান্তই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার পরিচায়ক। ভুত, টিকটিকি, মুখোশ, পাহাড়, বাদুড় এগুলো দুশ্চিন্তা ও শত্রু সমস্যার প্রতীক।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার, হিংসা-দ্বেষ, প্রতিকূলতা, দুঃখ, বিপদ-আপদের পূর্বাভাস। এগুলো সবই নেতিবাচক স্বপ্ন। চাবি, সমুদ্র, ষাঁড়, মুক্তা ইত্যাদি জীবনে ভাল কিছুর আগমন বার্তা বহন করে। সেটা প্রেম, অভাবনীয় সাফল্য-সমৃদ্ধি, মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক যাই হোক না কেন।

রাস্তাঃ সরু রাস্তা সংকটের প্রতীক। বড় রাস্তা সংকটমুক্তি, প্রেমে স্বীকৃতি, বন্ধন মুক্তি ইত্যাদির আভাস। মোমবাতিঃ কোন তরুণী যদি স্বপ্নে মোমবাতি বানায়, তাহ'লে এর অর্থ অভিভাবকের কাছ থেকে তার বাধা অগ্রাহ্য করে তাকে প্রেমিকের সংগে মিলিত হ'তে হবে। কিন্তু জলন্ত মোমবাতি নিভিয়ে দেয়া দুঃখের ইঙ্গিত দেয়।

প্রজাপতিঃ ফুল বা ঘাসের মধ্যে প্রজাপতি সমৃদ্ধি ও বিয়ের বার্তা আনে।

ঘোড়াঃ কবি, সাহিত্যিক, চিত্রকররা নানাভাবে নানা অর্থে ঘোড়ার প্রতীক ব্যবহার করেছেন। মনোবিজ্ঞানীরাও এ নিয়ে অনেক ভেবেছেন। সাদা ঘোড়ায় চড়া প্রাচুর্য ও সুখের আভাস। ছুটন্ত ঘোড়া স্বাচ্ছন্দ্যের, আহত ঘোড়া বিপদ-আপদ ও যন্ত্রনার এবং মৃত ঘোড়া হতাশার প্রতীক। স্বপ্নে ঘোড়া যদি লাথি মারে, তবে সেটা প্রেমে হতাশা এবং প্রতিবন্ধকতার প্রতীক। রেসের ঘোড়া দেখা শুভ লক্ষণ।

স্বপ্নে আবিষ্কারঃ

গল্প উপন্যাস নাটকসহ বিভিন্ন সৃজনশীল ব্যক্তির কাছে স্বপ্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বহু কাহিনী কিংবা উপকথার নায়ক নায়িকাদের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করেছে স্বপ্ন। চেংগিস খান, বিসমার্ক হ্যানিবল, সিজার প্রমুখের মত বহু ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তি রয়েছেন, যারা তাদের যুগান্তকারী কাজের সূচনা করেছিলেন স্বপ্নের প্রেরণায়। এমন কি আজকের যুগেও স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে অনেককে বহু গুরত্বপূর্ণ কাজ করতে দেখা যাচ্ছে।

(১) সেলাই মেশিনঃ বর্তমান কালের সেলাই মেশিন আবিষ্কার করে যিনি বিখ্যাত হয়েছেন, তিনি হ'লেন ইলিয়াস হিউ। বিজ্ঞানী হিউ সেলাই মেশিন আরও কার্যকর ও উন্নত করার গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, একদল রেড-ইন্ডিয়ানের হাতে তিনি বন্দী হয়েছেন। রেড-ইন্ডিয়ান সরদার তাকে বলে যে, তুমি যদি আমাদের একটি ভাল কাপড় সেলাই মেশিন তৈরী করে দিতে পারো তবে তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব, তা নাহ'লে পাবে মৃত্যুদন্ড। অনেক চেষ্টা করে হিউ সেলাই মেশিন তৈরী করে দিতে না পারায় জঙ্গী রেড-ইন্ডিয়ানরা বল্লম উঠিয়ে তাকে মারতে গেল। তখন তিনি দেখতে পেলেন, বল্লমের মাথায় একটি ছিদ্র আছে। তিনি ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নে দেখা ছিদ্রযুক্ত খুব ছোট বল্লম তৈরী করে সেলাই মেশিন-এর আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

(২) পদার্থবিজ্ঞানী নিল্‌স বব (NEELS BOB) ১৯১৩ সালে এক স্বপ্ন দেখেন যে, মাথার উপর সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে। তার চারিদিকে উত্তপ্ত গ্যাসের কুণ্ডলী। গ্রহগুলো গ্যাসের দড়ি দিয়ে সূর্যের সাথে জোড়া। এ অবস্থায় সূর্যকে কেন্দ্র করে তারা সূর্যের চারপার্শ্বে প্রচণ্ডভাবে পরিভ্রমণ করছে। আকস্মিকভাবেই সে গ্যাস ঠাণ্ডা হলো। গ্রহগুলো দড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। তারপর সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে লাগলো। এ মুহূর্তে বিজ্ঞানী নিল্‌সের ঘুম ভেংগে যায়। এ স্বপ্নটির উপর গবেষণা করে বিজ্ঞানী নিল্‌স কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর সাহায্যে পারমাণবিক গঠন সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হন।

(৩) স্বনামধন্য কণ্ঠ শিল্পী স্টিভ এলেন বিস কুড বি 'দ্য ষ্টার্ট অব সামথিং বিগ' গানটি স্বপ্নের মাধ্যমে পেয়েছিলেন।

(৪) আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন মৃত্যুর আগে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, হোয়াইট হাউসে সবাই কাঁদছে এবং একটি লাশ বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি স্বপ্নের মধ্যে একজন গার্ডকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে গার্ড বলল, প্রেসিডেন্টের মৃত্যু হয়েছে, তাই সবাই কাঁদছে। এই স্বপ্নের কয়েক দিন পরই আব্রাহাম লিংকন আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। লেখক নওমিইমেল স্বপ্ন সম্পর্কে তার বইয়ে বলেন, সৃষ্টিশীল লোকেরা তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য স্বপ্নের আশ্রয় নেন। মানুষের অবেচেতন মন অনেক কিছু জানে না। সেক্ষেত্রে চেতন ও অবেচেতন-এর দু'টি স্তরের মিলনে মানুষের মধ্যে অর্ন্তদৃষ্টির জন্ম হ'তে পারে।

ইসলামের আলোকে স্বপ্নঃ

(১) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বপ্নে স্বীয় পুত্রকে কুরবানী করতে আদিষ্ট হন (ছাফফাত ১০২)।

(২) হযরত ইউসুফ (আঃ) একবার স্বপ্ন দেখেন ১১টি তারকা, চন্দ্র-সূর্য তাঁকে সিজদা করছে। এ স্বপ্ন দেখার ৪০বছর পর ইউসুফ (আঃ) মিশরের বাদশাহ হ'লেন। পিতা-মাতাসহ ১১জন ভাই তাকে সম্মান দেখান (সূরা ইউসুফ)।

(৩) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সত্য স্বপ্ন নবুঅতের ৪৬ ভাগের একভাগ (বুখারী ও মুসলিম)।(৪) নবুঅত শেষ

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়েছে। কিন্তু 'মুবাশ্‌শিরাত' বা সত্য স্বপ্ন দেখা বাকী রয়েছে (বুখারী)।

স্বপ্ন প্রাপ্ত ঔষধের রোগ নিরাময়কারী গুণঃ

বিদ্যুতের অবিষ্কারক মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭) কোন উঁচু দরের বিজ্ঞানী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন এক বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর দপ্তরী বা এই ধরণের একজন নিম্ন পদস্থ কর্মচারী।

X-Ray আবিষ্কারক KNAROMON MOTOJEN যদিও জার্মানীর একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তথাপি X-Ray আবিষ্কার তার বিশেষ কোন গবেষণার ফল ছিল না। বরং বইয়ের মধ্যে রাখা একটি চাবির দ্বারা কিভাবে রুমের দেওয়ালে ছবি প্রতিফলিত হয়, তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে X-Ray আবিষ্কার করে ফেলেন। এগুলো 'ইলহামের' ফল। এর সাথে যুক্ত হয়েছে গোটা মানুষের সাধনার ফল। যেমন আল্লাহ মক্ষিকাকে ওহী করেছেন- 'আর সব রকমের ফলের রস চুষে লও এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে চলতে থাকো। মধু হ'তে যত রং বেরং -এর সরবৎ হয়, তাতে আরোগ্য রয়েছে লোকদের জন্য (সূরা নহল ৬৮-৬৯ আয়াত)। কিন্তু দৈবপ্রাপ্ত ঔষধ রোগ সারাবে কি-না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঐ উদাহরণ থেকে নেয়া যাবে কি?

মনোবিজ্ঞানে স্বপ্নের ব্যবহারঃ

(১) বিষন্নতা রোগ নিরুপনঃ মার্কিন স্বপ্ন গবেষক বসনাক বলেন, আপনি যখন আপনার স্বপ্নের ব্যাপারে মনোযোগী হন তখন কার্যতঃ আপনার আত্মা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার চেষ্টাই আপনি করছেন। সেপ্টেম্বর '৯৫-তে আমেরিকার খুব নামকরা কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলার ওজে সিম্পসন তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীকে হত্যা করার আগে হত্যার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আদালতে বিষয়টি আলোচিত হবার পর স্বপ্ন মনোবিজ্ঞানী গেইল ডিলিনিকে বলা হয় সিম্পসনের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করতে। ডিলিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, স্বপ্ন মানুষের ভবিষ্যৎ পর্যায়ক্রমকে প্রভাবিত করে কি-না তা এখনও সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। অনেক লোক হত্যাকান্ডের স্বপ্ন দেখে অথচ বাস্তবে তারা কস্মিনকালেও হত্যার কথা চিন্তা করে না। এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধীদের স্বপ্ন বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। ডিলিনের মতে কোন মানুষের মানসিক অবস্থা জানার থেরাপী চালাতে গিয়ে তার স্বপ্ন বিশ্লেষণ না করা আর X-Ray ছাড়াই অর্থোপেডিক-এর অস্ত্রোপচার শুরু করা সমান কথা।

(২) আবেগ-নিয়ন্ত্রণঃ রাতের বেলা আপনি যে স্বপ্ন দেখলেন বা কাকে স্বপ্ন দেখলেন তার উপরে সকাল বেলায় আপনার মন কেমন থাকবে সেটা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেভাবে মনোচিকিৎসকরা কিছু বিশেষ দৃশ্য ব্যক্তি বা ঘটনার কথা রোগীর মানসপটে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করেন। তারা হয়তো একজন রোগীকে বলেন যে, এ বিষয়টি মনে করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ুন। আর সকাল বেলায় যদি জানা যায় যে, সেই বিষয় তারা স্বপ্নেও দেখতে পেয়েছেন, তাহ'লে সেটা তাদের মানসিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ। মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে স্বপ্নের উপযোগিতা প্রসংগে একটা চমৎকার তথ্য দিয়েছেন শিকাগো ভিত্তিক মনোবিজ্ঞানী রোজলিন কার্টারিট। তিনি তার উদাহরণে বলেন, যদি কেউ আপনাকে স্থূল, কুৎসিত ইত্যাদি বলে গালি দেয়, তাহ'লে তার থেকে আপনার মনে যে কষ্ট হবে সেটা দুর করতে পারে আপনার স্বপ্ন। স্বপ্নে আপনি সেই গালাগালির প্রতিশোধ নিতে পারেন। অথবা তার মাধ্যমে সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেন। এটা করতে পারলে পরদিন নতুনভাবে উদ্দীপনার সংগে কাজ শুরু করা অথবা প্রতিকুল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে সহজতর হবে। কার্টারিট বলেন, মনের অসুখ যদি দিনের বেলা বৃদ্ধি পায়, তাহ'লে তখন স্বপ্ন দেখার অভ্যাস করলে মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। তাঁর মতে স্বপ্ন আমাদের অতীতের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে। সময়ের সংগে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তোলে। এসবের নিরীক্ষে বলা যায়, থার্মোষ্টাট যন্ত্র যেমন তাপ নিয়ন্ত্রকের কাজ করে,তেমনি স্বপ্ন মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রণ বা আবেগকে ঈপ্সিত দিকে ঘুরিয়ে নেয়ার কাজটি করতে পারে।

(৩) মনোদৈহিক যন্ত্রনা মুক্তিঃ মজার ব্যাপার হলো দুঃস্বপ্ন সমস্যার চিকিৎসা করা হয় দুঃস্বপ্নের মাধ্যমেই। ব্যাপারটা অনেকটা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতই। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরতা মার্কিন সৈনিকদের মানসিক শুশ্রূষা করতে গিয়ে মনোচিকিৎসকেরা দুঃস্বপ্নের এই উপযোগী দিকটি লক্ষ্য করেছেন। যখন কেউ প্রিয়জনকে নিজের চোখে শত্রুর হাতে বীভৎস রূপে মরতে দেখে মানসিক সুস্থ্যতা হারায়. তখন সে যদি স্বপ্নে তার চেয়েও ভয়ানক কোন দৃশ্য দেখে. তাহলে মনোদৈহিক যন্ত্রনার সংগে নিজের মনকে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী করে তুলতে পারে।

(৪) মানসিক অবসাদ নিরাময়ঃ একটা শ্রেণী আছে যারা স্বপ্ন দেখার সময় বুঝতে পারে যে, তারা স্বপ্নই দেখছে এবং তখন সেখানে যে ধরণের দৃশ্য তারা কামনা করে, সে ধরণের দৃশ্যই তারা দেখতে পায়। তাদেরকে বলা হয় সুস্বাপ্নিক বা LUCID DREAMER । এরা তাদের স্বপ্নকে সুস্থ সুন্দর জীবনের অনুকূলে রাখতে পারে সব সময়। এরাই আবিষ্কারক, মহামানব, ধর্ম প্রচারকের দল। বিশেষজ্ঞরা চাচ্ছেন যারা শারীরিক সমস্যায় ভোগেন অত্যাধিক, মনের যন্ত্রনা-বিষন্নতা যাদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের এভাবে সুস্বপ্ন দেখার

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে। ক্যালিফোর্নিয়ার পালো অ্যাল্টোতে অবস্থিত লুসিডিটি ইন্সটিটিউট-এর পরিচালক ষ্টিফেন লাবার্জ এ সম্পর্কে বলেন, আমরা আরো অধিক সংখ্যক লোককে সুস্বপ্নের উপকারিতার ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে চাই। সুস্বপ্নের মূল্য এই যে, এর মাধ্যমে আপনি একটি ভাল অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, কোন বিরূপ পরিস্থিতির আশংকা ছাড়াই। মনোবিজ্ঞানী লাবার্জ প্রমুখের মত অনেকেই স্বপ্ন দেখার অভ্যাসকে মানসিক প্রশান্তিকারক ঔষধের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন। মানসিক প্রশান্তিকারক ঔষধ সেবনে অর্থের অপচয়, মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আসক্তি সৃষ্টির আশংকা এবং অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। সুস্বপ্নের বেলায় সে রকম কোন ঝুঁকি নেই। বরং এর মাধ্যমে উদ্বেগমুক্ত সুষ্ঠু সুন্দর সুশৃংখল জীবন যাপন করা সহজ হয়। মনোবিজ্ঞানী ও মনোচিকিৎসকদের এ ধরণের কথা-বার্তা বিভিন্ন দেশের আধ্যাত্মিক গোষ্ঠিগুলোকে নতুন ভাবে উদ্দীপিত করেছে। আমেরিকার এরকম একটি গোষ্ঠির নাম নিউএজারস। এরা দুঃস্বপ্ন দূর করে মানুষকে সুস্বপ্ন দেখতে অভ্যাস করার নানা পদ্ধতির কথা অহরহ বলে বেড়ান। তাদের এরকম একটি পদ্ধতি হচ্ছে, শোবার আগে পর্যাপ্ত পরিমানে পানি পান করে বিছানায় গেলে তাতে REM ঘুম হয় এবং সেই ঘুমে সুস্বপ্ন দেখা যায়। নিউ এজারস গোষ্ঠির সর্বশেষ দাবীটি হচ্ছে, কোন লোক যদি দিনে ২৪ ঘন্টা একটানা REM ঘুমে কাটাতে পারে, তাহ'লে এর মাধ্যমে ক্যান্সারের মত অসুখ পর্যন্ত সারিয়ে তোলা যেতে পারে। আর আমরা সবাই যদি REM ঘুমে অভ্যস্থ হয়ে উঠি, তাহ'লে পৃথিবী আরও আনন্দময়, কলুষ মুক্ত ও শান্তিময় হয়ে উঠবে। কারণ ৩০ ভাগ মানুষ পুরো অনিদ্রায় ভুগছে। ৮০ ভাগ মানুষ পুরো ঘুম থেকে বঞ্চিত থাকছে। অন্যতম কারণ হলো মানুষের স্বাধীন কামনা-বাসনার অনিচ্ছাকৃত অবদমন। নিউইয়র্ক সিটিতে ১৯৯৫ সালের 'স্বপ্ন সম্মেলনে' সমবেত বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও আধ্যাত্মিক গোষ্ঠির লোকেরা নানারকম স্বপ্নিল পোষাক পরে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেছে। তারা দ্রুত অক্ষিস্খলন নিদ্রার সংকেত বাহক তিনটি অক্ষর REM গলায় দিয়ে নাচে গানে শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছে। ফ্রয়েড যদি এ সময় বেঁচে থাকতেন তাহ'লে কি করতেন?

উপসংহারঃ সুস্বাস্থ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান হ'ল সুস্বপ্ন। জীবনে দুঃস্বপ্ন কখনো হানা দিলে তাকে অতিক্রম করার শক্তি যতদূর সম্ভব নিজের ভিতর থেকে আয়ত্ত করতে হবে। সে জন্য মনোচিকিৎসকের সহযোগিতাও কাজে লাগতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যেকোন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে। আগ্রাসী উচ্ছৃংখল মনোভাব ত্যাগ করে শান্ত সুশৃংখল জীবন যাপন করতে হবে। তাহ'লে সুস্বপ্নের আশাবাদে ভরে উঠতে পারে আমাদের সবার জীবন।।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

-আব্দুস সামাদ সালাফী

১. একজন লোক তার স্ত্রীর সাথে বসে খেজুর খাচ্ছিল। হঠাৎ করে স্বামী বলল, আমি কতগুলো খেজুর খেলাম বল দেখি? স্ত্রী বলল, তা কি বলা সম্ভব। স্বামী বলল, আমি যে খেজুর খেয়েছি তার বীচিগুলো পৃথক করে দাও, অন্যথা তোমাকে তালাক। এখন স্ত্রীর তালাক থেকে বাঁচার উপায় কি?

২. এক মসজিদে তিনজন লোক জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করছিল। একজন ইমাম, অন্য দুইজন মুক্তাদী। তারা ছিয়াম অবস্থায় ছিল। ছালাতের মধ্যেই ইমাম ডান দিকে তাকাল। তাকানোর সাথে সাথে (১) ইমামের স্ত্রী তার উপর হারাম হ'য়ে গেল (২) ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেল (৩) মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব হয়ে গেল (৪) মুক্তাদীদের উপর 'হদ' ওয়াজিব হয়ে গেল (৫) ইমাম বাম দিকে তাকালে তার ছালাত বাতিল হয়ে গেল। বলবেন কি এতগুলো বিপদ একসাথে কেন নেমে আসল?

৩. একজন লোকের দু'জন স্ত্রী। একজন থাকে নীচ তলায়, অন্যজন ২য় তলায়। স্বামী সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় যেতে চাইলে দুই স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। নীচওয়ালা বলে, আমার নিকট এস। উপরওয়ালা বলে, আমার নিকট এস। স্বামী কসম করে বলল, আমি উপরে উঠে তোমার নিকটে যাব না এবং নিচে নেমে তোমার নিকটেও যাব না এবং এখানেও দাঁড়িয়ে থাকব না। এখন স্বামীকে কসম থেকে মুক্তি পেতে হ'লে কি করতে হবে?

৪. বর্ণিত আছে, এয়্যাস বিন মু'আবিয়ার নিকট তিনজন মহিলা এসে বসল। তিনি বললেন, এদের মধ্যে একজন বাচ্চাকে দুধ পান করায়, অন্যজন কুমারী (অবিবাহিতা), আর একজন স্বামীহীনা বিধবা। তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল এটা আপনি কি করে বলতে পারলেন? তখন তিনি এর ব্যাখ্যা দিলেন। এর ব্যাখ্যা কি তা জানতে চাই।

৫. জাহেয বলেন, একদিন এয়্যাস এক জায়গায় একটি গর্ত দেখে বললেন, এই গর্তে একটি জীবন্ত জানোয়ার আছে। লোকেরা তখন ভাল করে দেখল। তারা গর্তে একটি বিষাক্ত সাপ দেখতে পেল। তারা এয়্যাসকে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি এর ব্যাখ্যা দিলেন। কি সে ব্যাখ্যা জানতে চাই।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)

(মৃঃ ৩৬ হিঃ/৫৯৬-৬৫৬ খৃঃ)

অনুবাদেঃ কাবীরুল ইসলাম

পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় যে দশ জন ছাহাবী (রাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) একজন কোমল হৃদয়, বুদ্ধিমান ও দানবীর ছিলেন।

নাম ও পরিচিতিঃ তাঁর নাম ত্বালহা, উপনাম আবু মুহাম্মদ, পিতার নাম ওবায়দুল্লাহ। তাঁর বংশীয় নসব নামা নিম্নরূপ- ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ ওছমান বিন আমর বিন কা'আব বিন তামীম বিন সুররা বিন কা'আব সুররা বিন কা'আব-এর মাধ্যমে তার বংশ পরম্পপরা রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে মিলিত হয়েছে এবং কা'আব বিন সা'আদ -এর মাধ্যমে তাঁর বংশ পরম্পরা আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) -এর সাথে মিলিত হয়েছে। তার মাতার নাম আছ্ছাবাহ বিনতু হাযরামী।

দৈহিক গঠনঃ হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)-এর অত্যন্ত ঘন চুল ছিল। যা লম্বা ও নয়, খাটও নয়। সুন্দর মুখ মন্ডল সুপ্রসস্থ বক্ষ, সরু চক্ষু, গেহুঁ বর্ণ এবং বড় মনের অধিকারী ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধে তাঁর হাতের আঙ্গুল শহীদ হয়েছিল।

ইসলাম গ্রহণঃ হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ-এর বয়স যখন সতের বা আঠার তখন ব্যবসা উপলক্ষে বসরা গমন করেন। সেখানে জনৈক পাদ্রী তাঁকে রাসূল (ছাঃ)-এর নবুঅত প্রাপ্তির সংবাদ জানায়। মক্কা প্রত্যাবর্তনের পর হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর নিঃস্বার্থ ওয়ায-নছীহত দ্বারা তাঁর হৃদয় হতে ইসলাম সম্পর্কীয় সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম কবুল করেন। হযরত ত্বালহা (রাঃ)– সেই ৮জন ছাহাবীদের মধ্যে অন্যতম যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

জিহাদে অংশ গ্রহণঃ হিজরী ৩য় সনে ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের জয় সূচিত হয়। কিন্তু মুসলমান যোদ্ধারা নিজ দায়িত্বের প্রতি অবহেলার কারণে মুশরিক সৈন্যগণ সুযোগ বুঝে অতর্কিতে মুসলমানদেরকে পাল্টা আক্রমন করে। এই অতর্কিত আক্রমনে মুসলমান সৈন্যগণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর হেফাযতের কথা ভুলে গিয়ে পলায়ন করতে শুরু করে। কেবলমাত্র দশ বার জন বীর সৈনিক রণক্ষেত্রে অটল থাকেন। তারাও রাসূল (ছাঃ) থেকে অনেক দুরে অবস্থান করেছিলেন। শুধুমাত্র ত্বালাহা বিন ওবায়দুল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-এর হেফাযতে অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দেন। চারদিক হতে মুশরিকেরা ঘিরে ফেলে এবং তীর বর্ষণ করতে থাকে। এমন ভয়াবহ সময়ে জাবালে নবুঅতের এই অদ্বিতীয় প্রেমিক একাই রাসূল (ছাঃ)-এর চারদিকে বেষ্টন করে কখনও ডানদিকে কখনও বাম দিকে আবার কখন ও সামনে কখনও পিছনের দিকে অবস্থান করে মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। মুশরিকদের তীরের আক্রমন হাত দ্বারা এবং তলোয়ারের আক্রমন নিজ বক্ষ দ্বারা প্রতিরোধ করেন। তবুও এক মুহূর্তের জন্য রাসূলের (ছাঃ) দেহে কোন আক্রমনই তিনি পৌঁছাতে দেননি। ওহোদ যুদ্ধে হযরত ত্বালহা (রাঃ) বীরত্ব ও সাহসিকতার যে পরিচয় দিয়েছেন, বিশ্বের ইতিহাসে কোন জাতি তার নমুনা দেখাতে সক্ষম হয়নি। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) তার শরীরে সত্তরের ও অধিক জখমের দাগ গণনা করেছেন। হযরত ত্বালহার (রাঃ) এই বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে রাসূল (ছাঃ) তাঁকে সম্মান সূচক " ত্বালাহাতু খায়র" (অতি উত্তম ত্বালহা) উপাধিতে ভূষিত করেন।

ওহোদ যুদ্ধ হতে মক্কা বিজয় পর্যন্ত যে কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) প্রত্যেকটিতেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি " বায়'আতে রিয্ওয়ান" এর সময়ও উপস্থিত ছিলেন এবং বায়'আত গ্রহণ করেন।

মক্কা বিজয়ের পর হুনায়নের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যাদের অসীম বীরত্বের ফলে সে দিন মুসলমানদের পরাজয় বিজয়ে পরিণত হয়েছিল, হযরত ত্বালহা (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। এই যুদ্ধে তাঁর ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ রাসূল (ছাঃ) তাকে "ত্বালহাতুল জাওয়াদ" উপাধিতে ভূষিত করেন। হিজরী নবম সনে রোম সম্রাট আরব দেশ আক্রমনের সংকল্প নিলে রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন এবং সমরাস্ত্র সংগ্রহের জন্য ছাহাবীদের প্রতি অর্ত সাহায্যে ও আবেদন জানান।

হযরত ত্বালহা (রাঃ) এই সময় মোটা অংকের চাঁদা প্রদান করেন। এই চাঁদার ফলে রাসূল (ছাঃ) তাঁকে " ত্বালহাতুল ফাইয়্যায" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিদায় হজ্জের সময় হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সফর সঙ্গী ছিলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) খলীফা মনোনীত হওয়ার কয়েকদিন পরে তিনি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ কাজে তিনি আবু বকর (রাঃ)-কে পরামর্শ দান করতেন এবং তাঁর পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান বলে প্রমাণিত হ'ত।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

হযরত ত্বালহা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর মজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভার একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। হিজরী ২৩ সনে হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তিনি খলীফা পদের জন্য যে ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন, সেই ছয়জনের মধ্যে হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ-এর নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দৈনন্দিন জীবনঃ হযরত ত্বালহা (রাঃ)-এর দৈনন্দিন জীবন ছিল অতি উত্তম। তিনি ছিলেন পরিবার-পরিজনের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রিয়। স্বীয় পরিবারের সাথে তাঁর যে ভালবাসা ছিল তার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। উতবা ইবনে রবী'আর কন্যা উম্মে আবান হযরত ত্বালহাকেই পসন্দ করেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মে আবান বলেন,

'আমি তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবগত আছি। তিনি ঘরে প্রবেশের সময় হাসতে হাসতে আসেন এবং বের হওয়ার সময়ও হাসতে হাসতে যান। কেউ কিছু চাইলে কার্পণ্য করেন না এবং না চাইলে চাওয়ারও অপেক্ষা করেন না। কেউ তার কাজ করে দিলে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন এবং অপরাধ করলে ক্ষমা করেন।' -কানযুল উম্মাল

হযরত ত্বালহা (রাঃ) অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। অবশ্য পরিধেয় পোষাক রঙ্গীন ব্যবহার করতেন।

হাদীছ বর্ণনাঃ

তিনি সর্বমোট ৮৩ টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সম্মিলিত ভাবে দু'টি, একক ভাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) দু'টি এবং ইমাম মুসলিম ৩টি হাদীছ স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

মৃত্যুঃ বদরুদ্দীন আয়নী বলেন, জঙ্গে জামালের দিন তাঁর অজ্ঞাতে পেছন হতে একটি তীর এসে তার দেহে বিদ্ধ হয়। ফলে ৬৪ মতান্তরে ৬২ বৎসর বয়সে ৩৬ হিজরীর ১০ই জুমাদাল আখেরা বৃহস্পতিবার এই মহান ছাহাবী শাহাদত বরণ করেন।

দাফনঃ মৃত্যুর পর তাঁকে বছরাতে দাফন করা হয়। ইবনে কুতায়বা বলেন, তাঁকে দাফন করা হয়েছিল 'কানতারা কুররা'-তে। ত্রিশ বছর পরে তাঁর মেয়ে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর কবরে পানি পৌঁছে গেছে। পরে তাঁকে কবর হ'তে এমন অবস্থায় উঠানো হয় যে, তখন তাঁর দেহ সম্পূর্ণ তাজা ছিল। পরে তাঁকে বছরার 'দারুল হিজরা' নামক স্থানে দাফন করা হয়। [আল-আশারাতুল মুবাশ্‌শারূণ' বই হ'তে]

মহিলাদের পাতা

পর্দা মহিলাদের নিরাপত্তার প্রতীক

-ফারযানা ইয়াসমীন

পর্দা বলতে আমরা কি বুঝি? পর্দা মানে আবরণ। আরবী 'হিজাব' শব্দের অর্থ হলো পর্দা। যা দিয়ে কোন কিছু ঢেকে রাখা হয় বা আড়াল করা হয়। যেমন জানালার পর্দা, দরজার পর্দা , বইয়ের কভার, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি। যাতে ময়লা না লাগে এবং জিনিস ভাল থাকে।

ইসলামী পরিভাষায় পর্দা বলতে আমরা বুঝি- কোন মহিলার তার নিজের সম্ভ্রমের হেফাযত করা, কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখা ও চোখের দৃষ্টিকে হেফাযত করা এবং বিশেষ যরূরী প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া বাইরে না যাওয়া।

এক কথায় বলা যায়- হাতের কব্জি, পায়ের পাতা এবং চোখ ব্যতীত আপাদ মস্তক ঢেকে রাখাকে পর্দা বলে।

মহিলাদের দৈহিক অবয়ব যাতে বাইরে প্রকাশ না পায়, সে উদ্দেশ্যেই পর্দা করা হয়। পর্দা মানে প্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করা বা মহিলাদের ঘরের কোণে আবদ্ধ করা নয়। মেয়েদের সাধারণ পোশাকের উপর দিয়ে আর একটি বড় চাদর ব্যবহার করা অপরিহার্য করা হয়েছে এজন্যে যে তাদের মান-সম্ভ্রম যেন অন্য পুরুষের কুদৃষ্টি ও কুৎসিত কামনা থেকে রক্ষা পায়।

০ মহিলাদের পর্দাঃ

মহিলা ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু পার্থক্য যা আমরা সকলেই জানি। যেমন- মেয়েদের চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছেদ, কথাবার্তা, সাজ-গোছ, ব্যবহারিক আচরণ ও নীতিমালা পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষেরা যা সহজে পারে, মহিলারা তা পারে না, সম্ভব ও নয়। আবার মহিলারা যা পারে, পুরুষেরা তা পারে না। মহিলাদের পর্দা কেন এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেয়া যায়। যেমন একটি পাকা আম যদি খোসাহীন অবস্থায় খোলা জায়গায় রাখা হয়, তবে মশা-মাছিসহ বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের সেখানে ভীড় জমে এবং সবাই চায় তার স্বাদ গ্রহণ করতে এবং ওরা জীবন বাজি রেখে খাবারের দিকে ছুটে আসে। ঠিক অমনিভাবে একজন বেপর্দা, বেহায়া, উচ্ছৃংখল মহিলা যখন স্কুলে, কলেজে, ভার্সিটিতে, অফিসে, বাসে, রেলগাড়ীতে এবং হেঁটে বা

http://islaminonesite.wordpress.com

রিক্সায় যাতায়াত করে, তখন ঠিক মশা-মাছি সহ অন্যান্য পোকা-মাকড়ের মত পুরুষেরা তার চার পাশে অন্ততঃ চোখের হামলা শুরু করে এবং সুযোগ খুঁজতে থাকে। তখন সমাজে সৃষ্টি হয় চরম বিশৃংখলা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, হাইজ্যাক, পালিয়ে বিবাহ, ছেলে ও মেয়েদের অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি দুঃখজনক পরিবেশ। এই অসামাজিক পরিবেশের জন্য প্রধানতঃ দায়ী মহিলারা এবং তারপর পুরুষেরা। মেয়েরা যখন ছোট্ট সোনামণি থাকে, তখন তারা মাতা-পিতা, বড়ভাই, দাদা, চাচা এবং শিক্ষক-এর নিয়ন্ত্রনে থাকে। তখন যদি তাদেরকে পর্দা সম্পর্কে এবং এর সুফল ও কুফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া হয়, তাহলে আমার মতে তারা বেপর্দা হতে পারে না। আবার বিবাহের পরে স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ী যদি এদিকে সুদৃষ্টি দেন এবং পর্দা বিহীন অবস্থায় বাহিরে যাওয়া চলবেনা বলে নির্দেশ দেন, তবে আমার মতে ৯৯% মেয়ে পর্দানশীন হয়ে যাবে। প্রত্যেক বাড়ীর পুরুষ গার্জিয়ান জানেন যে, তার ছেলে বা মেয়ে বা তার স্ত্রী কোথায় যায়, কি ভাবে যায়, কেন যায়, কেমন বন্ধুর সঙ্গে সে মেশে । যেমন পুলিশ জানে তার থানায় কে চোর, কে গুণ্ডা, কে বদমাশ, কে হাইজ্যাকার এবং কে ভাল লোক।

গায়ের মুহরাম পুরুষের সম্মুখে মহিলাদের পূর্ণ পর্দা করতে হবে। গায়ের মুহরাম অর্থ ঐ সব পুরুষ যাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম নয়। এদের সম্মুখে কিছুতেই নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। তারাও গায়ের মুহরাম মহিলাদের নিকট প্রবেশ করবে না, যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্তমান মুসলিম সমাজে যারা গতানুতিক পর্দা করেন, তারাও অনেকে নিকটাত্মীয়দের থেকে পর্দা করেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান অনুযায়ী একজন মহিলাকে স্বামীর ভাই, ভগ্নিপতি, চাচাতো ও খালাতো ভাই এবং নিজের ভগ্নিপতি ও চাচাতো, খালাতো ভাইদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। আর পুরুষদেরকে তাদের ভ্রাতৃবধু এবং এ পর্যায়ের বোনদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। যদি তাদের কেউ এ বিধান লংঘন করেন, তবে তিনি আল্লাহ ও রাসূলের 'ফরয' বিধানকে লংঘন করলেন।

বর্তমানে স্কুল-কলেজ, ভার্সিটি সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস- আদালত, ব্যাংক-বীমা, গার্মেন্টিস এবং ফ্যাক্টরীতে যারা কাজ করে, তাদের মধ্যে অনেকে ইসলামের অন্যান্য বিধানকে মানলেও পর্দার ব্যাপারে উদাসীন ও অনেকে বিরূপ মনোভাবাপন্ন। তাই আমি ঐ সমস্ত বোনকে ইসলামের অপরিহার্য পর্দার বিধান অনুশীলন করে পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে বাইরে যাওয়ার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মহিলাদের পোষাকঃ

মহিলাদের পোষাক সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারা স্বামীকে খুশী করার জন্যই সাজ-গোছ করবে। মহিলাদের সুন্দর হওয়ার জন্য সাজ-গোছ করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। সুন্দর করে চুলে বেণী বাঁধবে, হাতে পায়ে মেহেন্দী লাগাবে। হাত ও পায়ের নখ কাটবে, সুন্দর ও মার্জিত পোশাকে নিজেকে স্বামীর জন্য আকর্ষণীয় করে তুলবে এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রশংসায় রত থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা মিম্বরে বসে সোনা ও রেশমের টুকরা হাতে নিয়ে বললেন, সোনা ও রেশম পুরুষের জন্য হারাম এবং মহিলাদের জন্য হালাল (আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ও ইবনে মাজা)। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ ঐ সমস্ত পুরুষের উপর লা'নত করেন, যারা মহিলাদের অনুকরণ করতে চায় এবং তিনি ঐ সমস্ত মহিলাদের উপর লানত করেন, যারা পুরুষের অনুকরণ করতে চায়' (বুখারী)।

উক্ত হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারি, যে সমস্ত মেয়ে চুল ছেঁটে, প্যান্ট-শার্ট পরে, বড় বড় নখ রেখে পুরুষের মত চলাফেরা করবে এবং যে সমস্ত ছেলে লম্বা চুল রাখবে ও দাড়ী চেঁছে ফেলে মেয়েদের মত পোশাক পরবে, তাদের উভয়ের জন্যই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

মহিলারা নিজ বাড়ীতে থাকবেঃ

মুমিনা মহিলারা অবশ্যই নিজ বাড়ীতে থাকবে এবং নিজ কাজের মধ্যে সর্বদা মগ্ন থাকবে। যেমন- খাদ্য প্রস্তুত করা, কাপড়-চোপড় ধৌত করা ও সেলাই করা, বাড়ীকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বিছানাপত্র ও ঘরবাড়ী গুছিয়ে রাখা, বাচ্চাদের লালন পালন করা, নিয়মিত ছালাত, ছিয়াম ও কুরআন তেলাওয়াত সহ সকল পারিবারিক কাজকাম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা। এ ছাড়া শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারেও মহিলাগণ যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেন।

কুরআন ও হাদীছে পর্দার বিধানঃ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী, হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও ঈমানদার মহিলাদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের উপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। যাতে তাঁদেরকে (সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসাবে) সহজে চিনতে পারা যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু' (আহযাব ৫৯)। 'হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, আল্লাহ সে সম্পর্কে সু-পরিজ্ঞাত। এবং মুমিন

http://islaminonesite.wordpress.com

নারীদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে ও যৌন পবিত্রতা রক্ষা করে চলে। আর নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে ঐ সৌন্দর্য ছাড়া যা আপনা আপনি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এবং তারা যেন স্বীয় বক্ষের ওপর তাদের উপরস্থিত চাদর টেনে দেয় ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে স্বামী, পিতা, শ্বশুর,পুত্র, সৎপুত্র, আপন ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন স্ত্রীলোকগণ, স্বীয় দাস, নারীর প্রতি নিস্পৃহ সেবক এবং ঐ সব বালক যারা নারীর গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত নয়- এই সকল লোক ব্যতীত। তারা যেন এমন ভাবে পথ না চলে, যাতে তাদের গোপণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে' (সূরায়ে নূর ৩০-৩১)।

'হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ মহিলাদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভয় করো, তবে (লোকদের সাথে) কোমল মিষ্টি সূরে কথা বলো না। এতে দুষ্ট মনের কোন লোক লালসায় পড়তে পারে। বরং কথা বলবে সোজাসুজি স্পষ্টভাবে । নিজেদের ঘরে অবস্থান করো। পূর্বের জাহেলী যুগের মত সাজ-গোছের প্রদর্শনী করে বেড়াবে না। ছালাত কায়েম করো। যাকাত পরিশোধ করো এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবীর পরিবার! আল্লাহ তোমাদের পূত-পবিত্র রাখতে চান' (সূরায়ে আহযাব ৩২-৩৩)।

০ কোন নিকটাত্মীয়ার কাছে যদি কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সে ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধান হচ্ছে,'তাদের নিকট যদি তোমরা কোনো জিনিস চাও, তবে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে' (আল- আহযাব ৫৩)।

০ কক্ষনই পুরুষ ও মহিলা সমান নয় (আলে ইমরান ৩৬ আয়াত)।

পর্দা সর্ম্পকে নবী (ছাঃ)-এর বাণী, 'তোমরা অবশ্যই (মুহরাম) মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।' এ কথা শুনে কয়েকজন আনছার ছাহাবী উঠে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বামীর নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেনঃ স্বামীর নিকটাত্মীয়র তো মৃত্যু সমতুল্য' (বুখারী, মুসলিম)।

এখানে নিকটাত্মীয় বলতে স্বামীর ভাই, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ভগ্নিপতিদের বুঝানো হয়েছে। এরা স্ত্রীর দেবর, ভাসুর, ননদাই প্রমুখ হ'য়ে থাকে।

নবী (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রয়োজনে আল্লাহ তোমাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারী)।

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'হঠাৎ যদি কারো ওপর নজর পড়ে যায় তাহলে কি করবো? উত্তরে তিনি বললেন,"দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও' (আবু দাউদ)।

হযরত বারীদাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলীকে (রাঃ) বললেন, 'হে আলী, প্রথম দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার তাকাবে না। প্রথম দৃষ্টি তোমার, দ্বিতীয় দৃষ্টি তোমার নয় (অর্থাৎ তা শয়তানের যা ক্ষমা করা হবে না)'- আবু দাউদ।

নবী (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অপর নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিন তার চোখে তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে।' (ফাতহুল কাদীর)।

অনুরূপভাবে অপরিচিতা মহিলাকে বিয়ের উদ্দেশ্যে দেখা শুধু জায়েযই নয়, বরং এর নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে এই উদ্দেশ্যে মহিলা দর্শন করেছেন।

মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। নবী (ছাঃ) বললেন, 'তাকে দেখে লও। কারণ এটা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও ঐক্য সৃষ্টি করতে অধিকতর সহায়ক হবে' (তিরমিযী)।

সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্র (ছাঃ) কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য নিজকে পেশ করছি।' এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখে নিলেন '(বুখারী)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি নবীর (ছাঃ) নিকটে বসেছিলাম। এমন সময় একব্যক্তি এসে বললো 'আমি একজন আনছার মহিলাকে বিয়ে করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তাকে দেখেছো? সে বললো, না।' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাকে দেখে লও। সাধারণতঃ আনছারদের চোখে কিছু না কিছু দোষ থাকে' (মুসলিম)।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়, তাহ'লে তাকে যথাসম্ভব দেখে নেয়া উচিৎ যে, তার মধ্যে এমন কিছু আছে কি-না যা উক্ত পুরুষকে বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে' (আবুদাউদ)।

০ বিশেষ প্রয়োজনে মেয়েদেরকে বাইরে যেতে হলে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবেঃ

(১) মুহরাম পুরুষ ছাড়া দূরের পথে যেতে পারবে না।

(২) অলংকারের ঝংকার বানানী এবং সাজ-গোছ প্রদর্শন করা যাবে না।

(৩) যতদূর সম্ভব পুরুষদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৪) চাদর বা বোরকা দিয়ে সমস্ত শরীর ঢেকে নিবে।

(৫) এমন পাতলা কাপড়, ওড়না বা চাদর পরা যাবে না, যাতে শরীর দেখা যায়।

(৬) পোশাক আটসাট হবে না, যাতে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।

(৭) সুগন্ধি বা সেন্ট ব্যবহার করা যাবে না।

(৮) কোন গায়ের মুহরাম পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে কর্কশ ভাষায় বলবে।

(৯) অমুসলিম ও পুরুষদের পোষাক পরে বের হওয়া যাবে না।

(১০) সর্বদা লজ্জা ও আল্লাহ্‌র ভয় রেখে বের হবে।

(১১) বিনা সালাম ও অনুমতিতে কারও ঘরে প্রবেশ করবে না।

(১২) মুহরাম নিকটাত্মীয়, শিশু ও অধীনস্থদের ছাড়া নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।

০ মেয়েরা যাদের সামনে স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে।

(১) স্বামী।

(২) পিতা, দাদা, নানা প্রমুখ।

(৩) স্বামীর পিতা অর্থাৎ শ্বশুর

(৪) পুত্র, কন্যা, অন্য স্ত্রীর গর্ভ জাত পুত্র

(৬) আপন বা সৎ ভাই

(৭) ভাইয়ের পুত্র

(৮) বোনের পুত্র

(৯) সাধারণ মুসলিম নারীকুল

(১০) ক্রীত দাস

(১১) অধীন ও প্রয়োজনহীন পুরুষ

(১২) ছোট্ট শিশু বা কিশোর।

কুরআনে চাচা ও মামার কথা উল্লেখ না থাকলেও নবী (ছাঃ) বলেছেন, তারা পিতার তুল্য। তাদের সম্মুখে ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে।

০ নারীর শিক্ষাঃ নারীদের অবশ্যই লেখা পড়া শিখতে হবে। তাদের জন্যে পৃথক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা থাকবে। যতদিন পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠবে, ততদিন পূর্ণ পর্দা করেই সেখানে পড়াশুনা করতে হবে।

নারীর কর্মক্ষেত্রঃ

নারীদের কর্মক্ষেত্র পৃথক থাকবে। তাদের জন্যে আলাদা অফিস, কল-কারখানা স্থাপন করা উচিত। যতদিন পৃথক না হবে ততদিন আলাদা আলাদা সেকশন করা একান্ত প্রয়োজন। পুরুষ ও নারী দৈহিক এবং মানসিক ভাবে ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে।

এই পার্থক্য দূর করা সম্ভব নয়। যেমন জমি চাষ করা, কল-কারখানায় ভারী কাজ করা, কুলি-মজুর হয়ে কাজ করা, রিকসা চালানো, বিমান,বাস, ট্রাক চালানো, রাজ মিস্ত্রী হিসাবে কাজ করা, নৌকার মাঝি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি মহিলাদের পক্ষে করা সাধারণভাবে অসম্ভব। কিন্তু পারিবারিক কার্যাবলী যেমন সন্তান লালন-পালন করা, রান্না-বান্না ও গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্যাবলী যা পুরুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, সেগুলি মেয়েদের স্বভাবজাত।

একটি উদাহারণ দেওয়া যায় বিমান যে ভাবে তৈরী, বাস গাড়ী সেভাবে তৈরী নয়। আর তাই তাদের ব্যবহার ও কর্ম ভিন্ন ভিন্ন। যদিও দু'টোরই ড্রাইভার আছে, ইঞ্জিন আছে, কলকব্জা আছে, সীট আছে, এবং দু'টোই মানুষ বহন করে। কিন্তু দুটোর পথ ভিন্ন। একটি যমীনে আর একটি আসমানে ।

০ পর্দা কি নারী প্রগতির অন্তরায়?

ইসলামের মূল দাবীটা সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। ইসলাম মহিলাদের বাহিরে যেতে নিষেধ করেনি এবং কাজ করতেও নিষেধ করেনি। শুধু মাত্র একটা মূলনীতি দিয়েছে। সে নীতি অনুসরণ করে মেয়েরা তাদের গণ্ডীর মধ্যে থেকে সব কিছু করতে পারে। প্রগতির দোহাই দিয়ে মেয়েরা বল্গাহীন উচ্ছৃঙ্খল ও অশ্লীল জীবন যাপন করতে চায়। ইসলাম নারীদের চলাফেরার উপর যে নিয়ম নীতি বেঁধে দিয়েছে, পর্দা মেনে চলার জন্য যে বাধ্য বাধ্যকতা অর্পন করেছে, তা নারীদেরকে তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের চরিত্র, তাদের অগ্রগতি, তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা লাভের এক মহা সুযোগ। তাই পর্দা তথা ইসলামী বিধি বিধান প্রগতির অন্তরায় নয় বরং প্রগতি ও অগ্রগতির সোপান।

শেষ কথাঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে এন,জি,ও-র মাধ্যমে চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে ইসলাম বিরোধী কুচক্রীমহল মেয়েদেরকে আধুনিকতা, স্বাধীনতা ও আত্ম কর্মসংস্থানের দোহাই দিয়ে বেপর্দা করে সাইকেল ও মোটর সাইকেলে চড়িয়ে এবং ছেলেদের ও মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়ে তাদের একমাত্র সম্বল 'ইযযত' লুটে নিয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

অধঃপতনের অতল তলে ডুবিয়ে দিচ্ছে।

বেপর্দা কোন মহিলার চলার পথে কোন পুরুষ প্রথমে নির্দোষ দৃষ্টিতে তাকায়। পরে শয়তানের কুমন্ত্রনায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দোহাই দিয়ে আনন্দ উপভোগ করার জন্য তাকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করে। যখন অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে তখন শয়তান সীমাহীন আনন্দ উপভোগ করে। অবশেষে সৌন্দর্য স্বাদ আর আকর্ষন তাকে মিলনের আকাংখায় উদ্বেলিত করে এবং উভয়ে পতিত হয় পাপাচারে। পৃথিবীতে যত অঘটন ঘটেছে তার অন্যতম ও প্রধান কারণ তো শুধু এটাই।

কোন ছেলে যখন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি চন্দ্র বা সুন্দর ফুলের দিকে তাকায় তখন এবং ষোড়শী রূপবতী মেয়ের দিকে তাকায় তখন কি একই অনুভূতি জাগবে ? তা কখনও নয়। উভয় অবস্থায় আকাশ ও পাতাল পার্থক্য রয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে কোন পুরুষ বা মেয়ে পারিবারিক ও সামাজিক কারণে অথবা কঠিন আত্মসংযমী হয়ে সরাসরি পাপাচারে বা লাম্পট্যে লিপ্ত না হলেও চিন্তা রাজ্যের লাম্পট্য হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার মনের রাজ্যের অনেক শক্তির অপচয় হবে চোখের উত্তেজনায়। অনেক অশান্তি ও পাপ চিন্তায় তার মন কলুষিত হবে। পুণঃ পুণঃ প্রতারণার জালে জড়িয়ে যাবে এবং বহু রজনী জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে কাটাবে। অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন এসে আবার মুহূর্তে বিলীন হবে এবং তাকে কঠিনভাবে দংশন করবে। হৃৎপিন্ডের কম্পন ও রক্তের উত্তেজনায় জীবনী শক্তি ক্ষয় হবে এবং এরূপ পরিস্থিতিতে হতাশ ও নিরাশ হয়ে অনেকে আত্মহণনের পথ বেছে নেবে। এটা কি কম ক্ষতি করবে ?

আল্লাহ প্রদত্ত এই সুন্দর সুজলা সুফলা স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ভাই ও বোনদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, তাঁরা যেন মহান আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করেন। পর্দাকে অতিরিক্ত বোঝা বা ভারী কিছু মনে না করে বাইরে চলা ফেরার জন্য বরং মেয়েদের উত্তম পোশাক ভেবে নিলেই ব্যপারটা সহজ হয়ে যাবে। ছোটবেলা থেকেই এর অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাই। আমি আমার প্রিয় সকল বোনকে আল্লাহ্‌র এই অমিয় বিধান পর্দাকে যথাযথ পালন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান ও পরকালীন মুক্তির পাথেয় সঞ্চয় করার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। এটাই কল্যাণের পথ ও সাফল্যের পথ। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন! আমীন!!

প্রার্থনা

-রোকেয়া খাতুন (বগুড়া)

হে মহান স্রষ্টা জগৎস্বামী,
দাঁড়িয়ে তব দ্বারে ভিখারিণী আমি।
উঠিয়ে মম দু'বাহু করি প্রার্থনা,

প্রভু তুমি অধমেরে কর গো করুণা।
না করি ভয় যেন শত বজ্রপাতে
তব সত্যের আলোক ছায়াতে।
তব ধ্যানে জ্বালায়ে মম হৃদয় বাতি,
সর্বদা রাখতে পারি এই মোর মিনতি।
তোমার আদেশ বাণী করি শ্রবণ,
উৎসাহে উৎকণ্ঠে চলব সারাক্ষণ।
পুণ্যকে সদা করি সাদরে বরণ,
পাপকে দেই যেন চির বিসর্জন।

উপদেশ

-মোসাম্মাৎ সুফিয়া খাতুন

আলেম ১ম বর্ষ, ধূরইল, রাজশাহী

আল্লাহ্ মোদের প্রভু
তাঁর আদেশ তোমরা
ভুলিওনা কভূ।
বাঁকা পথ ছেড়ে দিয়ে
সৎ পথে চলো
মিথ্যা কথা ত্যাগ করে
সত্য কথা বলো।
যদি তার আদেশ
না হয় মানা,
জাহান্নাম হবে তার
চিরস্থায়ী ঠিকানা।
যদিও তোমার উপর চলে
অমানুষিক নির্যাতন,
তবুও তুমি কুরআন-হাদীছ থেকে
সরিওনা কভূ॥

মুসলিম

-মোসাম্মাৎ রুনা লায়লা (নয়না)

মোহনপুর, রাজশাহী।

মুমিন মুসলিম তারা
যারা পড়ে নামায
খারাপ পেশা ছেড়ে দিয়ে
করে ভাল কাজ।
নেছাবে মাল হ'লে পরে,
দেয় যাকাত।
দাঁড়িয়ে থেকে নামায পড়ে,

http://islaminonesite.wordpress.com

কাটিয়ে দেয় রাত।
রামাযান মাস এ'লে পরে
রাখে ত্রিশ রোযা।
আযান হ'লে করে না দেরী
মসজিদে যায় সোজা।
পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে
জামা'আতের সাথে,
যাকাতের টাকা ব্যয় করে
নির্দিষ্ট খাতে।
হজ্জ ফরয হ'লে আদায়
করে তাড়াতাড়ি।
আল্লাহর কাছে দো'আ করে
নাম যেন বাদ না পড়ে
করলেও লটারী ॥

** [ইসলামের শ্রেষ্ঠ মহিলাদের নামে নাম রাখাই শ্রেয়ঃ]*

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্

প্রিয় বোনেরা!

সালাম মাসনূন বাদ- আপনাদের সবাইকে ঈদুল ফিৎরের শুভেচ্ছা রইল। আশাকরি অধঃপতিত এ সমাজকে টেনে তোলার জন্য আপনারা নিজস্ব পরিসরে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আমরা আনন্দিত এজন্য যে, এবার আমরা কয়েকজন বোনের লেখা পেয়েছি এবং কষ্ট হ'লেও তাদের লেখাগুলি পত্রস্থ করতে পেরেছি। বোনেদের সুপ্ত প্রতিভাকে আমরা জাগিয়ে তুলতে চাই এবং একদল **হাদীছপন্থী লেখিকা** সৃষ্টি করতে চাই। যাতে তাদের কলমের ছোঁয়া পেয়ে ঘুমন্ত মা-বোনেদের অবচেতন মনে চেতনা ফিরে আসে এবং তারা শিরক ও বিদ'আতের অন্ধ গলি থেকে এবং প্রগতির চমক লাগা গোলক ধাঁ ধাঁ হ'তে বেরিয়ে কুরআন ও হাদীছের স্বচ্ছ করোজ্জ্বল জান্নাতী রাজপথে জমায়েত হ'তে পারে। অতএব আপনারা লিখুন! বারবার লিখুন! ইনশাআল্লাহ আমরা সফল হব। ওয়াস্সালাম। ইতি-
আপনাদের বোন

তাহেরুন নেসা
পরিচালিকা, মহিলাদের পাতা

পাঠকের মতামত

পুরীষ উদ্গীরণ

-আনোয়ারুল হক

মাসিক মদীনা জানুয়ারী'৯৮ সংখ্যায় জনৈক কাজী আব্দুল্লাহ হারুন লিখিত 'দ্বীনে হক্ব, মযহাব এবং তাকলীদ' নামক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যা মূলতঃ আহলেহাদীছের বিরুদ্ধে তাঁর হৃদয়ে লালিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছুই নয়। মাসিক মদীনার মত একটি জনপ্রিয় ও আদর্শবাদী পত্রিকায় এই ধরণের হালকা ও অশোভন লেখা প্রকাশিত হবে, এটা আমরা ভাবতেই পারিনি। লেখক তাঁর লেখার মাধ্যমে আহলেহাদীছ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার পূর্ণ স্বাক্ষর রেখেছেন। সে জন্য তাঁর লেখার পূর্ণাংগ প্রতিবাদ লিখে আমরা আহলেহাদীছের উচ্চ মর্যাদাকে হালকা করতে চাইনা। মাননীয় লেখকের উদ্দেশ্যে শুধু এতটুকু বলব . অজ্ঞতার কোন ঔষধ নেই। কাঁচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়বেন না। তাকলীদের অন্ধ বেড়াজাল ছিন্ন করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী হউন। তাহ'লে নিজের উপকার হবে, আপনাদের অনুসারীগণও উপকৃত হবেন। আরবী-উর্দূ-ফারসী দরকার নেই। অন্ততঃ আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের বাংলায় লিখিত বইগুলো আগে পড়ে শেষ করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার ধাঁধাঁ ঘুচে যাবে। চৌদ্দশত বৎসরের আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত পথ একমাত্র আহলেহাদীছদের কাছেই রয়েছে,মাযহাবী ভাইদের কাছে নয়। প্রচলিত চার মাযহাবের সৃষ্টি ও প্রচলন চার ইমামের পূর্বে হয়নি। আর চার ইমামও একসময়ে জন্মগ্রহণ করেননি।

অতএব বেশীদূর না গিয়ে আপনার হাতের কাছে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ:) রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-র 'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' শীর্ষক অধ্যায়টি পড়ুন। অথবা আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রাণী হানাফী লিখিত 'কিতাবুল মীযান' পড়ুন- কিছুটা ধারণা পাবেন। অহেতুক গোঁড়ামী পরিহার করুন।

পুরীষ উদ্গীরণ বন্ধ করুন!

আমাদের নাবিক পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ । আপনাদের নাবিক যাকে দাবী করেন, সেই মহামতি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে আমরাই সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি। তবে তাঁর দেওয়া ফৎওয়া সমূহের তিন ভাগের দু'ভাগেরই বিরোধিতা করেছিলেন তাঁর দুই প্রধান শিষ্য । তাছাড়া তিনি শিষ্যদেরকে তাঁর ফৎওয়া লিখতে নিষেধ করতেন। অধিক তাকওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে তিনি কোন ফিকহের কিতাবও লিখে যাননি । তাহলে আপনি কোন নাবিকের জাহাযে সওয়ার হয়েছেন? ইমাম আবু হানীফা(রহঃ)-এর নামে যে মাযহাব চলছে, তার সবটুকুই কি ইমাম ছাহেবের অনুমোদিত? ইমাম ছাহেব থেকে কোন ছহীহ সনদের সিলসিলা আপনাদের নিকটে আছে কি? এক ইমামের নামে আপনারা যে কত নাবিকের নৌকায় সওয়ার হয়েছেন, তার হিসাব আপনারাই ভাল রাখবেন। সত্যিকার অর্থে যদি ইমাম ছাহেবের মুকাল্লিদ হন, তাহ'লে তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী নিরপেক্ষ ভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসারী হউন। আহলেহাদীছগণ কেবল সেটাই মানেন ও সেদিকেই জনগণকে আহবান জানান। বাংলাদেশের দু'কোটি আহলেহাদীছের পক্ষ হ'তে আপনাকেও আমরা পূর্ণাঙ্গ আহলেহাদীছ হওয়ার আহবান জানাই ॥

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

হাদীছের গল্প

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

হযরত সামুরাহ বিন জুনদুর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) যখন (ফজরের) ছালাত পড়াতেন, তখন (ছালাতের পর) আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন ও বলতেন, 'তোমাদের মধ্যে অদ্য রাত্রে কেহ স্বপ্ন দেখেছ কি'? রাবী বলেন, কেউ যদি সেই রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে তিনি তা বর্ণনা করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলতেন, মা শা-আল্লাহ। এমনিভাবে তিনি একদিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে আজ কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি? আমরা বললাম, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, কিন্তু অদ্যকার রাত্রিতে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার নিকটে দু'জন ব্যক্তি আসলেন ও আমার দু'হাত ধরে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি দেখলাম একজন উপবিষ্ট ব্যক্তিকে এবং লোহার কাস্তে হাতে একজন দন্ডায়মান ব্যক্তিকে। দন্ডায়মান লোকটি তার হাতে থাকা লোহার কাস্তে উপবিষ্ট ব্যক্তির চোয়ালের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কান পর্যন্ত টেনে তুলছে। ফলে চিবুক ফেড়ে যাচ্ছে। অতঃপর অপর চিবুকেও অনুরূপ করছে এবং পূর্বের ফাড়া চিবুক ভাল হয়ে যাচ্ছে। এমনি ভাবে অনবরত একবার এক চিবুক পুণরায় অন্য চিবুক ফাড়ছে এবং ভাল হয়ে যাচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি বললাম এ কি? লোক দু'টি বলল, সামনে চল। অতঃপর আমরা সামনে যেয়ে দেখলাম একজন শয্যাশায়ী ব্যক্তিকে এবং তার মাথার নিকট বড় একখানা পাথর হাতে দণ্ডায়মান একজন ব্যক্তিকে। যা দ্বারা শয্যাশায়ী ব্যক্তিটির মাথায় আঘাত করছে। ফলে মাথা চুর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরখানা দূরে ছিটকে পড়ছে। লোকটি পাথরখানা আনবার জন্য যাচ্ছে, ইত্যবসরে মাথা যেমন ছিল তেমনি ভাল হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে বার বার লোকটি একই কাজ করছে। আমি বললাম এ কি? লোক দু'টি বলল, সামনে চল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একটী আগুনের গর্ত দেখলাম, যা তন্দুরের ন্যায়। যার উপরের দিক সংকীর্ণ এবং ভিতরটা প্রশস্ত। তার নীচ থেকে আগুন জ্বালানো হচ্ছে। আগুন যখন লেলিহান শিখায় উপরের দিকে উঠছে, তখন আগুনের শিখার সাথে ভিতরের মানুষগুলি উঁচু হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে যেন গর্তের মধ্য হতে বের হয়ে পড়বে। আবার যখন আগুনের তেজ কমে যাচ্ছে, তখন গর্তের ভিতরে নেমে যাচ্ছে। ঐ গর্তের ভিতর আছে উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি বল্লাম ওটা কি? লোক দু'টি বলল, সামনে চল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে রক্তভর্তি একটি নদীর কিনারায় আসলাম। নদীর মাঝখানে দণ্ডায়মান একজন লোক এবং কিনারায় পাথর হাতে অন্য একজন লোক দেখলাম। নদীর মধ্যকার লোকটি যখনই বের হবার চেষ্টা করছে, তখনই কিনারায় দাঁড়ানো লোকটি পাথর ছুঁড়ে ঐ লোকটির মুখে আঘাত করছে। ফলে সে লোকটি যেখানে ছিল সেখানেই চলে যাচ্ছে। এমনিভাবে অনবরত লোকটির বের হবার চেষ্টা পাথর মেরে প্রতিহত করছে। আমি বললাম, এ কি? তারা বলল, সামনে চল। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একটি সবুজ বাগানে পৌছলাম। বাগানের মধ্যে একটি বড় গাছের নীচে একজন বৃদ্ধ লোক ও অনেক ছেলে-মেয়ে ছিল। গাছটির নিকট আর একজন লোক ছিল। যার সম্মুখে আগুন জ্বলছিল এবং তিনি তা উত্তেজিত করছিলেন। আমার সঙ্গী দু'জন আমাকে নিয়ে গাছটির উপর চড়লেন এবং গাছের মাঝখানে আমাকে একটি ঘরে প্রবেশ করালেন। আমি তার চাইতে সুন্দর ঘর আর কখন ও দেখিনি। যার মধ্যে বহু পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবক, মহিলা ও বাচ্চারা আছে।

অতঃপর সেখান থেকে আমাকে বের করে পূর্বের ঘরের চাইতে আরও সুন্দর ও মনোরম একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। যার মধ্যে অনেক বৃদ্ধ ও যুবক আছে। আমি তাদের দু'জনকে বললাম। তোমরা দু'জন আজ রাত্রে অনেক ভ্রমন করালে। যা আমি দেখলাম তার প্রকৃত অর্থ বর্ণনা কর। তারা বলল-হ্যাঁ (এই বার বর্ণনা করব) শোন! যে লোকটির চিবুক ফাড়া হচ্ছিল, সে লোকটি হ'ল মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলত এবং মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করত। যা একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তার উপর এই শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আর যার মস্তক চূর্ণ করা হচ্ছিল, সে লোকটি আলেম। আল্লাহ তাকে কুরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন। কিন্ত সে সারা রাত্র ঘুমাত এবং দিনে তার উপরে আমল করত না যা কুরআনে আছে। তুমি তাকে যে অবস্থায় দেখেছ, এমনি আযাব ক্বিয়ামত অবধি চলবে। তারপর যাদের তুমি আগুনের গর্তে দেখেছ, তারা হ'ল ব্যভিচারী এবং যাকে তুমি রক্তের নদীর মধ্যে দেখেছ সে হ'ল সুদখোর। অতঃপর গাছের গোড়ায় দেখা লোকটি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং বাচ্চাগুলি হ'ল সাধারণ মানব সন্তান। আর আগুন প্রজ্জ্বলনকারী লোকটি হ'ল জাহান্নামের দারোগা। প্রথম ঘরটি হচ্ছে সাধারণ মুমিনদের ঘর এবং এই ঘরটি হ'ল শহীদদের ঘর। আমি (বর্ণনাকারী) জিব্রাঈল এবং এই সঙ্গী হলেন মিকাঈল। তুমি তোমার মাথা উঁচু কর। (নবী ছাঃ বলেন) আমি আমার মাথা উঁচু করলাম এবং দেখলাম, আমার মাথার উপর মেঘের মত কিছু অন্য বর্ণনায় আছে স্তর স্তর সাদা আবরণের মত। তারা বলল, এটাই তোমার মনযিল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও আমি আমার ঘরে প্রবেশ করব। তারা বলল, এখনও তোমার হায়াত বাকী আছে। যখন তুমি তোমার হায়াত পূর্ণ করবে তখন তোমার মনযিলে প্রবেশ করতে পারবে' (বুখারীর বরাতে মিশকাত হাদীছ নং ৪৪৪)।।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণিদের পাতা

গত জানুয়ারী'৯৮ সংখ্যায় প্রদত্ত ধাঁ ধাঁ এবং মেধা পরীক্ষায় যারা সঠিক উত্তর দিয়েছঃ

০ রাজশাহীর হাতেম খাঁ থেকেঃ *মাকসুদা জামান, তামান্না ইয়াসমিন, মুহাম্মাদ নুর আলম, মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম।*

**** নওদাপাড়া মাদরাসা হ'তেঃ*** *আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব।*

**** নগরপাড়া থেকেঃ*** *সারমিন ফেরদৌস, খালেদা খাতুন, শরীফা খাতুন, রাশেদা খাতুন, আলেয়া খাতুন, মমতা খাতুন, মনোয়ারা খাতুন, নিলুফার ফেরদৌস, মুসলিমা খাতুন, ময়না খাতুন, আব্দুল্লাহ খালেদ, সামাউন ইমাম, তাসিক বিন হাবীব, সারোয়ার হোসেন ও বুলবুল আহমাদ।*

**** শেখপাড়া থেকেঃ*** *নাজনিন আরা, সানজিদা, হালিমা, জেসমিন নাহার, চাম্পা, সৈয়দাতুন নেসা, রীনা খাতুন, রহিমা খাতুন, রিজিয়া খাতুন, মারুফা খাতুন, শামীমা খাতুন, তাসমিরা খাতুন, ময়না খাতুন, রওশনা খানম, মাহফুজা খাতুন, ইসমাঈল, ছিদ্দীকুর রহমান, এন্তাজুল, যাকারিয়া, মমিনুল, তোতামিয়া, খালেদা খাতুন, শাকিলা খাতুন, রাহেলা খাতুন, কমেলা খাতুন ও মাহমুদা খাতুন।*

**** হাড়ুপুর থেকেঃ*** *সাবিয়া খাতুন,শাহানা খাতুন, রোজিনা খাতুন, আনজুরা খাতুন, হ্যাপী, রিতা খাতুন, উম্মুল শিনা, মামুন, মারুফ আলী, সাখীরুল ইসলাম, সোলায়মান ও গোলাম শাহরিয়ার।*

[উপরের নাম সমূহের অনেকগুলি সংশোধন যোগ্য -সম্পাদক]

গত জানুয়ারী '৯৮ সংখ্যায় প্রদত্ত ধাঁধাঁ (আরবী) -এর সঠিক উত্তরঃ

(১) ক্বাফ। (২) আহ্‌মাদ। (৩) ছওম। (৪) ঈদ।

(৫) রামাযান। (সূরা বাক্বারাহ ১৮৫, দ্বিতীয় হিজরী শা'বান মাস)

গত জানুয়ারী'৯৮ সংখ্যায় প্রদত্ত মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

(১) সূরা মুহাম্মাদ ১৫ আয়াত
(২) সূরা হজ্জ ২৩ আয়াত
(৩) সূরা দাহ্‌র ১২-১৪ আয়াত
(৪) সূরা আরাফ ৪০ আয়াত
(৫) সূরা মুদ্দাছ্ছির ২৮-৩০ আয়াত।

ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (হাদীছ অবলম্বনে)ঃ

১। পৃথিবীর কোন্ মসজিদের মেম্বর এমন আছে, যা হাউযে কাওছারের উপরে প্রতিষ্ঠিত?

২। কিয়ামতের পূর্বে সাত দরজা বিশিষ্ট এমন কোন শহর থাকবে, দু'জন করে ফেরেস্তা প্রতি দরজায় যার পাহারাদার হবে ?

৩। আল্লাহ্‌র সৃষ্টি পৃথিবীতে আছে এমন দুটি শহর, যেখানে সারিবদ্ধভাবে আছেন ফেরেস্তার দল।

৪। জামিউল কুরআন এবং রঈসুল মুফাস্‌সিরীন কাদেরকে বলা হয়?

৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রত্যেকে কতগুলি হাদীছ বর্ণনা করেছেন? হাদীছের সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ দু'টি কি কি এবং তার সংকলকদ্বয়ের পুরা নাম কি?

ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যার ধাঁধাঁঃ

১। একই রকম হাত পা তারা আপন দুটি ভাই / আদরের সোনামণি বল দেখি ভাই।

২। এক শিং বার ঠ্যাং কোন প্রাণীর আছে / জলেতে বাস করে ডিম পাড়ে গাছে।

৩। অল্প দিলে হয়না মজা, বেশী দিলে বিষ / সোনামণির দাদা বলে গেছে আন্দাজ করে দিস।

৪। তিন অক্ষরে নাম তার মেয়েদের কাছে থাকে / মাঝের অক্ষর কেটে দিলে কিছুই বলে না তাকে।

৫। আঁধার ঘরে বসে থেকে সারাদিন নাচে / নিষেধ করে না- না বললে আরও বেশী নাচে।

দুর্গন্ধ জীবন

-মাসউদ আহমদ,রাণীবাজার, রাজশাহী

রাত্রির শেষভাগ নীরব নিস্তব্ধ ধরনী
কোথা হতে ভেসে আসছে যেন সুমধুর ধ্বনি।
ভূধর, অম্বর মেতেছে সে সুরের মুগ্ধ তানে
হৃদয় তলে আন্দোলিত ভক্তির তুফানে।
মুমিন মসজিদে যায় আল্লাহ্‌র পথে চলে
বন্দেগী করে ফেরেস্তাকুলও দলে দলে।
গাও মহিমা সে প্রভুর মন প্রাণে চির অটল
নইলে তোমার বেহেস্তী খোশবু চাওয়া হবে বিফল।
শোন আযান চল মসজিদের পানে মুক্তির লাগি
পরপারে পাবে সুখ অনুশোচনায় কাঁদবেনা আঁখি।
ফিরে এসো ভ্রান্তি হতে গাও বিধাতার গান
নতুবা তোমার ইহ-পরকাল হবে দুর্গন্ধ জীবন।।

http://islaminonesite.wordpress.com

তরুণ বীর

-মুহাম্মাদ আবু বকর ছিদ্দীক,নাটোর

আমরা তরুণ আমরা বীর,
আমরা হব উঁচু শির।
থাকবোনা আর বসে মোরা
দেখবো সারা বিশ্ব জাহান।
সহিবনা আর কোন যুলুম,
সরিয়ে দেব বাতিল হুকুম।
কায়েম করবো অহী-র বিধান,
পরিয়ে দেবো নবীর তাজ।
বাতিল পথ ছেড়ে দিয়ে
আসবো মোরা হক-এর পথে
তরুন বীরের এই অণঙ্গীকার
গড়ব মোরা আল্লাহ্র রাজ।

হকের বার্তা

-রফীকুল ইসলাম (বকুল) ৪র্থ শ্রেণী

হকের পথে চলব মোরা চিরদিন,
যদিও তাতে হয় ক্ষতি সীমাহীন।
হকের পথে চলতে হলে
শুনতে হবে অনেক কথা।
হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে
পেতে হবে হাযার ব্যথা।
যদি মোরা হকের উপর
গড়তে পারি মোদের দেশ,
তবে হবে সুন্দর মোদের
আযাদ বাংলাদেশ।
সোনামণি ভাই মোরা।
হাদীছ মেনে চলব
হকের উপর চলে মোরা
সত্য কথা বলব।

কে ডাকছে

-আব্দুর রহমান (৪র্থ শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা)

রাত পোহাল ফজর হ'ল
ডাকছে মোয়ায্যিন
ঘুমের চেয়ে ছালাত ভাল
কায়েম কর দ্বীন।
ওযু করে, কাপড় পরে
মসজিদেতে যাই
আল্লাহ হলেন সবার বড়
তার বড় কেউ নাই।
তাওহীদের ঐ সবক নিয়ে
আয়রে সবে আয়
মুয়ায্যিন ডাক দিয়েছে
সময় চলে যায়।
আযান শুনে বসে থাকা
মুনাফিকের কাজ,
সে কাজ মোরা করবো নাকো
তওবা করি আজ।।

ওহীর সমাজ

-নূরুল ইসলাম (৯ম শ্রেণী)

আমরা মুসলিম আল্লাহ্র সৈনিক
ভয় করিনা তাই
কোন গুন্ডা সন্ত্রাসীর-।
ধরিত্রীর বুকে আছে যত
জাহেলী মতবাদ,
আমরা ওগো করব আজি
সবের ধূলিস্যাৎ
ওহীর ভিত্তিতে গড়বো মোরা
ইসলামী সমাজ,
শিরক- বিদআতের আধারে
থাকবো নাকো আজ।

জিহাদী ডাক

-শেখ আব্দুছ ছামাদ,নওদাপাড়ামাদরাসা

জাগো মুসলিম, জাগো মুজাহিদ
জাগো হে মুমিন ভাই,
আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করতে
চল ছুটিয়া যাই।
আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়ে
মুক্তি পেতে তাই
জান মাল ব্যয়ে চল এগিয়ে
চল জিহাদে যাই।
আল্লাহ যদি সহায় থাকেন
মোদের হবে জয়
আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করতে
নেইতো মোদের ভয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি'র শাখা গঠন

১. হাতেম খাঁ শাখা, রাজশাহী মহানগরী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ ওয়ালিউয্ যামান

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান।

৪ জন কর্ম পরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ নাহীদ হাসান, মুহাম্মাদ জাহিদ হাসান, মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসেন ও আহমাদুল্লাহ্।

এতদ্ব্যতীত ২৫ জন সাধারণ সদস্য।

২. আল মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ'

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত, মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল ও মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক। এতদ্ব্যতীত ১০০ জন সাধারণ সদস্য।

৩. দামনাশ হাইস্কুল শাখা, বাগমারা, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নিজামুল হক (সহকারী শিক্ষক)

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আবুল হাসানাত, মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম মুহাম্মাদ আব্দুর কুদ্দুস ও মুহাম্মাদ আরীফুয্যামান এতদ্ব্যতীত ৮০ জন সাধারণ সদস্য।

৪. দামনাশ মাদ্রাসা শাখা, বাগমারা, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা নূরুল আমীন।

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নাজীমুদ্দিন।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

৪জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আমজাদ হোসেন,মুহাম্মাদ ইমদাদুল হক, নূর মুহাম্মাদ, *[প্রধান পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশক্রমে 'নূর মুহাম্মাদ' ভুল নাম পরিবর্তন করে 'আবদুন্নূর' রাখা হ'ল। -পরিচালক]* মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

এতদ্ব্যতীত ৫০ জন সাধারণ সদস্য।

৫. ব্রহ্মপুর শাখা, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

৪জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ শাহ মুহাম্মাদ মাহীদুল্লাহ্, মুহাম্মাদ জুয়েল, মুহাম্মাদ মাসঊদ। মুহাম্মাদ সোহেল

এতদ্ব্যতীত ২০ জন সাধারণ সদস্য।

৬. শেখপাড়া, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দীন

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন

৪জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ যাকারিয়া, মুহাম্মাদ পিয়ারুল ইসলাম, মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন, মুহাম্মাদ শাহিন আলম।

এতদ্ব্যতীত ৮০ জন সাধারণ সদস্য।

৭. শেখপাড়া (মেয়ে) শাখা, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ আবু বকর ছিদ্দীক

উপদেষ্টাঃ দেলোয়ার হোসেন

পরিচালিকাঃ নাজনিন আরা খাতুন

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস, হালীমা খাতুন, রওশন আরা ও রেহেনা খাতুন।

এতদ্ব্যতীত ৬০ জন সাধারণ সদস্যা।

৮. নগরপাড়া শাখা, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ আব্দুল হাই মুকুল

উপদেষ্টাঃ ফযলুল হক

পরিচালকঃ আব্দুল্লাহ্ খালেদ

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ সামাউন ইমাম, মুহাম্মাদ কামারুয্যামান

মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ ও মুহাম্মাদ বুলবুল আহমাদ

এতদ্ব্যতীত ৩০ জন সাধারণ সদস্য

৯. নগরপাড়া (মেয়ে) শাখা হড়গ্রাম, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস

উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ মুসলিমা খাতুন

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ সারমিন ফেরদাউস

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ খালেদা খাতুন, রাশিদা খাতুন, মুসাম্মাৎ শরীফা খাতুন ও তানিয়া খাতুন।

এতদ্ব্যতীত ৩০ জন সাধারণ সদস্যা।

১০. রায়পুর শাখা, ডাকরা, চারঘাট, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ জিন্নাহ।

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মিলন হোসাইন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ মার্সিকুল হোসেন, মুহাম্মাদ শাহীন হোসেন, মুহাম্মাদ মনজু হোসেন ও মুহাম্মাদ ডাবলু হোসেন। *[নামগুলি সংশোধন করুন। -পরিচালক]*

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

এতদ্ব্যতীত ৭৫ জন সাধারণ সদস্য।

১১. সপুরা মিয়াঁপাড়া শাখা, রাজশাহী।

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল খবীর

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম

পরিচালিকাঃ মুসাম্মাৎ শারমীনা রহমান (শিমু)

৪জন কর্মপরিষদ সদস্য সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ তানিয়া ফেরদাউস, মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, মুহাম্মাদ শাহাদাৎ কিবরিয়া, মুহাম্মাদ গোলাম সরওয়ার।

এতদ্ব্যতীত ১০ জন সাধারণ সদস্য- সদস্যা।

[ছেলে মেয়েদের পৃথক শাখা গঠন করা বাঞ্ছনীয়। -পরিচালক]

* সোনামণি-র অন্যান্য সংবাদ

* গত ১৬.১.৯৮ তারিখে রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খাঁ আহলে হাদীছ জামে মসজিদে ইফতার মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহ্ফিলে ৫০ জন সোনামণি সদস্য এবং ১০০ জন মহিলাসহ অণ্যূন ৩৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। নওদাপাড়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ বদীউয্যামান ছাহেব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন।

গত ১৮.১.৯৮ তারিখে মহানগরীর শেখপাড়া ও নগরপাড়ার ৪টি সোনামণি শাখার উদ্যোগে ১০০ জন সদস্য-সদস্যাদের এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাওলানা আব্দুল খালেক রহমানী এবং সোনামণি-র কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব আযীযুর রহমান সহ অন্যন্য মুরব্বীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সুবর্ণ সুযোগ

আসন্ন তাবলীগী ইজতেমা'৯৮ উপলক্ষে **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ** ইজতেমা ময়দানে বিশেষ কমিশনে বিভিন্ন ইসলামী বই-পুস্তক ও ক্যাসেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একই সাথে **অনন্য উপহার**-এর গিফ্ট প্যাকেট পাওয়া যাবে। এতদ্ব্যতীত বহুলে প্রচারিত **'বঙ্গানুবাদ খুৎবা'** (মূল্যঃ ৭০.০০ টাকা) ও **'তিনটি মতবাদ'** (মূল্যঃ ২৫.০০) অফসেট কাগজে ফটোকপি পাওয়া যাবে। প্রকাশ থাকে যে, ইজতেমা ময়দানে অন্য কোন বুকষ্টল দেওয়া নিষিদ্ধ।

বিশেষ কমিশনের সুযোগ গ্রহণ করুন ও হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করুন।

কবিতা

তাহরীক তুমি

**মোঃ অপু সরোয়ার*
তুলাগাঁও দাখিল মাদ্রাসা, কুমিল্লা।

তাহরীক তুমি, দেশের মাঝে
প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানের আলো,
তুমি আমার সুপ্ত জ্ঞানের তৃপ্ত বিকাশ।
তুমি জগতের মাঝে অতুলনীয় এক বিস্ময়।
তাহরীক তুমি, নব উদীয়মান এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক,
তোমার মাঝে পেয়েছি মোরা হাযার নক্ষত্র।
তুমি সকলকে শিক্ষা দিচ্ছ তাওহীদের অমর বাণী।
প্রচার করছ কায়মনো বাক্যে বিশ্বনবীর সুললিত কণ্ঠে আসা দীপ্ত প্রতিধ্বনি।
তাহরীক তুমি, সবার আকাঙ্খিত জ্ঞানের খোরাক,
তুমি আত্মভোলা মুমিনের কাংখিত পথের দিশা,
তুমি সভ্যতার কল্যাণ মুখী এক মায়াবী আলো।
তাহরীক তুমি, অন্ধকারের মাঝে বিশাল আলোক স্তম্ভ,
তোমার মাঝে আছে বিদ্রোহী বিপ্লবাত্মক গণমুখী
বলিষ্ট বক্তব্য।
তাহরীক তুমি, আদর্শের এক মুক্ত ভাণ্ডার
তোমার আদর্শিক অগ্রগতি ক্ষয়িষ্ণু মুমূর্ষু মানবতার
শুভ কল্যাণ সাধনে একান্ত যরূরী।
তাহরীক তুমি দিবসের মাঝে উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি,
তোমার ভাষ্য স্বর্গীয় সৌন্দর্যে দীপ্ত,
নবজন্মিত শিশুর মত নিস্পাপ সুন্দর।
তাহরীক তুমি জাতির মাঝে বীরত্বের প্রতীক,
তোমার নির্মম বাক্যবাণ আঘাত হেনেছে নষ্ট সমাজের বুকে
তুমি প্রকাশ করছ সমাজের বহুরূপী লোকেদের প্রকৃত রূপ।
জানিয়ে দিয়েছ চেতনাহীন তরুণকে চেতনার স্বরূপ।
তাহরীক তোমার শুভ কামনা করি সারাক্ষণ,
তুমি যেন সর্বদা করতে পার সত্য উদঘাটন।।

http://islaminonesite.wordpress.com

[প্রিয় অপু সরোয়ার ! তোমার নাম পরিবর্তন করে 'আব্দুস সাত্তার' রাখার পরামর্শ রইল।- সম্পাদক]

পণ

-আব্দুল হান্নান, রাজশাহী

লক্ষ প্রাণে এবার মোরা
এই করেছি পণ,
জীবন দিয়ে করবো মোরা
সমাজ সংশোধন।
শত্রুরা সব আসলে দ্বারে
দেবই দেবো হটিয়ে তারে,
আঘাত দিয়ে ভাঙ্গবো তাদের
সকল আস্ফালন।
রক্ত দিয়ে রাখবো মোরা
কুরআন হাদীছের মান,
আযাদ ঝাণ্ডা উর্ধে তুলে
গাইবো জয়ের গান।
ভয়ের পাহাড় পিছনে ফেলে
এগিয়ে যাবো হিম্মত নিয়ে,
লক্ষ বাহুর শক্তি দিয়ে
রুখবো মোরা দুশমন।

জাগো মুসলিম

-মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
নাংলু, বগুড়া।

জাগো মুসলিম জিহাদের ডাকে, ঐ তো ডঙ্কা বাজে।
জিহাদের ডাকে ঘরে বসে থাকা আমাদের কি সাজে?
দ্বীনের শত্রুরা জোট বাঁধলো সময় নাইকো আর,
এখনই যে করতে হবে তাদের প্রতিকার।
সুকৌশলে ফেলবে ঘিরে শীঘ্র দাঁড়াও রূখে,
নইলে এখনই সুযোগ বুঝে আঘাত হানবে বুকে।
ভুলিনি মোরা আলী হায়দারের বীরত্বের পরিচয়,
হাযার শত্রুর মোকাবেলাতেও কখনও করিনি ভয়।
খালেদ, তারেক, মূসা, তারাতো মোদের ভাই
তাদের মত ঈমানী শক্তি আমরাও দেখাতে চাই।
বীর বিক্রমে রণাঙ্গনে অস্ত্র নিয়ে হাতে,
শত্রু শিরে হানব আঘাত ভয় করিনা তাতে।

আর বিভ্রান্তি নয়

-মুহাম্মাদ আবু আহসান (রাঃ বিঃ)

হে ছাত্র !
তোমাকে নিয়ে আর ষড়যন্ত্র নয়
এখন জীবন গড়ার সময়।
তোমার হাতে
আর অস্ত্র নয়, কলম ধর
প্রতিভার নাকি বিকাশ নেই
সন্ত্রাসের জ্বালায় ছাত্র নাকি
অত্যাচারিত এখন পুলিশের বুটের তলায়।
গড ফাদাররা সব
ঘুরে বেড়ায় সন্ত্রাসের নেশায়।
বন্ধু-
আর বিভ্রান্তি নয়
সন্ত্রাস নয়,
এখনই তো জীবন গড়ার সময়।

উপহার

**-শ্রী লিমন চক্রবর্ত্তী*
পঞ্চগড়, দিনাজপুর।

আত-তাহরীক তুমি শ্রেষ্ঠ উপহার
বিশ্বের বুকে তুমি যেন দুরন্ত দুর্বার।
ইসলামের সফল বাণী করছ প্রচার
ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে তোমার প্রসার।
পাপে তাপে ভরে গেছে মুসলিম জাতি ভাই
এমন সময় তোমায় পেয়ে শুভেচ্ছা জানাই
আত-তাহরীক তুমি শ্রেষ্ঠ উপহার
তোমাকে আমাদের তাই সদা দরকার,
বিশ্বের বুকে জ্বালিয়ে দিলে আসল জ্ঞানের আলো
তাইতো তোমায় ওগো আমার এত লাগে ভাল।
আত-তাহরীক তুমি আমার মন নিয়েছ কেড়ে
শুরু থেকে শেষ পাতা একটানে যাই পড়ে।।

** [ভাই শ্রী লিমন চক্রবর্তী! তোমাকে অন্তরখোলা ধন্যবাদ জানাই। তুমি লিখেছ, 'যদি হিন্দু বলে ঘৃনা না করেন, তাহ'লে কবিতাটি ছাপিয়ে দিলে খুশী হব। অনেক কষ্ট করে গোপনে আপনাদের বই সংগ্রহ করি দিনাজপুরে এক ভাইয়ের কাছ থেকে। আমার অভিভাবক কেউ জানেনা। জানলে আমাকে মেরে ফেলবে তাই।'*

প্রিয় লিমন! তোমার আমার প্রকৃত অভিভাবক হলেন

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

আল্লাহ। তাঁকে ভয় কর। আল্লাহ প্রেরিত পবিত্র ধর্ম ইসলাম কবুল করার জন্য আমরা তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের বই ও মাসিক পত্রিকা তোমার হৃদয়ে সাড়া জাগিয়েছে জেনে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন- এই দো'আ করি। আমীন!! - সম্পাদক]

যালেমের যুলুম

সংকলনেঃ শিহাবুদ্দীন সুন্নী

একদা বাঘের গলে হাড় ফুটেছিল,
বিপদে পড়িয়া বাঘের মুখ শুকাইল।
কৌশল করিল পশু অনেক প্রকার,
বিষম কন্টক তবু না হইল উদ্ধার।
এত যে দুরন্ত জীব ব্যাঘ্র নাম ধরে,
যন্ত্রণায় পড়িয়া সেও আর্তনাদ করে।
যারে দেখে লুটাইয়া পড়ে তার পায়,
বলে ভায়া কৃপা করে বাঁচাও আমায়।
অস্থি খন্ড তুলিয়া যদি রক্ষা কর প্রাণ,
মন মত পুরস্কার করিব প্রদান।
কিন্তু শঠের বচনে কেহ রাস্তা না করিল,
লোভে পড়িয়া বোকা বক আপনা ভুলিল।
বলিল, ভয় কি বাপু তুলিয়া দিব হাড়,
হা করিয়া শুইয়া পড় উঁচু করি ঘাড়।
ব্যাঘ্র যেই ভূমি তলে করিল শয়ন,
চক্ষু মুদে বিস্তারিল বিকট বদন।
বক তাহে চঞ্চু শুঁড়ে প্রবেশিয়া শির
বলে বলে অস্থি খন্ড করিল বাহির।
ব্যাঘ্র যেই সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল
সুযোগ দেখিয়া বক বলিতে লাগিল
বহু কষ্টে কন্টক উদ্ধার করিলাম তোমার
তুষ্ট কর ব্যাঘ্ররাজ দিয়া পুরস্কার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেবা পালন না করে
নরকে অনন্তকাল পঁচিয়া সে মরে।
ব্যাঘ্র বলে বক ভায়া তুমি বড় বোকা
বয়সে পলিত কিন্তু কার্যে কচি খোকা।
বিলে-ঝিলে চুনো পুঁটি ধরিয়া যে খায়,
রাজ উপহার কখনও কি তারে শোভা পায়?
অতএব কি কব তোরে বিধি হ'ল শূল
দেহ দিলা শুষ্কতম বুদ্ধি দিলা স্থূল।
এই যে বিশাল দন্ত বদনে আমার,
লৌহ শলা গাঁথা যেন কৃদন্তের ধার।
হেথায় পশিলে কারো না হয় নির্গম
তো তরে লঙ্ঘিনু সে অটল নিয়ম।
ভেবে দেখ্ ব্যাঘ্র মুখে মুণ্ড দিয়েছিলি
সেই মুণ্ড নিয়ে পুণঃ প্রাণে বাঁচিলি।
এর চেয়ে সৌভাগ্য আরো কিবা আছে
পুণরপী পুরস্কার চাস্ মোর কাছে?
দূর হ বর্বর বক জানিস্ নিশ্চিত
ঘাড় ভেঙ্গে পুরস্কার দিব সমুচিত।
এই বলিয়া ব্যাঘ্র যেই করিল ভ্রুকুটি
কুমারের চাক যেন ঘোরে চক্ষু দু'টি।
দন্ত কড়মড়ি শুনিয়া প্রাণ উড়িল
বিপাক দেখিয়া বক প্রস্থান করিল।

[উপদেশমুলক এই কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আবেদন রইল। গত সংখ্যায় বানান ভুলের কারণে পুণরায় ছাপা হ'ল। এজন্য আমরা দুঃখিত -নির্বাহী সম্পাদক]

***

সুখবর সুখবর

আহলেহাদীছ-এর অনুদিত বুখারী শরীফের (১মখন্ড) বঙ্গানুবাদ বের হয়েছে।

অনুবাদকঃ অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সামাদ (কুমিল্লা)।

প্রকাশকঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) ঢাকা। ৫৪৯ পৃষ্ঠার উক্ত খণ্ডে বুখারী শরীফের ৩য় পারা শেষ হয়েছে।

হাদিয়াঃ ৩২৫.০০ টাকা মাত্র। আজই সংগ্রহ করুন।

প্রাপ্তিস্থানঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী এবং এর সকল শাখা বিক্রয় কেন্দ্র ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত গ্রন্থালয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

শান্তিবাহিনীর বেপরোয়া চাঁদাবাজি

আতংক, উদ্বেগ, ক্ষোভ ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে গত ১৫ ডিসেম্বর '৯৭ রাঙ্গামাটির জনজীবন অতিবাহিত হয়। প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করছে শহরে। নিরাপত্তার অভাবে গত দু'দিন ধরে শহরে বেবীটেক্সী চালকরা টেক্সী চালানো থেকে বিরত রয়েছে। ফলে শহরে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চালকরা বলছে প্রায় প্রতিদিনই উপজাতীয় যুবকরা সারাদিনের রোজগার কেড়ে নেয়। এ অবস্থায় পথে বেবীটেক্সী চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এখন পর্যন্ত পরিস্থিতির উন্নয়নে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

শীর্ষ সম্মেলনের যৌথ ঘোষণা

দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলে স্থায়ী উন্নয়ন অর্জনের চলমান প্রচেষ্টাকে সংহত ও জোরদার করার লক্ষ্যে ১৫ দফা যৌথ ঘোষণা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন। বাংলাদেশের উদ্যোগে গত ১৫ জানুয়ারী '৯৮ বৃহস্পতিবার ঢাকায় আয়োজিত এই বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল যোগ দিয়েছেন। এতে কর্মকর্তাদের পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন তিন দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ।

তিন দেশের প্রচলিত আইন সংশোধন করে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, বেসরকারী খাতকে উৎসাহ যোগানো, যৌথ উদ্যোগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা শক্তিশালী করা, বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহ যুগিয়ে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া এবং ২০০১ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়াকে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়েছে যৌথ ঘোষণায়। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তিন প্রধানমন্ত্রী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শুল্ক ও পরিমানগত প্রতিবন্ধকতা, অশুল্ক ও আধাশুল্ক প্রতিবন্ধকতা এবং অন্যান্য কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা সমূহ ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার ব্যাপারেও সম্মত হয়েছেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে ত্রিদেশীয় এ বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়ে খবর ছাপা হয়েছে। তবে তাতে বলা হয়েছে সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে হ'লে দেশগুলোর পারস্পরিক রাজনৈতিক সমস্যা ও অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যের অবসান হওয়ার দরকার।

ডিশ এ্যান্টেনা ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আসছে

বাংলাদেশ টেলিভিশনে সিএনএন ও বিবিসি'র অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সরকারের নীতিনির্ধারকরা 'বিদেশী সংস্কৃতির প্রবেশ রোধ কল্পে' ডিশ এ্যান্টেনার ব্যবহারের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছেন। এছাড়াও ক্যাবল অপারেটরদের জন্য নতুন আইন প্রণীত হচ্ছে। নতুন আইন অনুযায়ী ক্যাবল অপারেটররা বাংলাদেশ টেলিভিশনের বাংলা ও ইংরেজী সংবাদ প্রচারের সময় সব ক'টি চ্যানেলের অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে সে সংবাদ প্রচার করবেন। সূত্র জানায় ক্যাবল অনুষ্ঠানের দর্শকরা দেশের আভ্যন্তরীণ সংবাদ থেকে 'বঞ্চিত' হন বলে এই নতুন আইন প্রণীত হচ্ছে।

[খবর যদি সত্য হয় এবং যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে সরকারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাতে আমরা কসূর করব না। দো'আ করি আল্লাহ পাক দেশের চালকদের সুমতি দিন। সম্পাদক]

উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের রণাঙ্গন বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হওয়ার আশংকা

গত ৭ জানুয়ারী আসাম ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট 'উলফা'র চেয়ারম্যান মিঃ অরবিন্দ রাজখোয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একটি ফ্যাক্স বার্তা পাঠিয়েছেন। ঐ বার্তায় তিনি বলেন, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে আজকের আসাম হ'ল বাংলাদেশের সেই '৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের স্ফঠিকস্বচ্ছ হুবহু নকল। এ দু'টি স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যে যেটা একমাত্র তফাৎ সেটা দুশমনের চরিত্রে নয়, সেটা হল দুশমনের নামে।' উলফা প্রধান এই ফ্যাক্স বার্তায় গত ডিসেম্বরে ঢাকায় গ্রেফতারকৃত উলফার মহাসচিব মিঃ অনুপ চেটিয়া ওরফে গোলাপ বড়ুয়াকে ভারতের কাছে হস্তান্তর প্রতিরোধের জন্য শেখ হাসিনাকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেছেন এবং অনুপ চেটিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট এই বার্তায় আসাম মুক্তি ফ্রন্টের প্রধান নেতা বলেন, 'ম্যাডাম হাসিনা, আমি আমার সংগঠনের তরফ থেকে এবং আমার প্রিয় দেশ আসামের জনগণের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আপনার সদয় সহযোগিতা এবং হস্তক্ষেপ কামনা করছি।' মিঃ রাজখোয়া ঐ বার্তায় আরও বলেন, 'আমাদের আছে শুধুমাত্র রক্তক্ষয়ী

http://islaminonesite.wordpress.com

সংগ্রাম এবং মুক্তির আকুতি। তাই মিঃ গোলাপ বড়ুয়া বা আমাদের পক্ষে কোনরূপ শর্ত পূরণ করা কিভাবে সম্ভব?' উলফা নেতা বলেন, ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাস থেকে সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে ভারতীয় সামরিক বাহিনী আমার দেশ দখল করে আছে। বিদ্রোহ দমন আইনের নামে ভারতীয় ফৌজ এই অবৈধ দখলদারিত্ব চালাচ্ছে।'

এদিকে অনুপ চেটিয়ার মুক্তির দাবীতে আসামে হত্যা, হরতাল, বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এগুলো হওয়ার অর্থই হ'ল বাংলাদেশ সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করা। এদের মতে যদি বাংলাদেশ সরকার অনুপ চেটিয়াকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি না দেয়, তাহ'লে উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের রণাঙ্গন বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। উল্লেখ্য, ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে জানানোর পর গত ২১ ডিসেম্বর তাকে ঢাকায় গ্রেফতার করা হয়। অনুপ চেটিয়া ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন। অনুপ চেটিয়াকে ভারতের নিকট হস্তান্তর করার জন্য দিল্লী ঢাকাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করেছে ৫ জানুয়ারী '৯৮-তে।

২০ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক অবৈধ ঘোষণা

মালয়েশিয়ার শ্রম বাজারে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের পরিনতিতে বাংলাদেশ প্রতি বছর কমপক্ষে এক হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানীতে ধ্বস নেমেছে। সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতার দরুন সদ্য সমাপ্ত ১৯৯৭ সালে অন্ততঃ ৬৪ হাজার লোক ঐ দেশে কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী আগামী এক বছরের মধ্যে প্রায় ১ লাখ বাংলাদেশী কর্মী কর্মচ্যুত হয়ে দেশে ফিরবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২০ হাজার কর্মীকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তারা একদিকে সরকাবের জোর চাপের মধ্যে আছে, অন্যদিকে তাদের হাতে দেশে ফেরার মত খরচও নেই। কেউ কেউ অতি কষ্টে ফিরে আসছে। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এই শ্রম বাজারে উপর্যুপরি বিপর্যয় বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বড় ধরণের অশনি-সংকেত বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

মালয়েশিয়ায় বর্তমান ১০ লাখ বেকার। এ বেকারত্ব দূর করার জন্য সরকার ১০ লাখ বিদেশী শ্রমিককে বহিষ্কার করবে।

বিদেশ

উপসাগরে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ

বৃটেন তার অন্যতম শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ উপসাগরীয় অঞ্চলে পাঠাচ্ছে। লণ্ডনে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজ এইচ এম এস ইমভিনসি-বলকে ভূমধ্যসাগর থেকে উপসাগরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে নৌবাহিনীর যে টীম রয়েছে, সেগুলোর সাথে যোগ দেয়ার জন্য বিবৃতিতে বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বাধার মুখে জাতিসংঘের কর্তৃত্বকে সমুন্নত রাখা। ইরাকী কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শন দলের কাজে বাধা দেয়ায় পরিদর্শকরা যখন বাগদাদ ত্যাগ করেছেন তখনই একথা ঘোষণা করা হ'ল।

এদিকে বৃটিশ সরকার বলেছে, অস্ত্র পরিদর্শক দলের সাথে সহায়তা করতে ইরাককে কুটনৈতিক পথে রাজি করাতে ব্যর্থ অথবা বল প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিলে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেখানে ঐ জাহাজ পাঠানো হচ্ছে। এক সপ্তাহ থাকার পর দলটি নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে বাগদাদ ত্যাগ করেছে। ঐ সময়ে ইরাকের অস্ত্র কর্মসূচীর সাথে জড়িত কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনে তাদের দু'বার বাধা দেয়া হয়। উল্লেখ্য, এর পূর্বে বাগদাদ জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদেরকে ইরাকে অবস্থানের জন্য ছ'মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল।

এদিকে বৃটেন ও আমেরিকার আগ্রাসনমূলক হামলা প্রতিরোধের মোকাবেলায় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তার দেশের নাগরিকদেরকে ১০ লাখের এক বিশাল বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলার ও জিহাদ ঘোষণার কথা ব্যক্ত করেছেন।

[আল্লাহ বলেন, 'ইহুদীও নাছারাগণ কখনোই তোমাদের উপরে খুশী হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের দলভুক্ত হও' (বাক্বারাহ ১২০)। বৃটেন-আমেরিকা ইস্রাঈলের আঁতাতের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করা আশু যরূরী। ইস্রাঈলকে অস্ত্রসজ্জিত করে ইরাককে অস্ত্রহীন করার জাতিসংঘ প্রচেষ্টা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। ইরাকের জিহাদ ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাই। যদি না সেই জিহাদ প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলির বিরুদ্ধে না হ'য়ে সত্যিকারভাবে ইঙ্গ-মার্কিন অপশক্তির বিরুদ্ধে হয়।- সম্পাদক]

বৃটেনে প্রতিবছর বায়ুদূষণের ফলে ২৪ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে

বায়ু দূষণের ফলে বৃটেনে প্রতিবছর ২৪হাজার লোকের

http://islaminonesite.wordpress.com

অকাল মৃত্যু ঘটে। এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যানবাহনের নির্গত ধোঁয়া এ বায়ু দূষণের কারণ।

প্রতিবছর বায়ু দূষণে আক্রান্ত বারো হাজার থেকে ২৪ হাজার লোককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং দক্ষ মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞগণ তাদের চিকিৎসা করেন। এসব রোগীর মধ্যে রয়েছে এ্যাজমা ও বক্ষ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ।

বিজেপি ক্ষমতায় গেলে ভারতে ১২ কোটি মুসলমানের ভয়ের কারণ নেই

-বাজপেয়ী

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) আগামী মার্চে ক্ষমতায় গেলে ভারতে বসবাসকারী ১২ কোটি মুসলমানের ভয়ের কিছু নেই। তাদের অধিকার রক্ষা করা হবে। বিজেপি নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী গত ১০ জানুয়ারী দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। মিঃ বাজপেয়ী বলেন, ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বজায় থাকবে। দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের মত ধর্মীয় রাষ্ট্রে পরিণত হবে না। সংখ্যালঘুদের প্রতি তার দলের মনোভাব ইতিবাচক থাকবে। সংখালঘুদের ভয়ের কিছু নেই।

[৪৬৫ বছরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ধর্মান্ধ নেতা বাজপোয়ী হাঠাৎ করে মুসলিম প্রেমিক সেজেছেন। ঐ মসজিদের বিরহ বেদনায় কাতর ২০০০ মুসলমানকে হত্যা করে দু'হাত রক্তে লাল করেছে যে বিজেপি, সেই বিজেপি নেতা কি সেই ভাঙ্গা মসজিদ ও ২০০০ হাজার মুসলিমের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবেন? ভোট ভিক্ষুকরা ভোটের জন্য পারেনা এমন কোন কথা বা কাজ নেই। একই বলে 'ভূতের মুখে রাম নাম'।-সম্পাদক]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বৃহস্পতির চাঁদে প্রাণের উপাদান

বৃহস্পতি গ্রহের দু'টি চাঁদে যে জৈব উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে এ ধারণা জোরদার হচ্ছে যে, এই গ্রহের অন্য একটি চাঁদ 'ইউরোপা'তেও জীবনের সকল উপাদান বিদ্যমান আছে। বৃহস্পতি গ্রহ পরিভ্রমণরত মহাশূন্যযান গ্যালিলিও'র যন্ত্রে ধরা পড়া তথ্যে দেখা যায়, ইউরোপাতে জীবনের তিনটি মৌলিক উপাদানের সব ক'টিই বিদ্যমান। এগুলো হলো শক্তির উৎস, তরল পানি এবং জৈব অণু। ইউনিভার্সিটি অব হাওয়াই-এর গ্রহ বিজ্ঞানী টমাস বি ম্যাককর্ড বলেছেন, এ উপাদানসমূহের সন্ধান প্রাপ্তির অর্থ এটা নয় যে, ইউরোপাতে প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, চমকপ্রদ ব্যাপার হলো এই যে, ইউরোপাতে এখন প্রাণের ৩টি উপাদান বিদ্যমান, তার প্রমাণ মিললো। ইউরোপাতে যে পানি রয়েছে এবং এতে আভ্যন্তরীণ তাপের উৎস বিদ্যমান তা ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে।

ভয় পাওয়া ভালো নয়

গবেষকদের মতে রোগের আশংকা বা ভয় থেকেও রোগ সৃষ্টি হ'তে পারে। বুকে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট জাতীয় রোগ অনেক সময় কোনো কারণ ছাড়াই দেখা দেয়। এসব উপসর্গ ভয়ের বহিঃপ্রকাশও হ'তে পারে। মানসিক চাপ এবং রোগ হবে এই আশংকা এসব রোগের কারণ হ'তে পারে। ভয় পেলে অনেক সময় অনিয়মিত হৃদ স্পন্দন সৃষ্টি হয়। অনিয়মিত হৃদ স্পন্দন থেকে স্থায়ী হৃদরোগ সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়।

ক্যান্সার ঠেকাতে কম গোস্ত ও বেশী সব্জি

কম গোস্ত আর বেশী করে সব্জি খেলে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪০ লাখ মানুষের ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। 'ক্যান্সারের ধরণের সঙ্গে খাদ্য তালিকার যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে'- পুষ্টিবিজ্ঞানীদের এ বক্তব্যের প্রতি ক্যান্সার গবেষকরা দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে বলেছেন, ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত গবেষণা পর্যালোচনার পর ঐ তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। মার্কিন সরকার দিনে পাঁচবার ফল ও সব্জি খাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে যে পরামর্শ দিয়েছেন, এতে ২০ শতাংশ কিংবা এর চেয়ে বেশী ক্যান্সার আক্রান্তের হার হ্রাস পেতে পারে বলে গবেষকরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলেছেন, উন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ সেটা সঠিকভাবে করে না। তারা বলেন, তাদের দিয়ে একাজ করানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। দি আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ক্যান্সার রিসার্চ অ্যাণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার ফাণ্ড -এর সভাপতি মেরিলিন জেন্ট্রি বলেছেন, বিশ্বব্যাপী ক্যান্সারের ধরণ ব্যাখ্যায় খাদ্য তালিকার ভূমিকা সম্পর্কে এই প্রথম ব্যাপকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একটি আন্তর্জাতিক রিপোর্ট প্রকাশিত হলো।

এক হাজার কেজি ওজনের গরু !

থাই গবেষকরা একটি নয়া প্রজাতির গরু জন্মাতে সক্ষম হয়েছেন। যার আকৃতি সাধারণ দেশী গরুর চেয়ে ৩ গুণ বড়। যেখানে গড়ে একটি ষাঁড়ে ২শ' কেজি গোস্ত হয়। সেক্ষেত্রে এই নয়া প্রজাতির গরুর গোস্তের পরিমাণ ১ হাজার কেজি পর্যন্ত হ'তে পারে।

ক্যাসেটসার্টি ইউনিভার্সিটির গরুর গোস্ত গবেষণা ও

http://islaminonesite.wordpress.com

উন্নয়ন কেন্দ্রের গবেষকরা এটি উদ্ভাবন করেছেন। ক্যাম্পাসের নামানুসারে নামকরণ হয়েছে 'ক্যামফাংসেন'। এটি দেশী ও আমদানীকৃত গরুর শংকর জাত। এতে ২৫ ভাগ দেশী, ২৫ ভাগ ব্রাহাম ও ৫০ ভাগ ক্যারোলাইস -এর মিশ্রণ রয়েছে। উষ্ণ আবহাওয়ায় স্থানীয় প্রজাতির গরুর চেয়ে এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।

জাতীয় কৃষি পণ্য মেলায় সাড়ে ৭শ' কেজি ওজনের একটি ৫ বছর বয়সী ষাঁড় প্রদর্শনের মাধ্যমে এই নয়া প্রজাতির গরুর উদ্ভাবনের কথা প্রকাশ পায়।

শীতের রোদ মিষ্টি, তবে...

শীতকালে সকালে রোদ পোহানো অথবা শীতের দুপুরে কিংবা বিকালে শরীরে রোদ লাগানো একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সমস্ত ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে শীতের মিষ্টি রোদ থেকে একটু উষ্ণতা অনুভব করা। কিন্তু ভেবে দেখা প্রয়োজন শীতের মিষ্টি রোদ আসলেই মিষ্টি কি-না কথাটি অনেককেই চিন্তায় ফেলে দিতে পারে। তবুও বাস্তব সত্য হচ্ছে যে, শীতকালের মিষ্টি রোদ আদৌ মিষ্টি নয়। অন্য যে কোনো ঋতুর সাথে তুলনা করে দেখতে গেলে শীতের রোদের ক্ষতির প্রভাব বেশী, যদিও শীতের রোদ কম প্রখর থাকে। শীত ঋতুতে আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে বলে অতিবেগুণী রশ্মি বা আল্ট্রাভায়োলেট-রে কোনো বাধা না পেয়ে সরাসরি চলে আসে। এজন্য শীতকালে অতিবেগুণী রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাব বেশী থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ে রোদ প্রখর থাকলেও আবহাওয়ায় প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। এই জলীয় বাষ্প অতিবেগুণী রশ্মির প্রভাব কমিয়ে দেয়। এ কারণেই শীতের সময় যারা বাইরে বেশী ঘোরাঘুরি করেন, তাদের দেহের ত্বক বেশী কালো অর্থাৎ গাঢ় বর্ণের হয়ে থাকে। অন্যদিকে বছরের অন্যান্য সময় গরমের কারণে লোকজন সূর্যালোক এড়িয়ে চলে এবং রোদের ক্ষতিকর প্রভাবও কম থাকে। ফলে রোদে ঘুরলেও লোকজনের গায়ের ত্বকের রং ততটা গাঢ় হয় না। কাজেই শীতের মিষ্টি রোদের উষ্ণতা এড়িয়ে চলাই ভালো, বিশেষতঃ যারা সৌন্দর্য সচেতন।

৯০ দিনের মধ্যে মানব ক্লোনিং-য়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

বিবিসি ও এপিঃ একজন মার্কিন বিজ্ঞানী বলেছেন, ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও আগামী ৯০ দিনের মধ্যে মানুষের ক্লোনিং সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অযৌন প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানাগারে প্রজননের মাধ্যমে প্রাণী তৈরীর ব্যবস্থাকে 'ক্লোনিং' বলে। শিকাগোর পদার্থ বিজ্ঞানী জি রিচার্ড সীড জানিয়েছেন, এমন দম্পতিদের সাথে তার যোগাযোগ হয়েছে যারা নিষিক্ত হয়নি এমন ডিম্বাণু তাকে দান করতে রাজি হয়েছে।

ক্লোনিং-এর বিষয়টি এতই বিতর্কিত যে, এ উদ্যোগে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। গত বছর স্কটল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে ভেড়া জন্মদানের সফল হওয়ায় এ বিষয়ে বির্তক দেখা দেয়।

ডঃ রিচার্ড সীড বলেন, শিকাগোর কয়েকটি বেসরকারী গবেষণাগারের সহায়তায় এই বিতর্কিত গবেষণা চালাবেন। মহিলাদের ডিম্বাণু থেকে ডিএনএ বের করে নেয়ার জন্য মাইক্রো প্রভাবক ব্যবহার করা হবে এবং এর পর সেগুলোকে ক্লোন প্রত্যাশী ব্যক্তির ডিএনএ-তে স্থাপন করা হবে। নিষিক্ত হওয়ার পর এই ডিমে ৫০ থেকে ১০০টি কোষ তৈরী হবে। পরবর্তীতে এই ভ্রূণ কোষ একজন মহিলার গর্ভে স্থানান্তর করা হবে। এই প্রযুক্তি কার্যকর হ'লে ৯ মাস পরে ক্লোনকৃত এক মানব শিশুর জন্ম হবে।

ডঃ সীড বলেছেন, তিনি গবেষণায় সফল হ'লে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ থেকে ২০টির মত ক্লিনিকে তিনি ক্লোনিং-এর প্রস্তাব দেবেন। অন্যদিকে ওয়াশিংটন থেকে রয়টার জানায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন মানব ক্লোনিংয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কমপক্ষে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করতে কংগ্রেসের প্রতি পুণরায় আহবান জানাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারী মাইক ম্যাককারি বুধবার এ কথা জানান।

২৬ ফেব্রুয়ারী পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ

সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা একটি পূর্ণ গ্রাস সূর্যগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারী '৯৮ আটলান্টিক ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। এই সূর্যগ্রহণের দৃশ্য গভীর ভাবে পর্যালোচনা করার জন্য বিশ্বের শত শত বিজ্ঞানীদের এক আনন্দপূর্ণ উৎসবে পরিনত হবে। এই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ এক ঘন্টা পর্যন্ত সমগ্র ক্যারিবীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলোতে দেখা যাবে।

মুসলিম জাহান

বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মসজিদ

ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সরকার দজলা নদীর তীরে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মসজিদ নির্মানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ফ্রান্সের একজন স্থপতির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। মসজিদটির ৮শ'ফুট উঁচু ৪টি মিনার থাকবে।

প্রস্তাবিত এই মসজিদের মিনারের উচ্চতা হবে মরক্কোর ক্যাসাব্লাংকায় দ্বিতীয় হাসান মসজিদের মিনারের চেয়েও উঁচু। দ্বিতীয় হাসান মসজিদের মিনারের উচ্চতা ৬শ' মিটার। ইরাকে এই মসজিদটি নির্মাণে ৩ থেকে ৪ বছর সময় লাগবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

কাশ্মীরে গণভোটের দাবী

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবীতে গত ৫ জানুয়ারী আযাদ কাশ্মীরীরা মিছিল সমাবেশ করেছে। গোলযোগপূর্ণ কাশ্মীর রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ ভারতের দখলে এবং এক তৃতীয়াংশ আযাদ কাশ্মীর হিসাবে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রনে রয়েছে। আজাদ কাশ্মীরের প্রধান প্রধান নগরীতে এই মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আত্ম নিয়ন্ত্রণ দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত জনসমাবেশ গুলোতে পঞ্চাশ বছর আগে কাশ্মীরীদের ভাগ্য নির্ধারণের বিষয়ে জাতিসংঘ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এর পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবী জানানো হয়।

[শক্তিহীনের দাবী ন্যায্য হলেও তা আদায় হয় না। এজন্য প্রয়োজন শক্তি অর্জন। আল্লাহ্র নিকটে দুর্বল মুমিনের চাইতে শক্তিশালী মুমিন অধিক প্রিয় (মুসলিম,মিশকাত হা/ ৫২৯৮)। তাই একমাত্র জিহাদই পারে কাশ্মীরসহ সকল নির্যাতিতদের হৃত অধিকার ফিরিয়ে আনতে।- সম্পাদক]

স্বাধীন ফিলিস্তিন ?

ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাত পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। ইংরেজী নব বর্ষের দিনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আরাফাত স্বীকার করেছেন যে, ১৯৯৭ সালটা অত্যন্ত নাজুকতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। তিনি শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ইসরাঈলের ডানপন্থী সরকারকে দোষারোপ করেন। আরাফাত বলেন, '১৯৯৮ সালে আমরা জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।'

[জিহাদের খুন রাঙা পথ ছেড়ে ইহুদী-নাছারা অপশক্তির দেওয়া শান্তির টোপ গিলে খৃষ্টান মেয়েকে ঘরের বৌ বানিয়ে আরাফাতজী এখন শ্বশুর মশাইদের কাছ থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবেন? নোবেল পুরস্কারের যৌতুক পেয়ে ও খুশী হ'তে পারেননি? ঘুমন্ত ঈমানী ব্যাঘ্র মাঝে মধ্যে লাফিয়ে ওঠে বৈ-কি! কিন্তু দন্ত হীন ব্যাঘ্র হুংকার সর্বস্ব। এখন চাই জিহাদের অগ্নিতপ্ত টগবগে নতুন নেতৃত্ব।- সম্পাদক]

পাঠকের মতামত
(বাকী অংশ)

'আত-তাহরীক' আমাদেরকে ইসলামের সঠিক পথ দেখিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে সমর্থ হবে

বেশ কিছু দিন আগে আপনাদের প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম শুনেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারিনি। অবশেষে তৃতীয় সংখ্যাটি হাতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। পত্রিকাটি পড়ে অত্যন্ত ভাল লেগেছে। স্বল্প পরিসরে অনেক গুলি কলাম বিশেষ করে দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, দেশ-বিদেশ, প্রশ্নোত্তর, সোনামণিদের পাতা, গল্প, কবিতা ইত্যাদি থাকাতে পত্রিকার মান অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। বাজারে বেশ কিছু ইসলামী পত্রিকা থাকলেও সেগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখছে বলে মনে হচ্ছে না। সেগুলোর বেশীর ভাগই একটা বিশেষ মাযহাবী চিন্তা চেতনার আলোকে প্রণীত। ফলে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল দ্বীনি শিক্ষার পরিবর্তে আমরা শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত ভেজাল শিক্ষার প্রসারই লক্ষ্য করছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝবার মত জ্ঞান হতেও আমরা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অনেক দেরীতে হলেও 'আত্-তাহরীক' আমাদেরকে ইসলামের সঠিক পথ দেখিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হবে। মহান আল্লাহ 'মাসিক আত-তাহরীক' -এর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখুন- এই প্রার্থনা করি।

মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক
ক্যাশ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা।

অসংখ্য ধন্যবাদ-আব্দুল আউয়াল-কে

আসসালামু আলাইকুম। আমি গত দুই সংখ্যায় আপনার লেখা প্রবন্ধ 'সৃষ্টিজগত আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়' ও 'বিজ্ঞানময় কুরআন' পড়লাম। সত্যিই লেখা দুটো চমৎকার ও তথ্যপূর্ণ। বর্তমান যুক্তি-বিতর্কের (নাস্তিক) যুগে এমন লেখা প্রশংসার দাবিদার। এমন লেখা অন্ধ দাম্ভিক নাস্তিকতার মুখে কষা চপেটাঘাত। সম্পাদক ছাহেব এর প্রতি নিবেদন, এমনতর লেখা প্রতিটি সংখ্যায় যেন ছাপা হয়। আমি পত্রিকা সংশ্লিষ্ট সকলকে অনাগত ঈদের শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দন আপন করছি। মহান আল্লাহ্র নিকট প্রত্রিকাটির বহুল প্রচারণা কামনা করি।

মুসাম্মাৎ ফারজানা ইয়াসমিন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

মারকায সংবাদ

আত-তাহরীক সম্পাদকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

পবিত্র ওমরাহ পালন শেষে আত-তাহরীক সম্পাদক গত ১৭ই জানুয়ারী দুপুর সাড়ে ১১ টায় রাজশাহী বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

ওমরাহ পালন শেষে তিনি মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন ও রাসূলের (ছাঃ) রওযা মুবারক যিয়ারত করেন। এ সময় তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ রবী বিন হাদী আল-মাদখালী ও তদীয় পুত্র ডঃ মুহাম্মাদ বিন রবী আল-মাদখালী, ডঃ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আফীফী এবং হরম শরীফের ইমাম ডঃ আলী বিন আবদুর রহমান আল-হুযায়ফী প্রমুখ বিদ্বান গণের সাথে সাক্ষাত করেন।

অতঃপর তিনি রিয়াদ সফর করেন ও স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত সুধী সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন। এখানে তিনি সঊদী আরবের ওয়াক্ফ ও ইসলামী বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ আব্দুল্লাহ আব্দুল মুহসিন আত-তুর্কী, উপমন্ত্রী আব্দুল আযীয আল-আম্মার ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখ্য যে, মাত্র দু'সপ্তাহের ভিসা নিয়ে তিনি সঊদী আরব গমন করেন ও যথা সময়ে দেশে ফিরে আসেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

সংগঠন সংবাদ

বগুড়া হ'তে প্রকাশিত

দৈনিক সাতমাথা-র মুখোমুখী আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় নেতা হাফীযুর রহমান

বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা সময়ের ব্যবধানে অবশ্যই সফল হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে -

দৈনিক **সাতমাথা**-র সাথে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব হাফীযুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা সফল হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান সমাজে বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান। এগুলো রাসূল (ছাঃ) -এর তরীকা অনুযায়ী সামাজিক আন্দোলন করে সমাধানের প্রচেষ্টায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ সময়ের প্রধান দাবী। দৈনিক সাতমাথা-র ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি মুসাফির মাওলা সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো।-

প্রশ্নঃ দেশে চলমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তরঃ চলমান প্রেক্ষাপট বলতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে বুঝানো হয়।... বর্তমান রাজনৈতিক নীতিমালা রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা মত নয় বলে আমরা মনে করি। প্রকৃতপক্ষে রাসূলের (ছাঃ) তরীকা ছাড়া কোন তরীকাই দেশে শান্তি আনতে পারে না। রাসূলের (ছাঃ) তরীকাই মূলতঃ আল্লাহ্ প্রদত্ত আইন বা বিধান। বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি হচ্ছে তা আমেরিকার বা পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া এবং মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত পদ্ধতি মাত্র। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য রাসূলের (ছাঃ) তরীকা অনুযায়ী সামাজিক আন্দোলন করাই হচ্ছে এর একমাত্র সমাধান।

প্রশ্নঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন?

উত্তরঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন মূলতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এটাকে আমরা অহী-র বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলতে পারি। আহলেহাদীছরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী সমগ্র মানবতার নিকট তিন দফা দাওয়াত পেশ করে থাকে (১) সর্বস্তরের মানুষের নিকটে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো (২) সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করা (৩) আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহী-র বিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের আহবান জানানো।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্য প্রচেষ্টা সফল হওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

উত্তরঃ আমি খুবই আশাবাদী। এটা সম্ভব মনে করি তখনই, যখন দেশের বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ -এর ফায়ছালাকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নিবেন।

প্রশ্নঃ বর্তমানে শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম কি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছেন না?

উত্তরঃ দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরাম কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক কম বেশী চলছেন। তবে আমার নিকটে তা যথেষ্ট মনে হয় না।

প্রশ্নঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যে পন্থায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে কি ইসলামী বিপ্লব হ'তে পারে?

উত্তরঃ হ্যাঁ অবশ্যই হ'তে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রশ্নঃ পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে আপনারা কিভাবে মুল্যায়ন করেন?

উত্তরঃ এ চুক্তিকে আমরা একটা অন্যায় কাজ ও অবৈধ চুক্তি বলে মনে করি। জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে বর্তমান সরকার যে চুক্তি করেছে, তাতে জাতির জন্য কল্যাণ নেই এবং আমরা এটাকে বাতিল করার দাবী জানাই।

প্রশ্নঃ রামাযান মাসে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে কিছু বলুন!

উত্তরঃ সকল মুসলমানের ইসলাম বিরোধী কাজ হ'তে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। আত্মশুদ্ধির মনোভাব নিয়ে ছিয়াম পালন করা উচিত।

(ঈষৎ পরিবর্তিত। দৈনিক সাতমাথা ২৪-০১-৯৮ইং সংখ্যার সৌজন্যে)

http://islaminonesite.wordpress.com

আহলেহাদীছ যুব সংঘ

সাতক্ষীরা জেলাঃ

রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে রমাযানের শুরুতে সাতক্ষীরা সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে সাতক্ষীরা শহরে একটি বিরাট মিছিল বের হয়। মিছিলে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করা হয়। মিছিল শেষে আয়োজিত সমাবেশে আহলেহাদীছ যুব সংঘের সাতক্ষীরা জেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য বক্তাগণ রামাযানের পবিত্র মাসে যাবতীয় অনৈসলামী কাজকর্ম হ'তে বিরত থাকার জন্য সকল মুসলমানের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বগুড়া জেলাঃ

গাবতলী এলাকা আহলেহাদীছ যুবসংঘের উদ্যোগে অনুরূপ একটি মিছিল রামাযানের শুরুতে গাবতলী থানা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে মিছিলে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বক্তাগণ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি এবং আপামর মুসলিম জনসাধারণের প্রতি সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার আহ্বান জানান। তাঁরা ব্যবসায়ী সমাজের প্রতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি না করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

(খ) আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থাঃ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মহিলা বিভাগ গাবতলী এলাকা আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার উদ্যোগে গত ১৮ই জানুয়ারী'৯৮ রবিবার সকাল ১০-টায় গাবতলী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে একটি মহিলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় প্রায় ৭০০ শত মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায় পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব এবং মহিলাদেরকে প্রবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার প্রতি আহবান জানিয়ে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। পরিশেষে গাবতলী এলাকার পক্ষ থেকে মহিলাদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা'৯৮

দলে দলে যোগ দিন

হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার শপথ নিন

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৪৪)ঃ জন্মের ৭ম দিনে আকীকা না দিলে বা আকীকা করতে অসমর্থ হলে পরবর্তীতে আকীকা করলে তা শরীয়ত সম্মত হবে কি? আকীকার পশু নির্ধারনের শর্ত কি? আকীকার গোস্ত কি করতে হবে?

আব্দুল মোহায়মেন

ঘোড়ামারা

রাজশাহী

উত্তরঃ সন্তান জন্মের ৭ম দিনে বাচ্চার আকীকা করা পিতা বা পিতার অনুমতিক্রমে আইনগত অভিভাবকদের উপরে সুন্নাত। ছেলের জন্য ২টি সমান মাপের ছাগল ও মেয়ের জন্য ১টি ছাগল আকীকার উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে হয়। এটাই ছাহীহ হাদীছ সম্মত বিধান।- দেখুনঃ তিরমিযী ইত্যাদি 'আকীকা' অধ্যায়।

৭ দিনের পরে যদি কেউ আকীকা করেন, তবে সেটা সুন্নাত মোতাবেক হবে না। ১৪ ও ২১ দিনে আকীকা সম্পর্কে তাবারাণী ও বায়হাকী বর্ণিত যে হাদীছ এসেছে, তা নিতান্তই যঈফ। নর হউক বা মাদী হউক ছাগল-ভেড়া ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা আকীকার কথা ছহীহ হাদীছে নেই। জমহুর বিদ্বানগণ আনাস (রাঃ) বর্ণিত তাবারাণীর হাদীছের উপরে ভিত্তি করে উট, গরু ও ছাগল দ্বারা আকীকা করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু তাবারাণীর উক্ত হাদীছ ছহীহ নয়।- দেখুনঃ ফাৎহুল বারী শরহে বুখারী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী ইত্যাদি 'আকীকা' অধ্যায়।

এক্ষণে যথার্থভাবে কোন শারঈ ওযর বশতঃ যদি কেউ ৭দিনে আকীকা দিতে সক্ষম না হন, তবে (সুন্নাতের ক্বাযা হিসাবে) পরবর্তী সময়ে দিলেও চলবে বলে বিদ্বানগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।- দেখুনঃ ফিকহুস সুন্নাহ ২/৩২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১পৃঃ প্রভৃতি।

প্রশ্ন-(২/৪৫)ঃ হাতে এবং দাড়িতে মেহেন্দী দেওয়া যাবে কি? খেযাব দিয়ে চুল ও দাড়ী কালো করা যাবে কি-না?

আব্দুল মালেক

নওদাপাড়া

রাজশাহী

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ পুরুষ হাতে মেহেন্দী লাগাতে পারে না। তবে মহিলাদের হাতে মেহেন্দী লাগানো উচিত। একদা আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) এক মহিলার হাতে মেহেন্দী না দেখে পুরুষের হাত বলে নিন্দা করেন। -আবু দাউদ, নাসায়ী, মেশকাত ৩৮৩ পৃঃ।

পুরুষ তার পাকা চুলকে মেহেন্দী দ্বারা রঙ্গিন করতে পারে বরং করা উচিৎ। কেননা আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) বলেন, ইহুদী-খৃষ্টান তাদের পাকা চুল রাঙায় না। তোমরা তাদের বিরোধিতা কর অর্থাৎ চুল রাঙাও। -মুসলিম ২য় খন্ড ১৯৯ পৃঃ। আল্লাহর রাসূল(ছাঃ) বলেন, তোমরা সাদা চুল কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তন কর। তবে কালো করা থেকে বেঁচে থাক। -মুসলিম ২য় খন্ড ১৯৯ পৃঃ। অপর দিকে চুল কালো করলে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে, যা আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) নিষেধ করেছেন। -মুসলিম ২য় খন্ড ২০৫ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৩/৪৬)ঃ ফরয ছালাত অন্তে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে আমীন আমীন বলে মুনাজাত কেহ করেন, কেহ করেন না। কোনটা ঠিক কুরআন-হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আব্দুর রহমান

বিলচাপড়ী, ধুনট,বগুড়া

উত্তরঃ ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) থেকে হাত তুলে দো'আর বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকলেও রাসূল (ছাঃ) তাঁর তেইশ বৎসরের নবী জীবনে কোন ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত পদ্ধতিতে দো'আ করেননি। আল্লাহ চুপে চুপে তাঁকে ডাকতে বলেছেন (আরাফ ৫৫ আয়াত), যেটা ছালাতের মধ্যে মুছল্লী একান্ত নিভৃতে করে থাকেন। আল্লাহ্র রসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা তার প্রভুর অতীব নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদাবনত হয়। অতএব তোমরা সিজদায় গিয়ে সাধ্যমত প্রার্থনা কর' (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) অধিকাংশ সময় শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়াতু' এবং সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন (মুসলিম)। বলা আবশ্যক যে, ছানা হ'তে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ছালাতের প্রায় সকল স্তরেই দো'আর বিধান রয়েছে। এর পরেও বান্দা সিজদা ও আত্তাহিয়াতু-এর পরে তার মন মত যে কোন দো'আ আরবীতে বলতে পারে। আরবী জানা না থাকলে যে দো'আ গুলি তার জানা আছে, অন্তর থেকে ও চোখের পানি ফেলে সেগুলি পড়লেই তার উদ্দেশ্য হাছিল হবে। মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ বান্দার মনের খবর রাখেন। তিনি চান কেবল বান্দার প্রান ভরা দো'আ ও অশ্রুঝরা আকুতি।

দো'আ একটি ইবাদত। অতএব তার নিয়ম পদ্ধতি শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া উচিত। ছালাতের পুরা অনুষ্ঠানটিই মূলতঃ দো'আর অনুষ্ঠান। মুছল্লী ছালাতের মধ্যে তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে। অতএব অর্থ বুঝে ছালাত আদায়ের অভ্যাস করা উচিত। তাহ'লে প্রচলিত প্রথার প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। অন্যদিকে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার জায্বা সৃষ্টি হবে।

হানাফী আলেম গণের মধ্যে চট্রগ্রামের হাটহাজারীর মুফতী মাওলানা ফয়যুল্লাহ প্রচলিত জামা'আতী দো'আর অনুষ্ঠানকে বিদ'আত বলেন। তার অনুসারীগণ উক্ত বিদ'আত হ'তে দূরে থাকেন। উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে প্রচলিত পদ্ধতিতে দো'আ করাকে জায়েয বলেন। তাঁরা দিল্লীর সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ)-এর 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ'-এর উপরে ভিত্তি করে সম্ভবতঃ এ কথা বলে থাকেন। অথচ উক্ত ফৎওয়া গ্রন্থের কোথাও প্রচলিত জামা'আতী দো'আ সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত নেই। সেখানে ফরয ছালাতের পরে রসূলের (ছাঃ) একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করা সম্পর্কে কয়েকটি যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে মাত্র।

মজার বিষয় এই যে, উক্ত ফৎওয়া গ্রন্থে 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ' -এর বরাতে আসওয়াদ বিন আমের বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ عن الأسود بن عامر عن أبيه قال صليتُ مع رسول الله (ص) الفجرَ فلما سلم انحرف و رفع يديه ودعا ، যার সারমর্ম হ'ল 'রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত শেষে সালাম ফিরালেন ও মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং স্বীয় দু'হাত উঁচু করলেন ও দো'আ করলেন'। অথচ মূল কিতাবে রয়েছে, عن جابر بن يزيد الأسود العامرى عن أبيه قال صليتُ مع رسول الله (ص) الفجرَ فلما سلم انحرفَ ، অত্র মূল হাদীছে শুধুমাত্র এটুকুই রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পরে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন'। এখানে 'দু'হাত উঁচু করলেন ও দো'আ করলেন' এ কথাটি নেই। জানিনা এই বাড়তি অংশটি কিভাবে ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ -তে যুক্ত হ'ল। তাছাড়া মূল কিতাবে রাবীর লক্বব হিসাবে আসওয়াদ আল-আমেরী উল্লেখিত হয়েছে। কিন্ত ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ -তে উক্ত লক্বকে মূল নামে পরিণত করে 'আসওয়াদ বিন আমের' লেখা হয়েছে। যা রিজাল শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে মারাত্মক অপরাধ (দ্রঃ মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বোম্বাই-ভারতঃ ১৯৭৯, 'ছালাত' অধ্যায় ১/৩০২ পৃঃ)। তাছাড়া ফৎওয়াটির লেখক হলেন 'আয়নুদ্দীন' নামক তাঁর জনৈক ছাত্র এবং তার

http://islaminonesite.wordpress.com

পাশেই রয়েছে মিয়াঁ ছাহেবের সীল মোহর।- দ্রঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, দিল্লীঃ ১৯৮৮, ২য় খন্ড ৫৬৪-৬৫ পৃঃ)।

স্মর্তব্য যে, মিয়াঁ ছাহেবের নামে প্রকাশিত উক্ত ফৎওয়া সংকলনে তাঁর শিষ্যদের প্রদত্ত ফৎওয়া সমূহ তাদের নামসহ সংকলিত হয়েছে। জীবনের শেষ অংশে এসে মিয়াঁ ছাহেবের সিদ্ধান্তে অনেক দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। যেটা শতায়ু মানুষের জন্য অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক সময় মসজিদে রক্ষিত তাঁর সীলমোহর তাঁর বিনা অনুমতিতেই ব্যবহৃত হ'ত। সেকারণে মিয়াঁ ছাহেবের জীবনীকার ছাত্র মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী বলেন, 'মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শেষ সিকি অংশের যেসব ফৎওয়া ইতিপূর্বেকার খেলাফ প্রমাণিত হয়, সেগুলি তাঁর নিজস্ব ফৎওয়া গণ্য করা ঠিক নয়। বরং পূর্বের ফৎওয়াগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।' আল -হায়াত বা'দাল মামাত পৃঃ ৬১৩-১৪।

আহলেহাদীছগণ সর্বদা ছহীহ হাদীছের অনুসরণে সচেষ্ট থাকেন। আর সে কারনেই প্রচলিত জামা'আতী দো'আকে তারা সুন্নাত বিরোধী বলে মনে করেন।

আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যাতে আমার নির্দেশ থাকবেনা তা পরিত্যাজ্য (বুখারী ১০৯২ পৃঃ)। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, কেউ যদি আমার দ্বীনের মধ্যে নতুন কাজের উদ্ভব ঘটায়, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যাজ্য (মুসলিম)।

প্রশ্ন-(৪/৪৭)ঃ 'পীর' শব্দের অর্থ কি? শরীয়তের দৃষ্টিতে পীর ধরতে হবে কি? অনেকেই বলেন পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। যার পীর নেই, তার পীর হচ্ছে শয়তান।

মোসাম্মাৎ সুলতানা

ঘোড়ামারা ,রাজশাহী।

উত্তরঃ 'পীর' ফারসী শব্দ, যার অর্থ বুড়া। শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত পীর-মুরীদীর কোন দলিল নেই। মহান আল্লাহ তার রাসূলকে(ছাঃ) আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ।'-আহযাব ৩৩ আয়াত। অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন, রাসূল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।'-হাশর ৭ আয়াত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের(ছাঃ) আদর্শই গ্রহণ করতে বলেছেন। অবশ্য দ্বীনী ইল্ম শিক্ষার জন্য যে কোন যোগ্য আলেমের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ শরীয়তে রয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রের উপরে কিয়াস করে পীর-মুরীদীকে জায়েয করার কোন সুযোগ নেই। কেননা রসূল(ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং মানুষ তাদের প্রয়োজনে আলেমদের নিকট থেকে কুরআন ও হাদীছ -এর বিধান জেনে নিয়ে সেভাবে আমল করতেন। তাছাড়া বর্তমান যুগের 'পীর' ছাহেবেরা 'মা'রেফাত' নামক একটি পৃথক শাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন। যার মেহনত করার জন্য তাঁরা স্ব স্ব মুরীদানকে আহবান করেন, যা শরীয়তের প্রতি গভীর ভাবে আনুগত্যশীল হওয়ার মৌলিক আবেদনকে জনগণের নিকটে ক্ষুন্ন করে।

আল্লাহ্র রাসূল(ছাঃ) বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হবেনা, যতক্ষণ পযর্ন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, তার ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব'। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ১২ পৃঃ। মোট কথা আল্লাহ্র রাসূলই সব চেয়ে সম্মানিত ও অনুসরণের যোগ্য। কোন পীর বা ওলী নয়। রাসূল(ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম। যদি তা কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরতে পার, তবে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবেনা। তাহ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর সুন্নাত' (মুওয়াত্তা মালেক)। এখানে সঠিক পথে থাকার সম্বল হিসাবে কেবল কুরআন ও হাদীছকেই বলা হয়েছে, অন্য কিছুকে নয়। অতএব 'পীর না ধরলে জান্নত পাওয়া যাবেনা' একথা ঠিক নয়। 'যার পীর নেই তার পীর হচ্ছে শয়তান' এটা একটা আবান্তর ও অতীব জঘন্য কথা শরীয়াতে বায়'আত ও ইমারত-এর কথা রয়েছে, জামা'আতী যিন্দেগী যাপনের কথা মুমিনের উপরে যা অপরিহার্য। প্রচলিত পীর-মুরীদীর সাথে শরীয়তের আমীর ও মামূরের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন-(৫/৪৮)ঃ যারা সন্তান না নেওয়ার আশায় অপারেশন হয়েছে, তাদের পিছনে ছালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কি?

হাসানুয্ যামান ও সৈয়দ আলী

রাজপুর, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ সন্তান না নেওয়ার আশায় অপারেশন হওয়া শরীয়তে গোনাহে কবীরাহ, যা তওবার শর্তে ক্ষমা হওয়া না হওয়া আল্লাহ্র ইচ্ছা। এইরূপ অপরাধী লোকের পিছনে ছালাত জায়েয আছে। ইবনে ওমর (রাঃ) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছেন (বুখারী)। হাজ্জাজ একজন অত্যাচারী ও ফাসেক শাসক ছিল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ফাসেক বাদশাহ মারওয়ানের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন (মুসলিম)। ইমাম বুখারী স্বীয় 'তারীখ" গ্রন্থে বলেন, ১০ জন ছাহাবী বড় অপরাধী নেতাদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন।- আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৩য় খন্ড ১৬৩ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

প্রশ্ন-(৬/৪৯)ঃ কোন কোন এলাকায় দেখি টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করে। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া কি জায়েয আছে?

আব্দুল হান্নান

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র রাসূলের যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং বিভিন্ন শস্যের কথা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা ফিৎরা প্রদান করতাম এক ছা খেজুর অথবা জব হ'তে বা পনির হ'তে কিংবা কিসমিস হ'তে, অন্য বর্ণনায় খাদ্য হ'তে' (বুখারী ১ম খন্ড ২০৪ পৃঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬)।

খাদ্যশস্য দ্বারা 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' আদায় করাই সুন্নাত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা সুন্নাত নয়। ছায়েম নিজে যা খান, তা থেকেই ফিৎরা দানের মধ্যে অধিক মহব্বত নিহিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য ও খাদ্যের মান কখনো এক হয় না। সম্ভবতঃ এসব কারণেই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম খাদ্যশস্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করতেন। তাঁরা খাদ্যমূল্য দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন-(৭/৫০)ঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা শরীয়তে কতটুকু জায়েয আছে? যদি জায়েয থেকে থাকে, তাহ'লে প্রচলিত বড়ি বা প্যানথার ব্যবহার করা জায়েয কি-না?

আবুল কালাম আযাদ

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে অথবা দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান কম নেয়ার লক্ষ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) 'আযল' অর্থাৎ শুক্র বাইরে নিক্ষেপ করাকে গোপন ভাবে সন্তানকে মাটিতে পুঁতে দেয়া বলে উল্লেখ করেছেন (মুসলিম, মেশকাত ২৭৬ পৃঃ)। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করনা। অমি তাদের ও তোমাদের খাদ্য দিয়ে থাকি'(বনী-ইসরাঈল ৩১)। দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান কমানো উদ্দেশ্য না থাকলে, বাচ্চার দুধ খাওয়া পর্যন্ত অথবা মহিলার কোন শারীরিক কারণে কিংবা স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন পদ্ধতিতে শুক্র বাইরে নিক্ষেপ করা যায়। জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) যুগে আযল করতাম। আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি আমাদের নিষেধ করেননি। কেননা যে সন্তান আসা তাকদীরে নিধারিত আছে, তা আসবেই। -মুসলিম ২য় খন্ড ৪৬৫ পৃঃ।

প্রশ্ন- (৮/৫১)ঃ যে কোন হালাল ব্যবসায় ক্রয় মূল্যের চেয়ে কি পরিমাণ লাভ করা যাবে ? এছাড়া বাকী বিক্রিতে দাম কম-বেশী করা যাবে কি-না?

আবুল কালাম আযাদ

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ কুরআন হাদীছ লাভের পরিমান উল্লেখ করেনি। তবে হাদীছে ক্রয় মূল্যের ডবল দামে বিক্রয়-এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হযরত উরওয়া বিন আবুল জা'আদ আল-বারেকীকে ছাগল কেনার জন্য একটি দীনার দিয়েছিলেন। তিনি এক দীনারে দু'টি ছাগল ক্রয় করে একটি এক দীনারে বিক্রি করেন এবং একটি ছাগল ও এক দীনার ফেরৎ দেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তার ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের দো'আ করেন (বুখারী, মেশকাত ২৫৪ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছে পরিমাণ প্রমাণ হয় না, তবে বেশীর ইংগিত পাওয়া যায়। বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশ হলে ঐ ব্যবসা অবৈধ হবে। কেননা হযরত অবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, نهي رسول الله (ص) عن بيعتين في بيعة رواه مالك والترمذي و أبو داؤد والنسائي باسناد حسن والحديث صحيح كما قاله الالباني – রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি করতে' (মালেক, তিরমিযী ইত্যাদি, 'বুয়ূ' অধ্যায় মিশকাত হা/২৮৬৮)। এর ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, 'এক ব্যক্তি কোন বস্তু বিক্রয়ের সময় বলল যে, আমি এ বস্তুটি তোমার নিকটে নগদে ১০ টাকায় এবং বাকীতে ২০ টাকায় বিক্রি করলাম'(লুম'আত, হাশিয়া মিশকাত ২৪৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন-(৯/৫২)ঃ আজকাল কোন কোন আলেম বলছেন যে, ফজরের আযানের পরে জামা'আত শুরুর প্রাক্কালে অথবা চারিদিকে প্রভাতের লাল আভা ভালভাবে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহারী করা চলবে। এটা যদি কেউ না মানে তবে তারা ছহীহ হাদীছের বিরোধী হিসাবে গণ্য হবে ইত্যাদি। বিষয়টি কতটুকু সঙ্গত। জওয়াবদানে নিশ্চিন্ত করলে বাধিত হব।

মুহাম্মাদ ইউনুস আলী

গ্রাম ও পোঃ ফিংড়ী, জেলাঃ সাতক্ষীরা

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (রামাযানের রাতে) খানাপিনা কর যতক্ষণ না (রাত্রির) কাল রেখা হ'তে ভোরের শুভ্ররেখা স্পষ্ট হয় (বাক্বারাহ ১৮৭)। এই আয়াতাংশ নাযিল হওয়ার পরে লোকেরা পায়ে কালো সূতা ও সাদা সূতা বেঁধে পরখ করা শুরু করল। তখন বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝানোর জন্য পরে নাযিল হয় 'মিনাল ফাজ্রে' অর্থাৎ সাদা সূতা নয় বরং রাত্রির কাল রেখা হ'তে ফজরের শুভ্ররেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত। হযরত আদী বিন হাতিম (রাঃ) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,إنما هو سواد الليل وبياض النهار 'উহা হ'ল রাতের অন্ধকার ও দিবসের শুভ্রতা' (বুখারী)। ইমাম কুরতুবী বলেন, রাসূলের এই ব্যাখ্যার মধ্যেই সবকিছুর ফায়ছালা নিহিত রয়েছে'। তিনি বলেন, শরীয়তদাতা আল্লাহ যেখানে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনার শেষ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখানে ফজর উদয় হওয়ার পরেও খানাপিনা করা যাবে একথা বিভাবে বলা যেতে পারে? (তাফসীরে কুরতুবী, বাক্বারাহ ১৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। হ্যাঁ খাদ্য বা পানীয় হাতে থাকা অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায়, তখন তা শেষ করার হুকুম হাদীছে রয়েছে (আবু দাঊদ, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ১৯৮৮)।

মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,كلوا واشربوا حتي يؤذن ابن ام مكتوم وإنه لايؤذِّن حتي يطلُعَ الفجرُ رواه البخاري 'তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। কেননা সে ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না'(বুখারী)। বুঝা গেল যে, ফজর উদয় হওয়া পর্যন্তই সাহারীর শেষ সময়, ফজরের পরে সুর্য উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নয়। মা আয়েশা (রাঃ) ও মা হাফছা (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মরুফূ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এই মর্মে যে,من لم يبيت وفي رواية لحفصة من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني ورجاله ثقات–

'যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে ছিয়ামের প্রস্তুতি নিলনা, তার ছিয়াম হ'লনা' (দারাকুৎনী, কুরতুবী ২/৩১৯ পৃঃ)। ইমাম কুরতুবী বলেন, জমহুর বিদ্বানগণের মাযহাব এটাই এবং এর উপরেই চলছে শহরে গ্রামে সর্বত্র একই নিয়ম'।

সূর্যের লালিমা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সাহারী করতেন বলে হযরত আবুবকর, ওমর, হুযায়ফা, ইবনু আব্বাস, তাল্ক্ব বিন আলী, আতা বিন আবী রাবাহ, আ'মাশ, সুলায়মান প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এগুলি ইখতেলাফ রাত্রি ও দিবসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদ গণের মধ্যকার ইখতেলাফের কারণে হয়েছে (ঐ, তাফসীর ২/৩১৯ ও ১৯২-৯৩ পৃঃ)। তবে চূড়ান্ত মীমাংসা রাসূলের (ছঃ) উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত। যেখানে বলা হয়েছে 'উহা হ'ল রাত্রির অন্ধকার ও দিবসের শুভ্রতা' (বুখারী)। অতএব ছিয়াম-এর শুরু হ'ল ফজরের উদয় হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিছু ছাহাবীর আমলের কারণে খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহ্ওয়ে বলেন, 'যদি কেউ সকালের লাল আভা পর্যন্ত সাহারী প্রলম্বিত করেন, তবে আমি তার উপরে দোষারোপ করবো না বা তাকে ক্বাযা বা কাফ্ফারা আদায় করার জন্যও বলবোনা' (ফৎহুল বারী 'ছওম' অধ্যায় ৪/১৬৩ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১০/৫৩)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে যদি কোন মুক্তাদী দু' রাক'আত পায়, তাহ'লে সে কি পরবর্তী দু'রাক'আত শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়বে না অন্য সূরা মিলাবে?

মূসা

মেহেরপুর, ধূরইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আত শুরু হ'লে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ধীরে যেতে বলেছেন এবং ছুটে যাওয়া অংশটুকু পুরণ করতে বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلي الصلاة، و عليكم السكينة والوقار و لا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا، متفق عليه (বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম হাদীছ সংখ্যা ৪১১)।

এক্ষনে জামা'আতের ছুটে যাওয়া অংশটুকু পুরণ করার নিয়ম সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি যে অংশটা ইমামের সাথে পেলে সেটা তোমার ছালাতের প্রথম অংশ' (বায়হাক্বী ২য় খন্ড ২২৪ পৃঃ)। আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/১৯-২০ পৃঃ; সুবুলুস সালাম ২/৬৮ পৃঃ হাদিছ সংখ্যা ৩৯০।

অতএব প্রথম অংশের ধারা বহাল রেখে বাকী অংশটা পুরো করতে হবে। যেমন চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের এক রাক'আত পেলে এক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বে এবং বাকী দু'রাক'আত শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে।।

http://islaminonesite.wordpress.com